ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা ——এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ, সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস——

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্‌পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্‌পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়।

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙ্গায় তুলতে পাল্যে হয়।

রাজা। দেখ, ধনদাস।

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ।

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও——

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীতদাস। এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন, তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে! তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি——

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি, তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো?

(মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ)

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, জানলেম যে, চোরের কাঞ্ছবাসই লাভ! আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো।

রাজা। এই নাও। (পত্রদান)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ।

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র। দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হ'লে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার

পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পাঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁহার কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে, কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাক্‌বে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ, আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে, যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন।

[illegible] মহাশয়, [illegible] আমাদের মহারাজের [illegible] বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না, এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই; আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ না কি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কত্তো ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে! বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্তো চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্রি, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও। আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ধরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশ-বৈরিদল! তুমি যে দেশ-বৈরিদলের কথা ভেবে একবারে বাতুল হলে? এক যে দিল্লীর সম্রাট্, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি এক জন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা নির্ব্বাহ কত্তো না পারে, তবে আর কে পারবে?

(ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ)

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথায় ঐক্য হচ্যে না, তারই জন্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্তো গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে। তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ক্রটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কাজ হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধিতে স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার। বিবেচনা করে দেখুন দেখি, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন করে্য অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সেই বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার কর্ম্ম যেন নিস্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম্ম [illegible] কত্তো যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত; কিন্তু রাজচরণে আমার একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে, মহারাজ?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্‌যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাস-কাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা কর্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের এক জন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম। এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম! হা! হা! হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি? আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখনও দেখেন নাই! যা হোক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলে থাকেন যে, গ্রহদল রবিদেবের সেবা করে্য তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন; আমরাও রাজ-অনুচর, তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে? কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়, কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্তো হয়, কারো বা ছুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়, এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন করে হোক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই। তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি

মানুষ? হুঁ। তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়। কোন আবরণ নাই; যার ইচ্ছা, সেই প্রবেশ কত্যে পারে। এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ—আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে, পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ! সেটা আবার এক বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক্ মন্ত্রী ভায়ার কত বুদ্ধি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ

(বিলাসবতী)

বিলাস। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘ নিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নব-যৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস) রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে, কে জানে?

(দর্পণের নিকট অবস্থিতি)

(মদনিকার প্রবেশ)

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই! যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক্ গে যাক। এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুনবে কি? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ার-মুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?

বিলা। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর করবে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্যপথ ভাবচে।

বিলা। বলিস্ কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলা। শুনবো না কেন? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামণি, তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয়বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্যে।

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে?

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে। ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে। ও কি ও? তুমি যে কাঁদতে বসলে? ছি ছি! এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন, যে তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ্! আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষে জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি)

(ধনদাসের প্রবেশ)

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে তাঁমার আমার মতেই শেষে মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই

পড়তে হয়। শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না। এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্তে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসচে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হ'তে পারে না। তবে কি না, স্ত্রীলোকটা পরমাসুন্দরী। ভাল,—তা একবার দেখাই যাক্ না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে, বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ)

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি।

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম।

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস! তুমি যে এক জন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে!

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি না কি মহারাজের কাছে একখানি চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজ কাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ! এ মাগী ত ভারী জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ; না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বলছিলেম কি, যে মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে একেবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক্ মেনে; এখন আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি না কি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালী কত্তে না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন। তা তুমি জান?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত? তোমার দোষ কি ভাই? এ কালের ধর্ম্ম! এ কলিকাল কি না? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে। মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত এক জন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়েমানুষ বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখনও করি নাই। তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে?

ধন। ত, আমি কেমন করে জানবো?

বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে?

ধন। হা। হা। তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে। আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়। তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকছেন।

ধন। ঐ শোন। আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নব-যৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার। (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমিও এই তোমার মাথা খেতে চললেম!

(প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না। কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও দুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ)

অহ। ভগবতি! আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন। আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একবারে এত বাম হলেন!

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগর-পথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়। কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতিরোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হল্যে—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কর্ত্যে পারে না। তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। আহা। সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে। বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা।

তপ। মহিষি। সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না। দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন!

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ ভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনে বাস করা ভাল। রাজপদ যদি সুখদায়ক হত্যো, তা হলে কি আর ধর্ম্মরাজ, রাজ্যত্যাগ করো মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন।

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না; সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন?——ঐ না মহারাজ এই দিকে আসচেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন। হে বিধাতঃ! এ হিন্দুকুলসূর্য্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হতো কবে মুক্ত করবে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন)

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন!

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়! হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ করেছিলেম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতি-পরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হত্যে পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি)

(ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ)

রাজা। রামপ্রসাদ!

ভৃত্য। মহারাজ!

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ! [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ চিরজীবী হউন!

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহু দিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হল্যেম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখচি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ এক-লিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজ-লক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অব-স্থিতি কচ্যেন, শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ্-মেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্ত হয়্যে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

(অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ)

আসুন, মহিষী আসুন।

অহল্যা। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি, আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে! বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন)

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্যে নিরাপদ্ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ! এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হলে, আমার আর এক দণ্ডের জন্যও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্য রক্ষা কত্যে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হ'তে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হ'য়ে কালযাপন করেন। এই সূর্য্যবংশচূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হল্যেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন, আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহ। সে কি, নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আরও কি তাকে আইবড় রাখা যায়?

(নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি)।

রাজা। এ কি, আহা! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্যে।

তপ। আহা মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্যেন।

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছে যে, কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি প্রিয়ে?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনী দেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হল্যে?

(নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

(নেপথ্যে গীত)

[ধানী-মুলতানী—কাওয়ালী]

শুনিয়ে মোহন মুরলী-গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান॥
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।
নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান॥

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশ-মার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে, সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি! কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো!

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ-লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্ট-বারি নদীতে প্রবেশ করে্য তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেই-রূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বর-সমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে্য থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত? আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ! আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দেবদুর্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন! আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বল্‌তে পারি নে।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ)

এসো মা, এসো। মা, তুমি কি ভগবতী কপাল-কুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি! যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার কনকপদ্মটি মুকুলমাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উদ্যানে কি করছিলে মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন। আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা! এটি গোলাব; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে এনেছি (মাতার হস্তে অর্পণ)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এই মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে। (দূরে দুন্দুভিধ্বনি)

সকলে। (চকিতে) এ কি?

রাজা। রামপ্রসাদ!

নেপথ্যে। মহারাজ!

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। দেখ ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন?

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো, দেখ? মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে আবার

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়্যেন না কি? (উঠিয়া) আঃ! এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে। আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বহিতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো? হায় হায়!——

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল, জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ রক্ষা হোক!—আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো!—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আমার নিকট দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি! আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি! এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। লোক যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়। অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্যে পারে?

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি! চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না!—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুরের রাজপথ

(পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ)

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না;—[illegible] (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হোক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হোক!—মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি, সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি!—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, এ বিবাহটা কোন মতে না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা যাক, কি হয়। আমি ত ভাল মঙ্গলচণ্ডী এখানে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল করে্য এক পত্রও লিখেছি। হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল করে্য লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একেবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যদুপতিকে যেরূপ মিনতি করে্য পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ করে্য লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করে্য বলেছি, বোধ হয়, এর মন্ আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়।

(অন্তরালে অবস্থিতি)।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ)

ধন। মন্ত্রীমহাশয়! যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়।

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়! নৈলে কি [illegible]

কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্যা স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই!

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-স্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস। এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হল্যে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন, তা হল্যে ত আর বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন করেই বা থাকবে? এর নদি [illegible]

মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্ব্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়, তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে। —একে কি আর কোথাও দেখেছি, (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ! তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখিই নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন? তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যা হৌক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে?

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়! আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ!—বিলাসবতী কে?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্‌থেকে শুনলে? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করো্য জানবো?

মদ। আঃ আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, [illegible]
[illegible]

ধন। (স্বগত) এ কথায় আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেঠাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজা-রাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মেঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল হলে না কি? এ নিয়ে তুমি কি করবে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোদ্যত)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায়? দিতে হলো!—হায়! হায়! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,—আর ভাবলেই বা কি হবে?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদছেন না কি? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? দি! ভাল, এ কর্ম্মটা সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই, দেখো ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা,—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই, এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা! হা! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হা! হা! বেটা যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!—এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা! হা! হা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় কমলিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যে দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়-সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কষ্ট, সেখানে যাতনা সহ্য কত্যে হয়। যেমন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বৈ দেখতে পান না। তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা,—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ)

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা শুনলে আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি! পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখী সকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললেম।

কৃষ্ণা। ভাল, দূতি, রাজা মানসিংহ আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝতেই পারেন। যে যাকে ভালবাসে, সে তার মন না জেনে কি কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভালবাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি, ভালবাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চেন? আমাদের মহারাজ রাতদিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচ্চেন; তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণা।—কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখনও দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আপনাকে না পেলে তিনি আর কাহাকেও বিবাহ করবেন না।

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমরা চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একেবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্চে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুলো না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্নটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেমন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং
তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ)

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন ?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হ'তে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন ?

রাজা। আজ্ঞা সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি ? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আমার কৃষ্ণা—(রোদন)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত ?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো ? (রোদন)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে ? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে ? বিধাতার সৃষ্টি, এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুম-লতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে ; আর তারাও নূতন আশ্রয়ে ফল-ফুলে শোভমান হয়।

(নেপথ্যে গীত)

[আশাগৌরী—আড়া]

অসুখী ভ্রমরদলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে ॥
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে তাবিত,
কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুখানলে ॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো ? (রোদন)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচ্যেন।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন ? তুমি কাঁদ কেন মা ?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিন পরে তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে ? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে ? (রোদন)

কৃষ্ণা। সে কি মা ? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা ? (রোদন)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ !

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? এই জন্যেই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্য্যে, বনবাসী হতেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন ? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বলগে যা। আমি ত্বরায় যাচ্যি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই, আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়। তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে, তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না; যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে, যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রী-লোককে অবোধ বলে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমেষে নষ্ট কত্তে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি!——মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না তাতে কি ভাব দাঁড়ায়! হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়! নাই বা হলো বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার উল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন, আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়? আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোননি যে, জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এই মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁহাকে আর কে পায়?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাতফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো, এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা, (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমন-পূর্ব্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব, বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্, আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থা ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত ল হলো, এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্র দৃষ্টি করিয়া) অ্যাঁ, এমন রূপ! আহা! কি অ! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছি, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো!—না——এখানে আর থাকা উচিত নয়, কে আবার এসে দেখবে—যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

——

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজনিকেতন-সম্মুখে।

(মরুদেশের দূত এবং [পুরুষবেশে] মদনিকার প্রবেশ)

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন; তার পর আমি এক জন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। যা হউক্, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো?

মদ। দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন।

দূত। হাঁ! সে কি কথা? আমি ত পাগল নই। ও কথাও কি প্রকাশ কত্তো আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠেন!

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আর আপনাকে কি বলবো? মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়।

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে, মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক পুত্রমাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যাঁ—কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বল্‌বো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্তেম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই, এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন সহ্য হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ—কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি এক জন বেশ্যার সহচরী; বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?—সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ দুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্চি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

(ধনদাসের প্রবেশ)

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে! আর বোধ হয়, আপনি তো শুনলেও রাগ করবেন!

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়েমানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভালবাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার কি নিতান্ত

অল্পবয়সে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে আমি তামাসা কচ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী, এই গড়ের বাহিরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ, কোথায় বললে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেচো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আমি দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতে স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা কি সহজে ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত [illegible] আর সে আমার হাত ছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝ্‌তে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে?

(সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ)

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভায় যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনি রাজা জগৎসিংহের দূত না?

সত্য। আজ্ঞা হাঁ।

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্যরত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম?

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথা আপনাকে কে বললে?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই নড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছে বটে?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল? কিন্তু আপনি যে এ কুকর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না।

দূত। কেন? তুমি কি কত্যে? ওঃ! বড় স্পর্দ্ধা যে?

[illegible]

এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচ্যেন।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ, আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি, যে দেখছি স্বয়ং চাণক্য-অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী না কি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ! (ধনদাসের প্রতি) ওগো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনাটা একবার করুন দেখি শুনি!

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণনা করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখ-সম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে। যেখানে অজনাকুল তারাকুল-তুল্য সুন্দর, আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর——

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন!

ধন। আজ্ঞা ও কথার আর কি বলবো! সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্তে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখনও প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তু মাত্রেই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন! চলুন, আমরা এখন যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশ-গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক জন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচ্ছি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অনুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি জগৎসিংহের নাম শুনলে একেবারে যেন জলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটি আছে? হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমি একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পঁহুছিতে হবে।

[প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থ-ই হলো? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎ-সিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দ্দশা ঘটবে? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য। কৃষ্ণাও দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ)

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দূতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। হা রে, অবোধ মনঃ! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? তাই বা কেমন করে বলি? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেছে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপাল-কুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি? তা এরূপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায়? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বুঝি আমার কথাই হচ্চে। ও মা, ছি! ছি! কি লজ্জা! মা শুনলে বলবেন কি? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই।

[প্রস্থান।

(অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

অহ। বলেন কি, ভগবতি? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, সেই আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্য্য!——

তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিকস্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম্ম? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো?

অহ। আহা! এই জন্যই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরস-বদন দেখতে পাই! ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অনুরাগিণী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন?

তপ। মহিষি, ও সকল দৈবঘটনা। ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না।

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয়; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ। দেবি! মন-চক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায়? বিশেষ ভগবান কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা তা কি আপনি জানেন না? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্ষে দেখে, তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম তা আমরা দেখতে পাচ্যি না; কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্যে। দেবি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও জানবেন, এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত একজন যশোহীন পুরুষ নন।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনি প্রকাশ হবে।

নেপথ্যে গীত।

(ভৈরবী—মধ্যমান)

তারে না হেরে আঁখি ঝুরে
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে।
রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোদুখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে।

মলয় পবন দাহন সদা করে,
কোকিলের কুহুরবে তার হৃদয় বিদরে॥

তপ। আহা, ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চমস্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানব-জাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে না।

অহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার কথাটি শুনে আমার মন কত যে উতলা হয়ে উঠলো, তা আর বলতে পারি না। হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দোবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো। (রোদন)

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই বা হবে কেন?

অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সদ্ভাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে।

তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? এ কি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্যা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দিবেন; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন?—আহা! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো—

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ)

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন?

কৃষ্ণা। মা, মা, বিরসবদন হবো কেন?

অহ। ও কি ও? তুমি কাঁদচো কেন মা?

কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন)

অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন দুঃখিত হলে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না! সুতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য-দেবতাকে না পেলে কি আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি! ছি! ও কি, মা?

কৃষ্ণা। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছো? (রোদন)

অহ। বালাই! কেন মা? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে মা? (রোদন)

তপ। বৎসে, পক্ষি-শাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্চেন? তুমিও তো তাই করবে, তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—(রোদন)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন)

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এতদিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকেই আসচেন। উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয় মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা—এ সকল সংসার-মায়া-শৃঙ্খল থেকে মুক্তিদান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তিলাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই বোধ হয় না। আহা! এদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয় সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপ-ধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

(রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ)

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে।

তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ? এমন ত সর্ব্বত্রেই হচ্যে।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোল-যোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?

(অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ?

রাজা। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্যেন যে—

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি! রাজা জগৎসিংহ আমার একজন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্ব্বাণ হবে?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি এতে যে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন?

রাজা। তা হলে তাঁর দস্যুদল আবার দেশ লুঠ কত্যে আরম্ভ করবে। হায়! হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহ। (রাজার হস্তধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাঁকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্যে এসেছে? হায়, আমি বিধাতার নিকট কি পাপ করেছি যে, তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন? আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো? আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন)

তপ। বালাই, তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভালমন্দ কিছুই জানে না, মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয়? বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল।—(রোদন)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি নরাধম! আমার মত ভাগ্যহীন পুরুষ বোধ করি আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে!

[সকলের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার ভাল লাগে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম

দিয়েছিলাম, এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো? কেন? তুমি ত চিরসুখিনী; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর প্রেমালাপ কচ্চো; তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই, যাঁর নাম কখন শুনি নাই, যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্যাস্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্চো। আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখি গে, সে দূতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা শিহরে উঠ্‌লো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও! ও! ও! (মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাদ্য)

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম। উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন, আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোৎথেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য; ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন?

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হল যেন, আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময় একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বললেন,—"বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।"

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—"দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই। আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মত যশস্বিনী হবে।"

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর থেকে কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা আর তুমি কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাদ্য)

কৃষ্ণা। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি, আহা! হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরতোরণ।

(বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ)

বলে। রঘুবরসিংহ।—

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা বীরবর ?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা। আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে ?

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা।

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত ? এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে ? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নইলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি ?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রণবাদ্য।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবীরসিংহ—

প্রথ। কি হে ?

দ্বিতী। তোমাকে ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ; তুমি নাকি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজ-সংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই ! আমি শুনেছিলাম যে, এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল ; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বস্‌লেন, এর কারণ ?

প্রথ। সে কি ? তুমি এর কিছুই শোন নাই ?

দ্বিতী। না ভাই।

তৃতী। কৈ ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ উভয়ে আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ, তা ত জানি। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন ?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন ; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ। এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্যেই এসেছেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন কি ?

প্রথ। হা ! হা ! এও বুঝতে পাত্যে না ভাই ? এর মত ভিখারী ত আর দুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই ছলে হোক বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন জান ?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন ? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন, আর অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়-পুরের রাজা এতে চুপ করে থাকবেন ?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না, এত অপমান কি সহ্য কত্যে পারবেন ?

তৃতী। ওহে, এদিকে দুজন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ)

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত ?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়! এই কর্ম্মটা কি ভাল হলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনি কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন! এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার দেখছি, সর্ব্বনাশ হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনার দেশে এসেছিলেম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে, হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন, মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য।

(অঙ্গুরীয় গ্রহণ)

সত্য। মহাশয়, আপনি একজন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হ'তে পরামর্শ দিবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম করতে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি, আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ! এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে। হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটী ছুঁলে সোনা হয়! হা হা, হা! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলি দেন, (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা, না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্রে গিয়ে বাস করবো, আর কি! আমার ত আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি। তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একেবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এতদিন বনে বনে পর্য্যটন কল্যেম, তাকে এখন একপ্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই? (চিন্তা করিয়া) ফেলেই বা যাব কেন? আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না? কত কত লোক স্বর্গ-কন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মন চুরি কত্তে পারবো না! হা! হা! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন?

দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না, শেষে প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিঠাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে গীত

(ভৈরব—কাওয়ালী)

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভানুভামিনী;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী,
অতি দুখিনী।

মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে,
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নবতৃণাসনে হরষিত মনোহারিণী॥

তৃতী। ঐ শুনলে ত? চল, আমরা এখন যাই।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

প্রথ। হাঁ—চল—। ঐ যে আর এক দল আসচে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী)

রাজা। বল কি, মন্ত্রি! এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন?

রাজা। কি আপদ্! আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্চি হে? আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি কি, বলি, এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করে মানসিংহকেই কন্যা প্রদান করবেন, মানস করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এ অনর্থের মূল। সেই কেবল স্বার্থসাধনের জন্য এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্যে।

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষ্যে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্‌যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রি! তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই?—সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হ'তে বলচো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা

ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর-প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কোন কোন লোক বলে যে, তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে? মরুদেশের রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন। তা ধনকুল-সিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন?

রাজা। অবশ্য পাবেন। আমি তাঁকে মরু-দেশের সিংহাসনে বসাবো। দেখ মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা যে, সে আমার বিপক্ষতা করে? এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে?

মন্ত্রী। মহারাজ,—

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? যাও।—

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না, আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু অপযশ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হ'লে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটা যেন কেউ না বলে যে, অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবারি চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী ও মদনিকা)

বিলা। বাঃ, তোর ভাই কি বুদ্ধি! ধন্য যা হউক!

মদ। (সহাস্যবদনে) সে বড় মিছা কথা নয়। আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থ ই চিনতে পারে নাই?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। যেখানে দেখতেম, তুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আসতে যেতাম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি, ভাই!

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো?

বিলা। তাই ত? ভাল মদনিকে! রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী বলে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একেবারে বিরস-বদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা।

মদ। ভাই, বলবো কি, রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। অ'হা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে?

বিলা। বলিস্ কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য। আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে বল?

বিলা। কে জানে ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছে হচ্যে যে, উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষু দিয়েছেন।—সে যাক্ মেনে, এখন মহারাজ ক'দিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি?

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? আজ তিন দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন! তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা! হা! হা!

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয় না।

মদ। দেখ সখি, মহারাজ বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

বিলা। ও মা! সে কি লো? ছি! ছি! তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। এই যে এসো না, তোমাকে না হয় মান-ভঞ্জের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দিই। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধো।

(বদনাবৃতকরণ)

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ। তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্? তা আমি এখন কি করবো বল?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) আপদ্! তুমিই না হয় মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি।

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ)।

মদ। হে সুন্দরি! তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিত্ত-চকোর—

বিলা। হা! হা! হা!

মদ। ছি! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট কল্যে। এমন সময় কি হাসতে হয়?

বিলা। ঐ না, মহারাজ এই দিকে আসচেন?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

(রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।—এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে যাক। এ গৃহে ত পুষ্পধনু আর পঞ্চ-শর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি। তা কৈ, বিলাসবতী কোথায়? (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন, প্রিয়ে, তুমি এত বিরস বদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন) দেখ ভাই, তুমি কখনও এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই। কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি ভাই, তোমার জাত যাবে? একটা কথাই কও।

এ কি? একেবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে?

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্চি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আজ আমার উপর এত দয়াহীন হলে?

বিলা। সে কি মহারাজ? আপনি হচ্যেন রাজকুলচূড়ামণি; তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন,—আমি একজন—

রাজা। তুমি দেখছি ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো! ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

(নেপথ্যে গীত)

[কাফিজংলা—যৎ]

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না তা কি জান না?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতীকার না হলে আর
কোন কথা কবে না।
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না॥

রাজা। হা! হা! সত্য বটে! দেখ ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি, সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, ভাই রক্ষা—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে! আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না?

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি সখি, মদন-কেতু। যে স্থানে বায়ুচালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর বৃক্ষ থাকে? অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্ত চিন্তা কি? মহারাজ, আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে, এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাস্, সখি! ভাল কথা বলেছো। তুমি ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত, আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি, কিন্তু ওর যে এত দুর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ, তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে?

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ, (হস্ত ধরিয়া)

বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভালবাসতে পারি !

বিলা। এই ত, মহারাজ, এই সকল মধুমাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না ?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক ? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যই এ সব উদ্‌যোগ।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে এক বার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ !

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব, তার ভয় কি ?

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

(ধনদাসের প্রবেশ)

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত ?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল ? কেমন করে ভাল থাকবো বল ? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজ-সম্মুখে ডাকেন নাই, আর লোকের মুখে কত কথা যে শুনি, তার আর কি বলবো ? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছ, এই ভাল।

বিলা। গগন কি ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে ?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না, তুমি যদি ভাই, আমার মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে ?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ শুনছেন ?

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্রবার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকে ভালবাসে। আর ওর [illegible] দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না ?

বিলা। (ব্রীড়াসহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো ?

ধন। সে কি, ভাই ? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুবাসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কর্ম্ম বোঝা ? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে বেটার স্পর্দ্ধার কথা ? ইচ্ছা হয় যে, এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষকরণে উদ্যত)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ ? আপনি করেন কি ? (হস্ত ধারণ)।

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই ?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে। তা একে একবার হাত করবার কি ? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ?

বিলা। আমি আর কি বল্‌বো ?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা করবে। তা সে শাস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর দুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে ? (মারিতে উদ্যত)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্চো, যে, হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় ত মুখে চূণ-কালি দিয়ে দেশে ফিরে আসবে।—

রাজা। (ধনদাসকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণ-কালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখছি চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এইবারে গেলেম, আর কি? এই দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না! (অসি নিষ্কোষ)

বিলা। (সসম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথা অন্যথা কত্তো পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্তো না হয়, এমন দণ্ডবিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক?—

(নেপথ্যে) মহারাজ?

(রক্ষকের প্রবেশ)

রাজা। দেখ, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা আর তাকে বল্‌গে, যে, এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চুণকালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার। (ধনদাসের প্রতি) চল,—

ধন। (করযোড়ে সজল-নয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ, বেহায়া! আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই নে। নে যা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা। এখনই তোমার লীলা-সংবরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইঁদুর তোমরা সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোখ দুটি যে এত দিনে খুললো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

(নেপথ্যে রণবাদ্য) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ—জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, এক একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন)

মদ। (সজলনয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে।

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে। সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে, মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয়।

দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী এবং মদনিকা।

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাকগে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি?

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

বিলা। ঐ শোন্ লো, শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একেবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্যি না।

মদ। এখন, ভাই. কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রীমহাশয় আসচেন।

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এই ঘোরতর দাবানল হয়ে জলে উঠলো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু, আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। (দীর্ঘনিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুন-সিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

(নেপথ্যে) আজ্ঞা, এই আমরা চললেম, আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে?

(নেপথ্যে) মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ——কি বললে? গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কত্তে আছ?

(নেপথ্যে) উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী-গুলন যুতে ফেল।

(ঐ) আজ্ঞা, এই হলো আর কি?

(ঐ) ওহে বাদ্যকরেরা, তোমরা, ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও! বাজাও!

(ঐ) মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও।

(ঐ রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক!

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়!

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে না কি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা! হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্যেন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি? ধনদাস না?

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ)

ধন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখভোগ করে,

অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মৃগের অনুসরণ কর্ত্তেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো?

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্ন-মালা গেঁথেছিলাম, সেগাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ!

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যাঁ—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ,ভাই, আমি যতদূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) অ্যাঁ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদন-মোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য)

ধন। অ্যাঁ—কাকে বললে ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা।

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই; কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্টবুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো, দেখি, আমি যাকে ভেঙেছি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা, শুনে, ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য!—আমি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওর কাছে, ভাই, আর পীরিতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে? কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এস, সখি, তুমি একবার নেবে এস। আমার ভারী খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর রাজগৃহ।

(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ? অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ

করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে কর প্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গপ্রহার কত্তে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্তে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্তরথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্তে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে——

রাজা। (সরোষে) বল কি সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এ বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! *এ কি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরিদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত?* (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদসাগরের কূল দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো। হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল-মান-রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস। তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়; ও সব পূর্ব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে——

মন্ত্রী। মহারাজ——

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞা, হাঁ, মন্ত্রীর নিকটে সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি *প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণনাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।*

রাজা। অ্যাঁ! বল কি? আহা হা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি?

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজপুতবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সময়ের কথা শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক্, যে পর্য্যন্ত

আমার কায়-প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা——

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে, দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন? দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন দেখি' এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়, কিম্বা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,——

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্ থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্চি না।

বলে। কি সর্ব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম! —এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্তে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়।

(রাজাকে পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু——

বলে। রাম! রাম! আর ও কথার প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি— এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন——

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুলমান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ রাজকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) মন্ত্রি,——

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধ ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখছি রোগ নিরাকরণ করতে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র,——

বলে। আজ্ঞা——

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্‌কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেব-পূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে; কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময় সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা——

রাজা। সত্যদাস! এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিকে যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর! —না, না, না,—এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন, কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি, প্রজাগণের পিতা-স্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁা তা বটে। কিন্তু তা বলে

আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম, সুতরাং অনেক সহ্য কত্যে পারি; কিন্তু——

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপন থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনি আবার সেই শোককে অল্প-জীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতে বোধ হয় না। আর এ বিবাদভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না,—না, (গাত্রোত্থান) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্যে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু-পক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্যে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্য-স্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ—(বক্ষঃ-স্থলে হস্তপ্রদান) হে বিধাতঃ—আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরলা বালা!—আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা! ও মা কৃষ্ণা——আঃ!—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো!—কি হবে? এখানে কে আছে রে?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?—মহারাজ!—এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আন্‌গে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখ।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে? মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। (সচকিত) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল! —একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি পেঁচাগুলো ভুতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে? দুর! দুর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ কদিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, আহার-নিদ্রা, রাজকর্ম্ম, সকলই একেবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ব্বদাই 'হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!' কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিত) ও আবার কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি নন্দী? না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে? উঃ! ও বাবা! এ দিকেই যে আসচে।

(রক্ষকের প্রবেশ)

কে ও? ও। রঘুবরসিংহ। আঃ। বাঁচলেম, আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট!

রক্ষ। চুপ কর হে, এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি? রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্চেন। ভগবান্, শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্চেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহা, মহারাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়! আর রাজকুমার বলেন্দ্রও দেখছি অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার আর সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্ব্বদাই মহারাজের কাছে থাক, তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ-বিষয়ই এ বিপদের মূলকারণ; দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুনতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বলে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ; এ কি আমার কর্ম্ম? হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে?—তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপলাবণ্য-গুণ-বিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্তে পারে? না, না, এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি।

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বল।

রক্ষ। যে আজ্ঞা। (স্বগত) [illegible] অন্ধকারটা হয়েছে; একো না, ভাই, [illegible] জনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ব্বনাশ হয়। আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি? আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্তে চান? অ্যাঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল কি ইহকালেও ভোগ কত্তে হয় না?—মন্ত্রি, তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্তে আমাকে আর অনুরোধ করো না

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ। (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব।

প্রথম। গোঁসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোতঃ নির্গত

হচ্যে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না?

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্!

[সকলের প্রস্থান।

(বলেন্দ্র ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথার আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল; তা না হলে—(নেপথ্যে) বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলে। আচ্ছা, আমি চললেম মন্ত্রি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়! হায়! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার——

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি-অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়।

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ? বিনাশ কর।—কৈ, এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ, বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া)

এই নেও।—এই নেও। (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বন্ধ ভয়ে পলায়ন কল্যেন না কি? (বিকট হাস্য)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত। মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে? —মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—কেন? অ্যাঁ! কি হবে? তবে কি হবে? আমার কি হবে? (রোদন)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ। এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা?— এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?—আহা! আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা! যাকে তুমি এত ভাল বাসতে!—(রোদন) ও কি তাই বলেচ? ও কি?—ও কি? কি কর?—কি কর? এমন কর্ম্ম— ওঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? এ কি সর্ব্বনাশ। কি হবে? এখানে যে কেউ নাই! (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস রে?

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ)

ভৃত্য। এ কি?—কি সর্ব্বনাশ।

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ)

অহ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতী, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই?

তপ। বোধ করি, রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীত-শালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত দরিদ্র রাজা হতো, আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্চে; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন। আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি?

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে। (রোদন)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়য়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীষরূপী বীরপুরুষ একখানা অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীরপুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়্গাঘাত কত্যে উদ্যত হলো, আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে; বলতে পারি না। (রোদন)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয়?

অহ। সে যা হোক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন। আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

(খড়্গ-হস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্তে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এই বিষম ঝন্ঝটে ফেললেন? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না? ইচ্ছা করে, যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয় এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিভ্রমণ) (নেপথ্যে গীত) (স্বগত) আহা! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্যে নীরব কত্তে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন! হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়! বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আসচো! (অন্তরালে অবস্থিতি)

(কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান-বাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করেছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি! একে ত মায়ের প্রাণ, তাতে আবার তুমি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে——

কৃষ্ণা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করে নে যাবে?

তপ। বৎসে, তাও কি কখনও হয়! চন্দ্র-লোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে! যাও, শয়ন কর গে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্য সামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্য অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ! কি ভয়ানক বিদ্যুৎ! যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্চে। আর মেঘের গর্জ্জন শুনলে মহামহা বীর পুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্চে! আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল, প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি, তাদের আজ কত কষ্ট হচ্চে। আহা! পরমেশ্বর, তাদের রক্ষা করুন! হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ-অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্চে, আর কেউ বা আশ্রয়-বিহীন হয়ে বৃক্ষ-মূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস করলেই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয়; আমার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন, পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না, আমার মন যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন)

(বলেন্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ম্ম কত্তে এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্তেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্তে আসছেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনীদেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্যি না। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন-ভিন্ন কত্তে এলেম? এমন স্বুবর্ণ-মন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে? (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখছি, মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই। তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি। (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ! আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণশশীকে গ্রাস কত্তে এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্তে এলেম? (নয়নমার্জ্জন) আহা! মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্ন দ্বারা পরম স্বুখানুভব কচ্যেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা স্বপ্নেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এ প্রাণতুল্য ভাল বাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্তে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহ-নিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় একে যতই খোল, ততই বাড়ে। হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী; হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী! (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কাকা! এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ)

কৃষ্ণা। অ্যাঁ?—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়। কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম।

কৃষ্ণা। কাকা! আপনি একজন মহা বীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা! আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না! আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর।

(রোদন)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে, হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি করো্য এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্যেই——

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে——

বলে। মা, আমি আর কি বলব? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্তে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি

এত কাতর হচ্চোন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে, আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! কাকা, একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপলাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন। জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দন-কাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

বলে। এ কি? এ কি?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার বিরাসনে উপবেশন) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্রি! তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো; কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম যে, মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্তো এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে।—হায়, হায়, রাজকুমার—

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ! মানসিংহ! হুঁ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? কেন? মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আহা-হা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী! তুমি কোথা

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্চোন কেন? পিতঃ, আপনি এই সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন, তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে; কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন। উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে, "কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মত বিদায় দেন। এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! (রোদন)

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না। তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা! এমন জীব নাই যে, বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লিখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেব-প্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। কুলমান-রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না! তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্তো এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার, তাদের সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ ভব-যন্ত্রণা হতে

রাজা। মা মানসিংহের দূত? এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন? কাকা! আমি পিতার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ! আমি এই যাই!—কাকা, আপনার চরণে ধরি। (চরণে পতন) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্তে ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—

আকাশে কোমল বাদ্য)

কৃষ্ণা। জননি! এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন!)

সকলে। এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে? বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, হায়! (রোদন)

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে?—হায়, হায়! (রোদন)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে? এদিকে এই, আবার ওদিকে মহারাজের দশা দেখেছেন। আহা-হা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল। ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

(অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ)

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন? অ্যাঁ—এ যে রক্ত!—মহারাজ, এমন কে করলে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওঁতে কি আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এই কর্ম্ম করেছেন? ও মা! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো? (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার স্বর্ণ-লতার ন্যায় পড়ে আছেন! ও মা কৃষ্ণা, আমি তোর অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে! ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন)

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা!—এসেছো? আমাকে পায়ের ধুলো দেও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা কত্যে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর একবার মনে করো। (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) এ কি? আবার যে মা আমার চুপ করলেন? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ও মা! (মূর্চ্ছা)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন! মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একেবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন——মহারাজ, এ কর্ম্ম কে করলে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে! (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছো? কৈ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মাহবী কোথায় গেলেন, দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও? —গেলে, গেলে, গেলে, তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা। (রোদন)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো? (রোদন)

(অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি)

(তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

তপ। হায়। হায়। কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্ত বিড়ম্বনা? হায়, হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রি, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন? দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন! আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়, হায়!

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা। কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা।

বলে। আহা হা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছু জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময় জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি সহ্য করা যায়! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাকগে। এ দিকের তো সকলই শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।

(যবনিকা-পতন)

গ্রন্থ সমাপ্ত

—পরিচয়—

রচনা-কাল—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

প্রকাশ-কাল—১ম সংস্করণ—১৫ই পৌষ, ১২৬৫ সাল—পৃঃ ৮৪ (১৮৫৯ খৃঃ, জানুয়ারী)
২য় সংস্করণ—সময় জানা যায় না।
৩য় " —১২৭৬ সাল—পৃঃ ৮৪ (১৮৬৯ খৃঃ, নভেম্বর)

প্রথম সংস্করণ পাইকপাড়ার রাজাদিগের ব্যয়ে মুদ্রিত হয়।

অনুবাদ—মধুসূদন কৃত ইংরেজী অনুবাদ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী শর্ম্মিষ্ঠার মুদ্রণ-ব্যয়ের জন্ম পাইকপাড়ার রাজা কিছু টাকা ধার দেন। বিক্রয় মূল্য হইতে এই টাকা শোধ করা হয়।

অভিনয়—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম দিনের অভিনয় সম্বন্ধে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেন, "the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and sheb tears with her. As for my feelings, they were things to dream of not to tell."

পরিকল্পনা—তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন ("নাটুকে রামনারায়ণ") সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে শর্ম্মিষ্ঠা নাটককে পরিবর্ত্তিত করিতে বলিলে মধুসূদন তাহাতে অসম্মত হইয়া বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেন—"I shall either stand or fall by myself.....You know that a man's style is the reflection of his mind and I am afraid there is but little congenality between our friend and my poor self....I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelyhood, be something of a foreign air about my Drama...Remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit..I am too proud to stand before the world in borrowed clothes....Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old [rascals] in the shape of Pandits."

—

"......the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This, I need scarcely tell you, is nothing ; for if the book is destined to occupy a prominent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, every one is learning Bengali...This Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture."

—মধুসূদনের পত্র
১৯শে মার্চ্চ, ১৮৫৯

—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

যযাতি, মাধব্য (বিদূষক), রাজমন্ত্রী, শুক্রাচার্য্য, কপিল (তস্য শিষ্য), বকাসুর, অন্য এক জন দৈত্য, এক জন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগরিকগণ, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা, পূর্ণিকা (দেবযানীর সখী), দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী), নটী, এক জন পরিচারিকা, দুই জন চেটী।

মঙ্গলাচরণ

মদেকসদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।

১৫ই পৌষ, সন ১২৬৫ সাল।
কলিকাতা।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য।

—প্রস্তাবনা—

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুনগো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য-রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষ-বারি পান করে,
তাহে হয় তনু-মনঃক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়॥

—প্রথম সংস্করণ হইতে।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী।

(একজন দৈত্য যুদ্ধবেশে)

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশানুসারে এই পর্ব্বতদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্ত্তী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান হত্যে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয়, তাও নয়;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে গান কচ্চে; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকসিত; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদুমন্দ পবনসঞ্চার হচ্চে; আর কখন কখন মধুর-কণ্ঠ অপ্সরীগণের তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কুর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র-মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজনবান্ধবের বিরহদুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ) অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হোল না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্তে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্চেন।

(বকাসুরের প্রবেশ)

(প্রকাশে) কস্ত্বং?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিতে) ও! মহাশয়? আসুতে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।

বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্‌বো কি? অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ কর্য়ে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একেবারে জ্বলে উঠলেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নবযৌবনমদে উন্মত্তা।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, "রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপ-নগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না।" এই বাক্যে সভাসদ সকলের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল!

দৈত্য। তার পর, মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, "গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্তো উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি।" তাতে মহর্ষি বল্লেন, "সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে?" রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বল্তে লাগলেন, "গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।"

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন।

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্লেন, "রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করা উচিত।" রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, "প্রভো! আমি এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ডবিধান কর্যে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর-পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?"

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, আমার এই ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্লেন, "রাজন্! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি।" মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্লেন, "মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ সুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্র গমন করে, আর- যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?"

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি দিলেন—পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদ্‌গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন, আর বল্লেন, "বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্তো স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দ্দান্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব।"

দৈত্য। হায়, হায়! কি সর্ব্বনাশ!—রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে কল্যে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব, এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয়।

(দীর্ঘনিশ্বাস)

দৈত্য। আহা! কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে? হে বসুর্দ্ধারিন্! একণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন, অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হলো, তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা আর অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্‌তে এসেছি, যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়। দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়। আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে সমুদয় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন?—যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্যেন। ভাই হে। সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে। রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয় এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে, দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি।

(নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ ও হুহুঙ্কার ধ্বনি)

দৈত্য। মহাশয়। ঐ শ্রবণ করুন,—শতবজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো না কি?

(নেপথ্যে) দৈত্যকুল সংহার কর। দৈত্যদেশ সংহার কর।

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্তসমুদ্র ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্যে?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থানে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্যে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুন্‌লে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম।

(শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ)

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারিদিক্ হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসছে; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্যে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি-প্রদানের উদ্‌যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্যে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একেবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হতে হলো? আহা! প্রিয়সখীর সেই পূর্ব্বরূপলাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকসিত হয়, পঙ্কিলজলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আসছেন।

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

(প্রকাশে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীন করেছেন; সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কখন সম্ভব হয়?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা

কুসুমকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না।

(রোদন)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়।

শর্ম্মি। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হলে! হা দুর্দ্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা!

শর্ম্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ, আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে। এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন। (বেদিকোপরি উপবেশন) এই তরুবর আমার ছত্রদণ্ড, ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকসিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী। মধুকর ও মধুকরীগণ গুন্ গুন্ স্বরে আমারই গুণকীর্ত্তন কচ্যে। স্বয়ং সুগন্ধ মলয়-মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?

দেবি। (সস্মিতবদনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচ্যি না। দেখ, সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্য-সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ, আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হত-বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা? (রোদন)

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগতুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করতে দি, আর যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়?

শর্ম্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ-বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি—আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়। তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্‌দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত?

(রোদন)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না। অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবনযাপন করবে?

শর্ম্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম? তা, সখি, আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্যেন, যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশূন্য হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুন্‌লে বোধ হয় যে, যেন তুমি বৃদ্ধা তপস্বিনী, শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্লভ পারিজাতপুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত? অমূল্যরত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখ্‌বার নিমিত্তেই সৃজন করেছ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

শর্ম্মি। প্রিয়সখি। চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্লবদনে এই দিকে আসচেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা "কমলিনী, কমলিনী" বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনীই হই,

তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকসিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার বিবেচনায় তুমি শশধর, আর ও দুষ্টা রাহু। আমি যদি সুদর্শন চক্র পাই, তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মি। ছা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে? ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শন-চক্র হতে নিস্তার পায়। তা সখি! চল, এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেবযানীর এবং পূর্ণিকার প্রবেশ)

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ম্বরা হয়েছেন। ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে। আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবনমোহিনী জলধি-দুহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্র-মধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকসিত হয়ে স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশা-নাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে-ছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সতত‌ই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এর নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রেই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে, কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুন্‌তে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুনতে যে আমার কি পর্য্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখলেম, যে চতু-র্দ্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়ে গমন করতেছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেম, "তুমি কে, আর কি জন্যেই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো?" প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে করতে মুক্ত কণ্ঠে এইমাত্র বল্‌লেম, "মহাশয়! আপনি দেবই হউন বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবামাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্। সখি! বল্‌লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

পূর্ণি। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ললনে, তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।" তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্‌লেম, "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা, আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "ভদ্রে! আপনি ভগবান্ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি, তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন, আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে

জন্য। হে ঋষিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি! যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে তার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্তজন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কচ্চোন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এ জন্মে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগে) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুরভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না।

(রোদন)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদয় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি! তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণমাত্রেই তিনি এ দিকে আসচেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকটে যেন কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসদ্‌বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছ? কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব, এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর; ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্চোন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবনমরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয় ত এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো।

[বিষণ্ণভাবে দেবযানীর প্রস্থান।

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

পূর্ণি। তাত! প্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণি। ভগবান্! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্যবদনে) বৎসে! সমাধি-লব্ধ বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণি। ভগবান্! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্যবদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তই কৌস্তুভমণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস। যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তথাচ বেদ-বিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন, তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি করবো, তার চিন্তা কি?

পূর্ণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে! কল্যাণমস্তু তে।

[পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্তা সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্তা-দায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্তা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপথ।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি? ফলে মহারাজ যে উন্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথম। বলেন কি? আহা! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো?

দ্বিতী। ভাই! সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা! এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহু এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎ কাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদও অতি ত্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন; অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়-তরু জলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে!

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু তাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না।

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্য্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না; দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে? আর দেখুন, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপলাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্যেন।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বললে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা, নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

দ্বিতী। (সহাস্য বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কাম-স্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান। তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী-লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্যেন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বনকুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন,

তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসংবরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ!

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণে, মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা। আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্তে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধ আর মধুর ভাষারূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে?

(কপিলের দূরে প্রবেশ)

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ! কত দুস্তর নদ, নদী ও কান্তার, অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হ্রেষারব কচ্চে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতানিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ; নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকা-সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্চে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত্তন হয়, তা অনুমান করা যায় না। কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, অদ্য পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে, সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত দুই জন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখছি, এদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পারবো। (প্রকাশে) ওহে পৌরজনগণ! তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায়?

প্রথ। মহাশয়! আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন?

কপিল। আমি দৈত্য-কুল-গুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন, আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

[প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি।

দ্বিতী। চল না, হানি কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জ্জন গৃহ।

(রাজা যথাস্থিত আসীন, নিকটে বিদূষক)

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন না কি!

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যদ্যপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। (সহাস্য বদনে) তাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিকের দন্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা-ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়। বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেনু আছে, না আপনি তার দেবযানীনাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে?

বিদূ। বল্‌বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বকছেন তাই শুন্‌ছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

> সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে;
> গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
> হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
> সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
> পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
> হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?

বিদূ। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখ্‌ছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি? (উচ্চহাস্য)

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়-জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) মহারাজ! এ কথা কবি ভায়ারাই বলেন। আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন?

রাজা। আর কি করবো, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) সে কি মহারাজ! বিকসিত কমল দেখে কি মধুকর কখনও বিমুখ হয়?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! আগ্নেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস)।

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে [illegible]ন্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমে [illegible]তুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারি লাভে ধাবমান হলে জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ। যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা। হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি [illegible]ন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর [illegible]ল্যে! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই [illegible] পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ।

বিদূ। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল [illegible]ন না। বয়স্য! বুদ্ধি থাকলে সকল কর্ম্মই কৌ[illegible]ল সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন স[illegible] করে দিচ্চি, যাতে এখনই আপনার [illegible] ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তবে [illegible]র বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদূ। যে আজ্ঞা, মহারাজ। আমি আগত-প্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে, কি

প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ার কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

(এক জন নটীসহিত বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক। (প্রণাম)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদূ। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে।

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন মলয়গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি?

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্তবিনোদন কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী। (উপবেশন)

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল জলদ-তেতলা।

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।
মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত॥
পিককুল কূজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথতাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না।

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার, পাষণ্ড দ্বার-পাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্তো ইচ্ছা করিস?

রাজা। এ কি? বহির্দ্বারে দাস্তিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত কে একজন কথা কচ্যে হে?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হলে আর এমন সুস্বর কার আছে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল।

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ অত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদূ। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধু-মালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ! ঠাকুরের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদূ। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন। হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। (স্বগত) এ মা, বামুন বেটা ত কম ষাঁড় নয়। (প্রকাশে), দূর হতভাগা!

[বেগে পলায়ন।

বিদূ। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না। যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ।

(কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান)

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চো। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে।

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্চো। অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্চো! মহাশয়, একবার রথসঙ্ঘ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, শত শত পতাকা-শ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্চো। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্গীরণ কচ্চো। আবার দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নটনটীরা নানাযন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্চো। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচ্চো, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচ্চোন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন। আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে।

তৃতী। মহাশয়! মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্যদেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতীয়। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্চোন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র; অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজ-মন্ত্রী নয়?

তৃতীয়। আজ্ঞে হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান কল্যেন।

প্রথম। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্য্যটন না করে বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ। আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনই ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশ-মণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্যে আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্চো না? বোধ করি, মহারাজ অনেক

দূরে গমন করেছেন। আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতন-সম্মুখে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ শ্রেষ্ঠ মুনির আশ্রম হতে, স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসন্না হলে সূর্য্যদেবের পুনঃপ্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য) পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অদ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্যে। আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবর-দুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই। আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম। অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধৈক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন;—যদু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ব্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই যে, কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন। আঃ, মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনে উৎসব-প্রকরণ সমাধা করিগে।

[প্রস্থান।

(মিষ্টান্নহস্তে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপ কর্ম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই। এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জ্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি। উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই করে থাকি, তবে যা হোক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হ'তে পারে। এক জন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে। আহা! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দিবে, দাও দেখি? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন। (স্বয়ং ভোজন) ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? ওহে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্ন চুরি বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী হলেম। ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানাদেশ পর্য্যটন আর নানাতীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মত পবিত্রা নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মল সলিলে স্নান করলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যদু কি কচ্যে? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে খোকে কিছ

মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন। মন্দই কি? আপনার উদরতৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহান্ত।

(রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন)

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না। কতবার তো আপনার মুখে সে কথা শুনেছি, তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়। হে অবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম; কিন্তু আমার চিত্তচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্যামী ভগবান, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন কল্লেম এবং চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার। কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোত্থান করে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শর যোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাশন ভূতলে কখন্ যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।

রাজ্ঞী। (রাজার হস্তধারণ এবং অনুরাগসহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি শুভাদৃষ্ট! —তার পর।

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো যে, তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্চো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এইমাত্র বলতো, হে রাজন্! আপনি সেই কূপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্রকন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্চে।

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একেবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম। আমি যে কি শুভলগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। কি হে দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদূ। মহারাজ, শ্রীমান্ নবকুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যিনি দ্বিতীয় কুমার, কিবা তরুণ অরুণ শোভা! আর না হবেই বা কেন? "পিতা যন্ত, পিতা যন্ত"—আহা হা, কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্য বদনে) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও। তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ! তবে আমি বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির কি স্বভাব, তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষি-কন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ! আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্ব্ব অনুপম

রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্যমুখে) তাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী, কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ।

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়। আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েকবার সেইরূপে পতিত হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপ-মাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে।

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্চো?

বিদূ। যে আজ্ঞা। আমি—(অর্দ্ধোক্তি)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্চো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে—(অর্দ্ধোক্তি)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনি যাই।

বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎ কাল বিহার করি, তখন একদিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্তো কত্তো এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চারিদিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে লাগলো, যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকসিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতি ভ্রমে তাকে পূজা করেছেন। পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরম্পরায় শুনেছি, যে ঐ সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা; কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়া আবশ্যক কিন্তু——(অর্দ্ধোক্তি)

(বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃ প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েক জন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্চে! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদূ। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি?

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না। হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

(বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্রগ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শক্র-নামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্তেই পিঁপড়ের পাখা উঠে। এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান।

(বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

বক। ভদ্রে! এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্যেন, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না। (অধোবদনে রোদন)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না। যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি! তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে; আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন এবং আমার জনক জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাঁদের মানস সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমি কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশী।

শর্ম্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তানসন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একবারে বিস্মৃত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো?

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার

মানস-মন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক-জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। (নিরুত্তরে রোদন)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে এখন বিবেচনা করে দেখ। রাজসভা অতি দূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরও আবদ্ধ হও। (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) এ দুরন্ত শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমারই বা দোষ কি! (রোদন) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফললাভ হবে? তা তোরই বা দোষ কি? এমন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই। আহা! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন)।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে বহু কালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি, যে এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডল কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপন-তাপ যেন দেব-কোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকর প্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কূজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান! কিঞ্চিৎ-কাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল; কিন্তু আমি অগ্নি-অস্ত্রে তাদের সকলকে ভস্ম করেছি! (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্চে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি, দেখি। (নিকটে গমন)

নেপথ্যে (গীত)

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা;
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না।
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা!
খেদে আছি ম্রিয়মাণ, বুঝি প্রাণ রহিল না॥

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন একজন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফললাভ হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রেই মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতা-মাতা! হা বন্ধু-বান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। (রোদন)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা। মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো? (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরম সুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্চেন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

শর্ম্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণ-বর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্চে, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমি-দর্শনার্থে আপনার প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্তে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন! আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি, সকলই পরি-ত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি। (রোদন)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজ-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা; কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য। (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি! রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনর্ব্বার দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্চো?

শর্ম্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন!

রাজা। হে মৃগাক্ষি! তুমি যদি মন্মথমনো-হারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে, এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্চো?

শর্ম্মি। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্ট-ভাষী! হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একেবারে বিরত হলে?

শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর একজন পরিচারিকা মাত্র, তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি! তুমি সাক্ষাৎ রাজ-লক্ষ্মী। যা হোক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মি। হে নরবর! আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণিগ্রহণ কর।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোর মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) হে নরনাথ! আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিক্‌পালগণকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ কল্লেম, (হস্ত ধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হলে।

শর্ম্মি। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্র-স্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা ত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অদ্য আমার কি শুভদিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী-নদীতটে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন হতে তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্টসিদ্ধি কল্লেন।

(দেবিকার প্রবেশ)

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি শুক্রকন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো? (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্চোন। আহা! দুইজনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে। যেন কমলিনী-নায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাবে পরিতুষ্ট কচ্চোন।

শর্ম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হলো! মহারাজ, আমি এতদিন চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই?

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রেই বিজয়ী। এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমল-কাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হলেম।

দেবি। (করযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজ-মুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হলো।

শর্ম্মি। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবি। রাজনন্দিনি, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্তো নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষ-বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্চোন, তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাসুর?

শর্ম্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রাচীন দৈত্য। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণে আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি একজন মহাবীরপুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকা-দের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা বললে না কি? কি আপদ্! প্রিয়বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন। ছি! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়, তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্চো, তা বলা দুষ্কর। এই দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই। (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি? তা না হলে আমার মস্তক-প্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্চোন, এর কারণ কি? যা হোক, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিক দল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানাদিকে ভ্রমণ কচ্চ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বঁড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে, তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্প-স্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত

কর্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্তিমান মন্মথ নই, তবু আমি নিতান্ত কদাকার, তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব আর আশীর্ব্বাদ করবো; এই ত জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না—বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হ'তে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে। হা বিধাতঃ, এ দুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব?

বিদূ। সে কি মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুল-চিত্তে কোন দিঙ্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায়বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমিও সেইরূপ এই অপার বিপদসাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসা জানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কচি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবন-বিখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?

রাজা। আর কি বলব ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদূ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাদিগের উদ্যানে ভ্রমণ কত্যে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা তথায় উভয়ে ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ। বয়স্য, তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বললেন, "হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না।" এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় কোমলবাহু আস্ফালন করে বল্যে, "আমরা কাকেও শঙ্কা করি না। তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও,—তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্ত্যেন।"

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য! তারপর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের ন্যায় একেবারে ঘূর্ণায়মান হ'তে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা করলেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করি! (দীর্ঘ-নিশ্বাস)

বিদূ। বয়স্য, আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই, করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভৎর্সনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্‌দেবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেম না; কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চির-বাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশ-মণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভি-মানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্পশরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যদ্যপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্জলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস্, যার সহিত তুই মর্ত্তে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদূ। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ-সংবরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্চো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই! তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা! যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধবশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন।

রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি ভাই!

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবন-বেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাকগে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীর নিকটস্থ যমুনা নদীতীরে অতিথিশালা।

(শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ)

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মাহাত্ম্য, মহাতেজাঃ, পরন্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী?

কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী বাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী।

কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরমধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস! বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই, এবং তাঁর যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যই ত আমি এ দেশে আগমন করেছি, কিন্তু অদ্য ভগবান আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভো, যথা ইচ্ছা।

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণিগ্রহণ কালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে, তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি।

(বৃক্ষমূলে উপবেশন)

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ)

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি। আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই!

দেব। সখি! এই নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে কে আমাদিগকে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল শুকয়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে, তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্‌গামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কালযাপন করুক, তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনবো, তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্য-ভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, দুঃশীল, দুষ্ট-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাকে বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অতি যত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্জলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দাহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর এই কি উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই-ই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষিকন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত।—(অর্দ্ধোক্তি)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ!—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

পূর্ণি। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন? ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন তো! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি করবো? এ অপরিচিত স্থান; বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাসদাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে। আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্যে না?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে, আর কি জন্যই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্যো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণি। মহাশয়! এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চৎ কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি।

[প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুরস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা—(পুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে, এই যে নবপল্লবগণ মন্দ মন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্‌তেছে। তবে আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এই নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্ত হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্দ্ধোক্তি)

(পূর্ণিকার পুনঃ প্রবেশ)

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাত হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজা ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছ?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি—হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) পিতঃ! বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন)

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছ কেন? এত যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমাকে দেখ্‌তে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হর্ষে বিষাদ

উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এখানে এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন)

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দৈব! (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবান্, আপনি দেব-দানব-পূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সে ও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখবো না।

শুক্র। (বিষণ্ণ বদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি বল না?

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমি বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এই নিমিত্ত এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী যন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনই আমি জানি যে, এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ে বিবেচনা উচিত ছিল।

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন।

(পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে, আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনা সলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও ত সামান্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিসম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন, যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত। আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধি হয়;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।

[দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান

(শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ)

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু দেবযানীর

তাব চিরকাল সমান রৈল। এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী
ি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা
র? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি
মি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর
দি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে
পহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা করবে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার
ৎর্সনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি
পেক্ষা আর প্রিয়তর অমূল্য রত্ন কি আছে
ল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)
খি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে
আমি রোদন কচ্চি, তা তুমি ভেবো না। দেখ
খি, আমার কি দুরদৃষ্ট! কি ছিলেম, কি
লেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা
ক বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি
একেবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি। (দীর্ঘনিশ্বাস
পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন
না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো?
খি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে,
সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুল হয়, প্রাণনাথবিরহে
আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে। (অধোবদনে
রোদন)

দেবি। রাজনন্দিনি! তুমি এত ব্যাকুল
হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে
আসবেন।

শর্ম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা
প্রবোধ কি আর মনে মানে? (রোদন)

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছুমাত্র
ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার
প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও
তার প্রাণেশ্বরের বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী
যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ
ক্ষণকাল সহ্য করতে পার না?

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে
আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশধর চিরকালের নিমিত্তে
অস্তে গিয়েছেন? হায়! হায়! আমার বিরহ-
রজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন)

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ
দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত
ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে
সর্ব্বদা রোদন কচ্চে।

শর্ম্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি,
তুমি বরং গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্বনা
করগে। আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু
থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী
ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন
কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর
অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে
কালযাপন করে থাকে? বরং নির্জ্জন বনে প্রবেশ
করে একাকিনী ব্যাকুল চিত্তে ক্রন্দন করে,
এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে
তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পায় না।
সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয়
সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে
মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী
কোথায় গেলেন না? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত
করা কি আমাদের সাধ্য?

শর্ম্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও।

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে
একাকিনী রেখে আমি কেমন করেই বা যাই;
কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার
বিরহে আমার এ দগ্ধ হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে,
তা আর কাকে বলবো? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে
প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত
পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে
দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে
কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্,
তুমি দরিদ্রকে অমূল্যরত্ন প্রদান করে, আবার তা
অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত
পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে তাকে ঘোরতর
গহনকাননে এনে দীপ নির্ব্বাণ করলে? (বৃক্ষতলে
উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত
শত ক্লান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত শত জন্তু
তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ
করলে সুশীতল ছায়া দ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর;
তুমি পরম পরোপকারী; অতএব তুমি ধন্য! হে
তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান

করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে কান্ত, এক্ষণে এই অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল? হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দমলয়-সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বই ত নয়।

(গীত)

ঝিঝোটি—তাল মধ্যমান।

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়াছিলেম যথা পুরুষ-রতন।
সেই পূর্ণ-শশধর, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেইমত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই কুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখ লাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? জলদের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকল রবে প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে বিস্মৃত হলে? যে সুখভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হলেন! (অধোবদনে উপবেশন)

(রাজার একান্তে প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবর-সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশস্যপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্চে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন) মহিষীর অন্বেষণে নানাদিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাব? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম! আহা, সে দিন কি শুভদিনই হয়েছিল।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে হারালেম! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জাবোধ হয়!

শর্ম্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ্য করেছো?

শর্ম্মি। জীবিতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখনও স্বর্গলাভ হয় না।

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্ম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ! তবে আপনি অতি ত্বরায় এ স্থান হতে গমন করুন, কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মি। প্রাণেশ্বর! আপনি এমন কথা মুখে আন্‌বেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছে, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মি। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন।

শর্ম্মি। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি এই মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এতদূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্তে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না; আমি বালকগুলিকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদরপোষণ করবো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমা অপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার—(স্তব্ধ)

শর্ম্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একেবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমারও সেইরূপ—(ভূমিতলে অচেতন হইয়া পতন)

শর্ম্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? হা রাজকুলতিলক!

(দেবিকার পুনঃ প্রবেশ)

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে—(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ পূর্ণশশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্চে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর। আমি, মাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি। এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না। চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্ম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি! রাজান্তঃপুরে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয়বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট শুনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ-কি?

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো!

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন, ব্যাপারটা কি?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে?

[রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া! তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) আর কি বলবো? এ কালসর্প—(অর্দ্ধোক্তি)

বিদূ। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্পই বটে। মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধন্বন্তরিই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্তে ভীত হন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জানতে পাল্যেন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনা বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্যেন, বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি পরামর্শ দেন।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আর আমার জীবন থাকার ফল কি? মহারাজ, আপনাও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে, তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ)

পূর্ণিকা। রাজমহিষি, বৃথা আক্ষেপ করেন কেন? যে কর্ম্ম হয়েছে, তার আর উপায় কি?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম, পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? (রোদন)

পূর্ণিকা। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন, আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন।

রাজ্ঞী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যেম! (রোদন)

পূর্ণিকা। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই, তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন! এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন,—"প্রেয়সি! তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রইলো! (রোদন)

পূর্ণিকা। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ ভার্গবের নিকট যাই। তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?

[রাজ্ঞীর হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়-সম্মুখে।

(বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

বিদূ। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্য-দেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষসকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানার সর্ব্বনাশ করবে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদূ। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান-আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না। যদি আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি, তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্যবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে, তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্যেন, আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্ত মুক্তা-ফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্যে।

বিদূ। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান। (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখছ, এটি সময় নির্ণয় কত্তো ঘটীযন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখছি নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশ্যে) সে যা হৌক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদূ। (সহাস্যবদনে) ওহে, আমরা উদর-দেবের উপাসক, অতএব তার পূজা না দিলে

ত, যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যক?

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গো-ব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদূ। বটে? তবে ভালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গো-ব্রাহ্মণ দুয়েরই সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন।

বিদূ। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে নাকি? এ কি? ব্রাহ্মণ-সেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে?—হা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হৌক মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটি শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখে দুঃখে একেবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয়সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর ঋষিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতা-স্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, "আমার বাক্য ত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলছি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহ্বান করে বললেন, "হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্যি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এই জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ

স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জ্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্ত করো।"

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বললেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্লেন, "হে পিতঃ, জরারোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছুমাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এক কালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! অতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাঁকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন যে, তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ পুত্রের এই ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হলেম, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, "পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ কত্যে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে?" মহারাজ পুত্রের এই বাক্য শুনে একেবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কা[illegible]বন্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধ থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হতে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করলেন, এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়!

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো, রাজভবনে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্চি, আর অপেক্ষা করবো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজ-সংসারে কোন খাদ্যদ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন?

(নটী ও মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

(সচকিতে) আহা হা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখছি তৃষ্ণা না এগিয়ে জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনি হয়। (নটীর প্রতি) ভবে ভবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন?

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি জান? আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা। তা তুমি যখন এসেচ, তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি, এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি।

বিদূ। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেইখানেই রাজসভা। আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! (নৃত্য)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামুনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ, তা বৈ কি? (নৃত্য)

নটী। কি উৎপাত!

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর। ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি?

দ্বিতী ঐ। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, চল আমরা যাই।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজসভা।

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক,
পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

রাজা। অদ্য কি শুভ দিন! বহু দিনের পর ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্ত্যে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকে তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

(গীত)

রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা।

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলি বিরাজিত সুধাকর॥
পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক,
ত্রিশূলধারক ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
পদাম্বুজপূজিত, পরাৎপর॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্চ্যেন। (সকলের গাত্রোত্থান)

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী
ইত্যাদির প্রবেশ)

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হৌক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্র হলো, বসতে আজ্ঞা হৌক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বসুন। (সকলের উপবেশন)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হৌক। (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি! তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠাদেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশে প্রধান হবেন, এই জন্যই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হৌক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্ত্যে পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নী-তনয় পুরুর সম্মানবৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না, জগৎপাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম। বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্ত্যে কে সক্ষম?

(শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত
মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি, আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি, তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম। যেমনি অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বৎসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্বশৃঙ্খল হতে মুক্তা হলে, আর দুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা একেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্যমুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহোদরার ন্যায় এর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহমমতা করবে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজ্ঞী। সে যা হোক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য একবৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত।

(আকাশে কোমলবাদ্য)

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশকরণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি)

বিদূ। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্তো কত্তো সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন, মলয় মারুতের স্পর্শসুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে নেচে নেচে আসচে।

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর-তরঙ্গে তদ্রূপ প্রবমানা হয়ে এদিকে আসচে।

(চেটীদিগের প্রবেশ)

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চির-বিজয়িনী হউন। (নৃত্য)

রাজা। আহা, কি মনোহর নৃত্য। সখে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। হে রাজন্, এখন আশীর্ব্বাদ করি, যে তোমরা সকলে চিরজীবী হয়ে এইরূপ পরম সুখে কালযাপন কর এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক সুখের চরমলাভ অদ্যই করলেম।

যবনিকা-পতন

ইতি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত।

মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—দেড় টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রা
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলি

—পরিচয়—

।। কাল—সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ খৃঃ।

াশ কাল—১ম সংস্করণ—১২৬৮ সাল (১৮৬১ খৃঃ)

৩য় সংস্করণ—১৮৬৯ খৃঃ, আগষ্ট

 ব্যয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহন করেন।

নয়—

। শোভাবাজার নাট্যশালা—৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খৃঃ

। জোড়াশাঁকো নাট্যশালা—

। ন্যাশনাল থিয়েটার—২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ

। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার—২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ

রণা—মধুসূদন বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়-নৈপুণ্য ও নাটকীয় দোষ-গুণ-বিচার-শক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন। কেশব বাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন..."রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান্ পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থ রচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন।

'তাংশ—"......Set Jotinder Buboo (মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর) to write the songs. He is sure to do justice to the play.—Don't depend upon me, far I am going to plunge deep nto Heroic Poetry again."

—কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট মধুসূদনের পত্র

কল্পনা—"In Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* Characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry."

* * * *

"I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character...But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will."

—মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে।
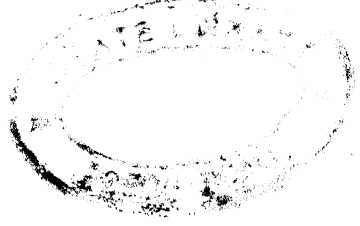
পাত্র-পাত্রী

ভীমসিংহ	...	উদয়পুরের রাজা।
বলেন্দ্রসিংহ	...	রাজভ্রাতা।
সত্যদাস	...	রাজমন্ত্রী।
জগৎসিংহ	...	জয়পুরের রাজা।
নারায়ণ মিশ্র	...	রাজমন্ত্রী।
ধনদাস	...	রাজসহচর।
অহল্যাদেবী	...	ভীমসিংহের পাটেশ্বরী।
কৃষ্ণকুমারী	...	ভীমসিংহের দুহিতা।

তপস্বিনী, বিলাসবতী, মদনিকা, ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

—পরিচয়—

রচনা ও প্রকাশ—

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ১৮৫৯ খৃঃ জুলাই-আগষ্ট (১৭৮১ শকাব্দ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায়) ১ম ও ২য় সর্গ রচিত প্রকাশিত হয়। কবি নাম প্রকাশ করেন নাই।

প্রথম সংস্করণ—১৮৬০ খৃঃ, মে—ব্যাপ্টিষ্টমিশন প্রেস হইতে ৪ সর্গ একত্রে প্রকাশিত—১০৪ পৃঃ।
দ্বিতীয় সংস্করণ—১২৬৮ সাল—সংশোধিত ৯৯ পৃঃ।
তৃতীয় সংস্করণ—১৮৭০ খৃঃ, ১৩ই সেপ্টেম্বর।

অনুবাদ—

১৮৭৪ খৃঃ, আগষ্ট মাসে মধুসূদনের স্বকৃত আংশিক অনুবাদ (ধবলগিরির বর্ণনা) শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "Mookerjee's Magazine" পত্রে মুদ্রিত হয়।

ছন্দ—

এই কাব্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা হয়। প্রথম সংস্করণের মঙ্গলাচরণে কবি লিখেন—"আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।" এই ছন্দের জন্য "পণ্ডিতগণ" প্রথমে ক্ষুব্ধ হইলেও কবি জীবিতাবস্থাতেই উপলব্ধ করেন—"Even the stiff old Pundits are beginning to unbend themselves..Blank Verse is in the 'go' now..I say "*Sub* Blank Verse *ho jaga*".

নাটক রচনা করিতে গিয়া মধুসূদন বুঝিতে পারেন—" No real improvement in the Bengali Drama could be expected until Blank Verse was introduced to it."

কবির পরিকল্পনা—

"Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy...I began the poem in joke and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good life"... I even go to the length of believing that our Blank Verse 'thrashes the Englishers' as an American would say! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other ?"

"You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular 'Heroic Poem. I never meant it is such. It is a story, a tale, rather heroically told,"

"The want of what is called 'human interest' will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans."

"There is not a single line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer."

—মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে।

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু—

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি—

গ্রন্থকারস্য

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

—:•:—

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজী, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র, কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরিশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন ঘনে বহেন পবন,
মহাকোপে জররূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী !
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !

দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর-দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্-সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশির-বিন্দু, মুক্তাফলরূপে ।—
কহ, সতি ; কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি,—
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগরবিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী !
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা ?
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন সুখের সদন ?
কোথা পারিজাতফুল, ফুলকুলপতি ?
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা

চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধর-দল ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ।
যার ক্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা,
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে !
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ?
কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবা
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন—আনন্দময়ী দেবী
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন সদা প্রবাহিণী কলকল কলে ?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-বিভব !
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-মহিমা !

দুর্দ্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত-মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম অঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন, তার আভরণ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড দিতিজ ভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্ প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী ;
মদকল মগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরব রবে ত্যজি বনরাজী ;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিকে ;—
মহা কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন তাড়নে।
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সময়ে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ! পালাইয়া বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
জরজর কলেবর দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্ব অন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল !
হায় রে, যে রতির মৃণাল ভুজপাশ
(প্রেমের কুসুম ডোর,) বাঁধিতে সতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।

সুন্দ উপসুন্দাসুর সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্ব-ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইয়া জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে
কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি

হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে, বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে
মহৎ-জনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে—মান বাঁচাইতে।
    যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি-নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি! মহারথী বসিলা একাকী ;—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল-চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশৃঙ্গীর কেশরী
শিখরি-সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে।
কনক-নির্ম্মিত ধনুঃ—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বত-শিখরে
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে। শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে।
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ।
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান!
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
তুষেন রজনী-সখা স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে!
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দগতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ চক্র-রথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজকার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সম্মুখে! মুদিলা আঁখি কুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলা তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে!
মৃদু হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সবঃ
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির-যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী রজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণ-কমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।

    আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীমপাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
আগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্র রথ, খুলি সুকমল করে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার। আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি।
মৃদুমন্দ গন্ধবহ বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি ;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুত্তলীর দল।
হেরি অশ্রুরাশি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—

কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা ?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি ! এ কি সাজে লো তাঁহারে ?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী-তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে ।"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা ।
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্নতার বীণাসম নীরব রসনা ;—
অয়ে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি !
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর-গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া ।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে ;
কহ, তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে ।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে ।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ায় পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে কৃশোদরী ;
যেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ায় নন্দন ;
মায়ায় উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাবুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে ।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক-উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ ।"
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ-চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইয়া প্রাণপতি মদনের গলে !
নীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যার যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, হেরিলাম আজি !
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে !
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল, বৃথা হেথা এবে ।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;
"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি ?
দেবেন্দ্র-রমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী ।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহ-বিধুরা,
ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব ।"
"যাও" বলি আদেশিলা শশাঙ্করঞ্জিনী ।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে ।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা !
যুগল কমল যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে !

৩২ । শশাঙ্করঞ্জিনী—রজনী ।

ধবলশিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে।
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন ক্রুদ্ধ পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ
উঠিল অম্বরপথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথিসহ স্বর্ণচক্র-রথে
উদয়-অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রজনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে,
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি-মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ?
রবিচ্ছবি-পানে, দেখি, কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ-যুগল শোভে মেঘবর-শিরে
নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ-রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে
পূজা! ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে।
অনন্ত-যৌবন দেব বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুর মাসে
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ।
অলিপংক্তি—রতিপতি ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল-নয়ন-যুগোপরি মধু আশে
নীরব।—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন ?
পদ্মরাগ-খচিত পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চলে জলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
যে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে কামকেতু যথা যবে কামসখা

বসন্ত হিমান্তে তারে উড়ায় কৌতুকে।
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘ সনে,
আইলা অম্বর পথে মৃদুমন্দগতি
নীলাম্বু সাগর মুখে নীলোৎপল দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশবযাসনা
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে!
হায় ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
জরে রে বিকট কীট নিদারুণ শোক
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম হায় তুই দুরাচার
সর্ব্বভুক্ ? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী শচীশ্বরী! চল, ঘনপতি!
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি।
আইলা পৌলমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে ;—কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর-নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
বুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ভূলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পাদদেশে। এ কি চমৎকার ?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।

উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ-গতি
ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে। বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজতস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্রে মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল। কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে।
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর;
কামিনীর বিধুমুখ-সীধু-সিক্ত হলে
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজিখেলা;
অরে রে বিজন, বিন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দুপদ-অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া
মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীল কণ্ঠে নীলকণ্ঠ ভব?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল। অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চমকি! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু; মৌল—মধুক্রম;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃ-সুধাপানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা। কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন!
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেখি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমুল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষতদেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী

শোণিতার্দ্র । দুইগুরী, তপোবনবাসী
তাপস ; শল্মলী, শাল, তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর ; নারিকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে ।
গুবাক ; চালিতা ; জাম, শুভ্রধররূপী
ফল যার ; ঊর্দ্ধশিরঃ তেঁতুল ; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন । বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে ।
খর্জ্জুর, কুন্তীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ । সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে ।
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হ'রি
নাচেন যুবতীসহ । শমী—বরাঙ্গনা,
ঘন-জ্যোৎস্না । আমলকী—বনস্থলী-সখী ;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য । আর কত কব ?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
রুণু রুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল ;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হ'তে
বরষি পূজিল শুদ্ধে রাঙা পা দুখানি ।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙা পদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে ।
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহার উপর তরু-শাখাদল মিলি
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে ।
চারি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা :
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,—
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেত ভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা ।
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী-যৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর । ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে কনক-পুত্তলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা । কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদি'ছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর । কার হাতে শোভে
স্বর্ণ-থালে পাদ্য, অর্ঘ্য, কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা ।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে চলি ;

কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরষিছে সুমধুর ধ্বনি ;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
ডম্বুরা ! অম্বর-পথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে ! হেরিয়া শচীরে ;
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।
"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা !
অমরাপুরী-ঈশ্বরি ! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি ! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি অচল হরষে !
শৈলকুল-শক্র, শক্র, তব প্রাণপতি ;
কিন্তু যুথনাথ যুঝে যুথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে ! যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে !"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতুহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, বায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর-উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদশব্দ—চির-পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে !
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেমরসে !
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী ঊষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুল-কুলে।
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী,—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?
কিন্তু এবে, হে রমণ। হেরি বিধুমুখ,
পাসরিল দাসী তার পূর্ব্ব-দুঃখ যত !
কি ছার সে স্বর্গ ? ছাই তার সুখভোগে !
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি ;—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয় অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা !" কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল-বারতা !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরী ?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণসখ, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ।
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,

ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা।
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল মোর সাথে।"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে ; গম্ভীর নিনাদে
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেব-দম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধি-সহ সুধা বহি সযতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে ধবলশিখরো নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু হে সারদে, দেবি, বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি। কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে,-শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি।
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুত-আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল স্বয়ম্বরা রূপবতী—
বেড়ে তারে,—অনঙ্গের পঞ্চশর-শরে !
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি। চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা-সীতানাথে।
এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ;
শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ মুরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে ; চমকিল জগত। বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে। চলিল বিমান ;—
কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রত্নদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদ-বাসন,
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির-বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্ম্যে—দিবানিশি, যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে

ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
নারী-অরবিন্দ-সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে ; যথা বহে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
 এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উত্তরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময় মনোহর পুরী
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুল-ধ্বনি,
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিতে অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি
স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দ পদে ;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে।
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
 এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত-কনক-দীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
[illegible]

প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যার—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে।
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে,
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিল আঁখি! রথ-চুড়াশিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে ; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সুতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল ; মহাভয়ে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
প্রবাহ। আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে ;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল ;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু-কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
 অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময় ; তাহে জ্বলে আদিত্য-আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেব-সৈন্যদল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বারদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ? তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে

সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহাডরে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে। অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্রনখে
শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি। হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর বীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে!

এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি। মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন;
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গবর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে।)
কহিলা সুমন্দ স্বরে;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে!
শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে!
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস আশে, যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"

এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি,
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।

হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয়; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বামকরে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল, রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,

বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্কণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে ;
ভালে জলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
বিঁধিলা (অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ-হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখিবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেবসেনানী ; আইলা
পবন সর্ব্বদমন ;—আর কব কত ?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাঞ্জনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি খদ্যোতের ব্যূহ-প্রতিসরে
ঘোরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে !
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে ! হায়, এ কার্ম্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বামকরে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষঃ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে
রোষী ;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা ;—যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে ;—
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে,—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর ? অমৃতপানে মোরা
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ?
জ্বলুক জগত ! ভস্ম কর বিশ্ব ! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি ! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে ?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন !
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন ?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে

অমর ? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে ? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জনমাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর! দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল।
ভাঙিল পর্ব্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
তরী ; ডরে মৃগরাজ, গিরি-গুহা ছাড়ি
পালাইল দ্রুতবেগে ; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা।
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয়-সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—
"জয়-পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার ? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে
ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার! আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে ?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে ?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি
বিধির এ বিধি কেন ? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে ;
অনাদি অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে ? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর-কম্বুনাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
"সম্বর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি!
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
অধীন যে জন, কহ স্বাধীনতা কোথা
সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি ;
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপতি!
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন
তিনি বিনা ? হে অন্তক বীরবর, তুমি,
সর্ব্ব-অন্তকারী কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজ,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে
তুমি, জলঃস্রোত যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।

অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"
  তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে!
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা কুসুমরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে,
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমন) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?"
  কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে? দিতিজ-বৃন্দ অধর্ম্মেতে রত;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ!
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারী,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপুভস্ম-কর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর সমাজে
তাঁহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে!"
  এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি
বজ্রপাণি, "এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
  বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপন-সুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম জগত-বাঞ্ছিত।
  তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্‌গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে!
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
স্বস্তনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!

উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ ; ধরি গদা করে
করি-পৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিল।
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে !
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ।
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর ; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে। সুর-সৈন্য সাজিল নিমেষে
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহ-ব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রভিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষি,
দেবকুলেশ্বরী ; যথাসাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে, মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরতের শশি,
হেরি তোরে রাহু-গ্রাসে ? তোরে রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উত্তরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত-বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুলসহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি, হায়, কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপ-মাধুরী, ও স্থির-যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী !
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী ;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারুকূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনী-কাননে !
আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিচ্ছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !

বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায় নীরব গো আজি
বিষাদে ! আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল।
আইলা উর্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)

অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে।
আইলেন মেনকা; হে গাধির নন্দন
অভিমানি যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি,
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক!—ত্যজি ব্রজ ব্রজ-কুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনা গোপিনীদল যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবেকাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদু গতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফলছটা?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া। তরুরাজি-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহরে। সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী। কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে। চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অদ্ভুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে!
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব। কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দসম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষঃস্থলে হেম-কমলের দাম;—
নাচে সে কনক-দাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা। কাম—হায়, বিষম অনল
অঙ্কুরিত!—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল। ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক। দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত। মোহ—কুসুম-ডোর,
কিন্তু ডোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর। মায়ার অজেয় নাগপাশ!
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর। মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুঃখে
গরলকণ্ঠ!—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনকুলে, কীট যেন, নাশে

সে স্থলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, মদচয় যথা
ভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে।
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশদল মনের বেদনা
মহানন্দে। ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল; কেহ ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম-তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময়; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম, কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদ-বসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত-পাবনা,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি।
"হে মাতঃ,"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ—তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"
শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসন পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরী,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তি পানে চাহি,—
চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা; তোমা বিনা
এ হৈমকপাট, সখি, কে পারে খুলিতে?"
"খুলি এ কপাট আমি বটে; কিন্তু, সখি",
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি; সদয়-হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে।
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী।
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেণ অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাম্বে বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপলদল যেন মহেশ-উরসে;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা।
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম সুরদল,
অমনি শচীরমণ-সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
জুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা;—
"হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু! সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দৈত্যারি,

লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে, পশি কুসুম-কাননে
সর্ব্বভুক্‌। রাজ্যচ্যুত পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রয়-আশায় —
হে বিভো, জগৎ-যোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি,
অনাদি। হে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"

এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ;—"এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ-উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে, ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?"—

এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে।
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাবে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবনদান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে।
প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা। সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া।

তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,
প্রফুল্লবদনা, যথা কমলিনী যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিক্‌পালদলে, যথাবিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হ'তে।

"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী ;—
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"

"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী",—
কহিলেন আরাধনা মৃদু মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও, আমি তব
বশীভূতা। শশী যথা, কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে।"

বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল-কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরাব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধর
ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ ! হেম বৃক্ষমূলে,
রঞ্জিত কুসুম-রাগে—বসিলেন সবে।

কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে।—
ধায়ে রড়ে ;—বিধির বিধান বোধাগম
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ?
বিচার করহ সবে, সাবধানে দেখ।
কি মর্ম্ম ইহার ! হ্রদে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি"।—

উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।

বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিজ্ঞার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম বল-সব"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন;—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে মধুচিসূদন শচীপতি।"
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদুস্বরে;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি;
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি, রুষিবে অমনি
উভয়; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথিকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে,
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে

বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র! আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে। অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি হস্তি, হায়, মন্দমতি!
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা, লোভী বিভাবসু।"—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি!
অর্থে লোভ, লোভে পাপ, পাপ নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে ধনপতি?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে।
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি?
কেমনে হইব পার অপার সাগর?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সময়ে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব। সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে।

যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
যে অপাঙ্গ-বিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া ;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে।
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে। কি আর কহিব,—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে।
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে?—
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পিকুলরাজে।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ;—কাঁপিলা বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে।
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিল—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে।
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির পালয়ে।
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল সুরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ-দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকরা তারা,—সুখে মন্দগতি।
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইলা অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী।
মুদিয়া নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে ; বাসুকির শিরে
কাঁপিল ভীরু বসুধা ; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা চির-বৈরি হেরি ;—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সব পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূতনাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎ-কুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থানে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থানে কালাগ্নেয়-প্রাচীর বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদারিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন-ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,

তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
গরবিনী ধনী যথা—মন্মথমোহিনী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে
জিতেন্দ্রিয়া। কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারিদিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে;
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি
রোধ তার। বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিনী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎ-প্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈমগৃহাগ্র অযুত
জোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়। প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।
পাই সোহাগায়, সোনা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল সলিল-
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয় তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, শুনি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে তোমা,
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে।
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে।
এই দেখ সুমেখলা; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার?
এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে
উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি। এই দেখ, দেব, সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওর নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি। এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ!—
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি;
কি ছার ইহার কাছে, বনস্থলী-কানে
পলাশ,—রমণী মনোরমণ ভূষণ!
আর আর আছে যত কি কব তোমারে?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;—
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন?
বিশ্বোপান্তে তিমিরসাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা।
হায়, দৈত্যকুল এবে প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর! অমরেন্দ্র তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর; তেঁই আমি আইনু সত্বরে।
চল, দেব, অবিলম্বে; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ!
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তুমি,

সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে ? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে ?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে ? এ কি অদ্ভুত কাহিনী !
কোথায় হইল রণ ? কিসের কারণে ?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ পাবক
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে ?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহাকোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল ? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু, ধাতা, জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ ঐ পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী,
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি ;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"

উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা কহিতে তোমারে,
শিল্পিবর, চল, যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ মুখে কব, হায়, আমি
সিংহ-দল-অপমান শৃগালের হাতে ?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে !
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে !"

এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পী গুণি !
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী ?"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা ;—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া করপুটে প্রণাম করিলা
যথাবিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পি ! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম ! স্বাগত, দেব,—শিল্পি-চূড়ামণি !
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী !
ধাতার আদেশ এই শুন, মহামতি !
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোহিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি।

বিদ্যুতের রেখা যেন লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুর্দ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে; গজ-মুক্তাবলী,
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া।
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুচ্ছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর; নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানারত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে; এ সবারে ত্যজি—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু।
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অদ্ভুত সকারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা মূর্ত্তিমতী!
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে। মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে।
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনী, অম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পী গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে।

হেনকালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে) যথা অমরারি
সুন্দ-উপসুন্দাসুর; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁইনাম রাখ তিলোত্তমা।

শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে।

ইতি তিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে তিলোত্তমা-সম্ভবো নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ-বিহঙ্গী যথা আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন—যতনে ধরি শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু, ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি, বিনা অতুলা জগতে।
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে।
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি !—
ধিক্ সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ-কাছে !

মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল। শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
বিকট ; অশেষ-দেহ শেষের যেমনি।
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক-তেজঃপুঞ্জে উজ্জলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নিরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন-বনে !—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিংবা করিযুথ মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?
পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলীরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে।" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি ;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে ? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।"

হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেবসৈন্য-পানে-চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ;—"হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর। হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্ব কারি !
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ !
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্বজয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে

গতি, পশে যথা মদকল করী
বনে, নলদলে দলি পদতলে।"

শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
কাষি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
তে, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী।
টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে; লোফে শূল শূলী—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে!
ঘোর রবে গরজিলা গজ, হয়ব্যূহ
মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!

হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—

"কি কারণে এ নিবিড়-কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল; খরতর-করবাল-আভা,
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী;—
নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত, অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত!"

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তর ছলে কহিলা কৌতুকে;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারিদিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।"

সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত?"

উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ;—
"ভকত-বৎসল বিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি-দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলা;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্ম মৃত্যু, দৈত্য! দিবস-রজনী—
এক যায় আর আসে, সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"

'তবে যদি'—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—"
'তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, ভিক্ষা দেহ তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।'

'ওম্' বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিলা স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে;—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।

কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এইমতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিক্ষোভ কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবনমোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিলা কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারিদিকে; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমন
নিশা-অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারিদিকে; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখা বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।
অঙ্গনীকে রক্ষাহেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
সময়ে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে;
মলয়-নিশ্বাসে কভু; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে রামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন-কাননে।
শিহরিল বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়। বনদেবী যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ার গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আত্মাশক্তি মহামায়ে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভঃস্থল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারিদিকে শ্যাম তট তার,
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ,
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে।
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন। মৃদু-মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(কান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি রামা চাহি সর পানে,
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে। "এ হেন রূপ"—কহিল রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি

বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায়-মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পাদুখানি !
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।"

এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নোয়াইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল !
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি ?"
আচম্বিতে "কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি ?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে !
মহাভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারিদিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে
মধু-সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।

"কাহারে ডরাও, তুমি, ভুবনমোহিনি ?"
(কহিলেন পুষ্পধনু)—"এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সিমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমার প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি, প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে !
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ত্বরা করি ;—
অসুরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !"

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—তাড়ুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সদাভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে
হেরি বৈদেহীরে—রঘুনন্দন-নন্দিনী !
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে
মুহুর্মুহুঃ অলকাভ উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা !—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজ
মহাবলী ! দৈববলে দলি দেব-দলে,
বিমুখি অমর-নাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে ?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুঞ্জ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ ! কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল কিতি টলমলি !
বারণে বারণে রণ—মহাভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপাড়ি,
হুহুঙ্কারি নভঃস্থলে দানব উড়িছে
ঝড়সম, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু যদি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানামতে
উন্মাদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন। ঢালি সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;

কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-অস্ত্র আর কোন জন।
কেহ হুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড় ।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্যদল বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্যে, দেব রাখ গো গোপনে।
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ-উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যবরে ঝকমকি বীর-আভরণে
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে কালকূটে যথা
মহোরগ। বসে দোঁহে কনক-আসনে,
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে।
চারিদিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার-সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন-মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস। দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয় অমরারি, যার ভুজবলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড-আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর্, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জল গো এবে
তুমি! হে দানববালা, হে দানব-বধু,
কর গো মঙ্গল ধ্বনি দানব-ভবনে!
হে মহী, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, মুরজ, ভেরী, তুরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা!
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুমকুম্!
কে না জানে দেব-বংশ পরহিংসা-কাঙ্ক্ষী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
মহানন্দে সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুমি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি।
"হে দানব, আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমর-মর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথি-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পারে
খেচর, ভূচর-সহ পড়িল ভূতলে ;
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারিদিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতি
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে।
অনুপম, কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
শূর্পণখা, হেরি দোঁহে মাতিল মদনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যেথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দপানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা। তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ

ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজি আজি ?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনীরূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে।
বিরাজিছে ফুল-কুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুল-কুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী। কমলকরে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শত গুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেনকালে উত্তরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটি ভাস্করে!
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
এক দৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে।
"কি আশ্চর্য্য? দেখ, ভাই," কহিলা শূরেন্দ্র
সুন্দ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ মাঝারে।
উজ্জ্বল-এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদ-যুগ।
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে
বিবশ। অমনি মধু মন্মথে সম্ভাষি
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহাররে সীতাকান্ত-ঊর্ম্মিলাবল্লভে।
জর জর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। অচ্ছিন্নিল গগন সহসা
জীমূত! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে;
কাঁপিলা বসুধা; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে!
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে;—"কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি। আমার ভার্য্যা গুরুজন তব,
দেবর বামার তুমি; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ,—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল;—"রে অধর্ম্ম-আচারি!
কুলাঙ্গার! ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে?"
"কি কহিলি, পামর? অধর্ম্মাচারী আমি?
কুলাঙ্গার? ধিক্ তোরে ধিক্, দুষ্টমতি,
পাপি! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর!"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন-কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি পূর্ব্বকথা যত।
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে পড়িল ভূতলে!
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে
"কি কর্ম্ম করিনু ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি?
এত যে করিনু তপঃ ধাতার তুষিতে,
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ,
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু,
এত যত্নে? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল হে মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা

অমরারি, যথা, মরি গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ. কুরুবংশ-ধ্বংসে গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শিরঃ দিলা রাজহাতে।
মহাশোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ;—"হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর। হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, তাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্পদোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি।"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি বীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়-নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি রড়ে ধনী ধাইল আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ, যথা কাম্যবনে
দেব-দল। কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ", কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি।
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি ইরম্মদরূপে উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে,উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে। রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু।
বাজাইলা রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্বণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা বহ্নঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী, অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
বিভায় জিনিয়া বিভাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ, জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্‌ম্ রবে—
ববম্‌ম্‌রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি।
ঘোর-নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিলা আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল। মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল।
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মুরতি—
ঘুড়িয়া অকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা,
হায় রে, যে ঘোর ব্যাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মৃঢ় মুকুলিতা লতা
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি। বিধির এ লীলা।
বিলাপি বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া,পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে।
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে ?
কত যে চূর্ণিলা, ভাজি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতা
পাশী ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত ?
দানব-কুল-নিধনে দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোররবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমান, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর গম্ভীরবচনে ;—
"সুন্দ-উপসুন্দ শূর, হে সুরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি ?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে ?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র ? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?

আনিল চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইল সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথাবিধি। বীর-কুলে সাধাত সে মরে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে।
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে।"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।

তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি; দলি দানবেন্দ্রে, তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে, সুখে পশি আলোক-সাগরে
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

১। জিষ্ণু—জয়শীল।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম চতুর্থ সর্গ।

গ্রন্থ সমাপ্ত

—পরিচয়—

রচনা-কাল—

১৮৬০ খৃঃ, এপ্রিল হইতে জুলাই।

সংস্করণ—১ম—১২৬৮ সাল, ২৮শে আষাঢ় (জুলাই, ১৮৬১ খৃঃ)—পৃঃ ৪৬।
২য়—১৮৬৪ খৃঃ—পৃঃ ৪৬।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের নিকটে পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই ইহার স্বত্ব বিক্রয় করা হয়। বৈকুণ্ঠ বাবু নিজব্যয়ে ব্রজাঙ্গনাকাব্য প্রথম প্রকাশ করেন। "মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য 'বিহার' নামক আর এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।"

ছন্দ—

মধুসূদন কবিতাগুলিকে "Odes"—গীতি-কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত করেন। তৎকালীন প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদীর গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া তিনি নানা ছন্দ মিলাইয়া মিশাইয়া বাংলাভাষায় সর্ব্বপ্রথম নূতন মিশ্রছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। এদিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকে মধুসূদনকে বাংলার অভিনব গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

বিরহ

১

বংশীধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ।
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ।

২

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে!
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে।

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে;—
আমি কেন না কাটিব সরমের ফাঁসি?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী!
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে,
অবিরাম গতি;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক এ যুকতি!

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ।
চল, সখি, ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন।
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে !
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে !

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন।
চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন !

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকারব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল-সুন্দরী !
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ-কিঙ্করী !

৪

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি এসো বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর !

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ;

৬

নাচিবে গোকুল-নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী !
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী !

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহা মায়াবিনী !
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

৩

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনী, সেও বিরহিণী ?

২

তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?

৩

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে !

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দনচর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার ?

৫

তবে যে সিন্দুরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম,
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে !

৬

বসো আসি, শশিমুখি ! আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এসো গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

৭

কি আশ্চর্য্য! এত ক'রে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি?

৮

হায় রে, তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি।
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি।

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ, লো কামিনি।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে, এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন?
দিবা অবসান হলে রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন;
নলিনী যেমনি জ্বলে—এত জ্বালা কার?

১১

উচ্চ তুমি, নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি?

৪

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
[illegible]

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে।

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে।
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর!

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্, লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে।
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি!
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী।

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী?
আহা! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে?
মধু কহে, যা কহিলে সত্য, বিনোদিনি!

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি!
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে!
যবে দশানন-অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা, বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি!

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী।
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি।

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে?
তা হ'লে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে।
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি!
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি!
অলকে ঝলকে কত, ফুল-রত্ন শত শত!
তাহার বিরহ-দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি!

৫

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী!
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর সীমন্তিনি?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী!
শ্যাম মম প্রাণস্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে!
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরজ ধরি,
কালে, মধু বসুধারে করে মধুদান।

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেমডোরে!

২

কুমুদিনী কায় মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন!
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন;
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী!

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি!
পর্ব্বত-গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি!
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে!
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে!
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি!

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে।
কত যে কাঁদে রাধিকা, কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকা সে—এ তার বিরহ-রজনী!

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন;

যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন!
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।

৭

না উত্তরি মোরে, রাধা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি পারিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধব-রমণি।

আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী।

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে, পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন।
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন।

৭

ঊষা

১

কনক উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি!
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি।

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি!
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার হৈমবতি সতি!

৩

হায়, ঊষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছি তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া!
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে
হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া!

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,

৮

কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী,
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?

২

আর কি পরিবে, কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?

৩

হায় লো দোলাবি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো, তমালের তলে,
বনমালিয়া?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া।

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে?

ব্রজ-সুধানিধি শোভে কি লো হাসি
ব্রজ-গগনে ?
ব্রজ-কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে ।

৫

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রুর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রুর দূত হেন বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন !
ব্রজবন-মধু নিল ব্রজ-অরি
দলি ব্রজবন ?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদনে !

২

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা, গাহে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত-সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন !

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে,
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

৩

সৌরভ-রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার, কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন-আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে ;
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
রাধার রোদনধ্বনি, বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে !

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে, ভেঙো, প্রভঞ্জন !
তরুরাজ যুদ্ধ-আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তার করিয়া দলন !

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না হেরো না, দেব কুসুম যুবতী !
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভ-ধন,
অবহেলি সে ছলনা যেয়ো, আশুগতি !

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারি-ধারা,
ভুলো না, পবন !
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন !
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন !

৮

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী, শরমে কহিতে নারি,—
মধু, কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

১০

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে ?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

২

বসন্ত-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে !

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া,
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলবিভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিলা আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসী—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে!

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা।

১১

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী।
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি ! তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল !

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট-মুরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

৬

হে মন্দ মলয়-সমীরণ,
সৌরভ-ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয়-পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে।

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর, বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী।
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন।

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী।
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল-তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী।
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি? মণিহারা
আমি গো ফণিনী।

৩

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরাটের রূপে তব শিরোপরে
কুসুম-রতনে তব বসন খচিত;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরীরূপ ধরে;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত;—
অসীম মহিমা ধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী;
বিহঙ্গিনীদল তব মধুর গায়িনী;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী।
দিবাভাগে দিবাকর, তব, দেব, ছত্রধর,
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী।
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেমভিখারিণী।

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর,
গরজি গ্রাসিল আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি, রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা
বংশীধারী?

৬

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রব শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে।
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে।

১৩

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল!
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি!

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে।
কহিনু তোমারে;—
আজি ও পাখীর মনঃ, বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে!
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধাবিনোদন!

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরয ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে!

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়!
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে।
কেনে তবে মিছে তারে, রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী;
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালী।

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুল-মান ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী, রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন-আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন।

১৪

কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে!
বসুধা নিজ কুন্তলে, পরেছিল কুতূহলে,
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে।
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে; সেই জল সেই দলে,
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ লো কামিনি।

৩

পাইয়া এ কুসুম-রতন—শোন লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি!
দেখিনু রূপের রাশি, মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীতধড়া স্বর্ণ রেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জ-শোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে!

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে ?
যে ধন রাধার দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া,
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যাম রায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি সুন্দরি ?

১৫

নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা-পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে জিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ
নন্দের নন্দন!

২

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জ-কুল-রাজন্,
এ দাসীরে কত ভালবাসিতেন তিনি!
তোমার কুসুমালয়ে, যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন্ ধনী, শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা-চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে
প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী, সোহাগে বসাতো ধরি,
মাধবে অধিনী সহ পাতি ফুলাসন;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন, বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন!

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম ধন, ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে, শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে, রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন?
তব পদে বিলাপিনী, কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর!
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর!
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন!

১৬

সখী

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন!
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতনা।
যে জন অন্তরযামী, সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন?
যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন!
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন!
যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ!

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন!

৬

এই দেখ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ-গাঁথন!
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

১৭

বসন্তে

১

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহ তা, স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

২

যে কালে ফুটে লো ফুল কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ-মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন।

৩

স্বন্, স্বন্, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন!
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন!

৪

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি, সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরলজলে; চল ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি!

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে;
মরমরে পাতাদল; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে;—

কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে ?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি !
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে !

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমল পদ,
চল ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি—
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সূর্য্যে মধু শূন্য-কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ?

১৮

বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।

২

সখি রে,—
উদয়-অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে।
এ বিরহ বিভাবরী, কাটানু ধৈরয ধরি,
এবে লো রব কি করি ?
প্রাণ কাঁদিছে।
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে।

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী।
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল।
মঙ্গল ধ্বনি!
চল, লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি!

৪

সখি রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,
ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দুরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখগণে।
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে।

৬

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি, দেখি—মধুসূদনে।

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনাকাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

দ্বিতীয় সর্গ

[বিহার]

"মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য 'বিহার' নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।"—মধু-স্মৃতি, (১৩২৭)

১

সাজ, সাজ, ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল জলনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে।

[অসম্পূর্ণ]

—পরিচয়—

রচনা—

ফ্রান্সের ভরসেলস্ নগরে অবস্থান কালে (১৮৬২ খৃঃ, জুন হইতে ১৮৬৩ খৃঃ অক্টোবর পর্য্যন্ত) "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" নাম দিয়া ১০০টি কবিতা লিখেন। প্রথম সংস্করণের পরেও কবি আরও ৭টি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন।

প্রকাশ-কাল—

১ম সংস্করণ—১২৭৩ সাল (ইং ১লা আগষ্ট, ১৮৬৬ খৃঃ)
—পৃঃ ১২২।

২য় সংস্করণ—১২৭৫ সাল (১৭ই মার্চ্চ, ১৮৬৯ খৃঃ)
—পৃঃ ১০২।

'কবতক্ষ নদ' ও 'সায়ংকাল' কবিতা ১৯২১ সংবতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "রহস্যসন্দর্ভ" পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পরিকল্পনা—

কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার পর এবং মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ রচনার কালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৮৬০ খৃঃ) কবি সনেট রচনার ইচ্ছা-প্রকাশ করিয়া বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেন —In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের পরিণত মনের শেষ রচনা। কবিতাগুলির অনেক বাক্য প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে যে ঐকান্তিক দেশপ্রেমের পরিচয় আছে, তাহা বাংলা ভাষায় দুর্লভ।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

—:০:—

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত-আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো, পেত্তরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার-রূপে আজি অরপি রতনে ॥ *

* ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট। প্রথমে কবিতাটি এইভাবে রচিত হয়—

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন
অশন শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

৫

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা ! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

জানুয়ারী, ১৮৬৫

৬

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

৭

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা।—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি করে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব জনমের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

৮

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব; গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !

না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে। আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

জানুয়ারী, ১৮৬৫

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি, পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে।—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি!
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মুরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ভয় রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে।—
কৌস্তুভের রূপে পরো—তড়িত-রতনে॥

১২

"বউ কথা কও"

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, 'বউ কথা কও', কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী;
"ক্ষম প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে।—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে॥

১৩

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয় অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,

যাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বণিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মুরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি ওলো বরাঙ্গনে !

১৪

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে !
কামের নিকুঞ্জ এই ! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে ভাবি দেখ মনে !
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে !
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে !

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে ! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ ঊর্দ্ধগামী জনে !
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি ; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?
যশের মন্দিরে ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে !"

১৬

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূরে, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে!
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে কভু হার বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার!
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন!—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনী ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুমি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে;
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

জানুয়ারী, ১৮৬৫

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে !

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-কুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মুরতি !
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি ?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে !
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে !

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে, কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত ? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি ! মৃদে কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ?
বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে ?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে !

২৭

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি !

জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-অঞ্চলা,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

২৮

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ, কলকলে,
কিবা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি;—
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে!

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ধরে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রাহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উত্তরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন!
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি; উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে;
দেখিনু পবন-পুত্রে ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে!
যথা শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে;
লও দাসে; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি!—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রয় আর? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে!

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

জানুয়ারী, ১৮৬৫

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"
অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব-যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি!

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে!—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে!
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,

বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে *
নির্দ্দয় ; ধরায় কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি।
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি !

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন!
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে!
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি !
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে!
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে!

৩৮

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ! কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি ;—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি!

* ফ্রান্সে।

৩৯

রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে রবি, দিনপতি!
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি!
আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে,
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতুহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুমি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাজি এ সঙ্গীত-ব্রতে!

৪১

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!—
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,

ডুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক' মোরে, কি সাধে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে ?
কৃপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিফলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি !
গৃহ চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি !

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে ?
কোন্ জন ? কোন্ কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?
কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে ।
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে ?
বৃথা ভাব, প্রবাহিনি, দেখ ভাবি মনে ।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে ?
কোথা সে ? কোথা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে !

৪৩

ভরসেল্স্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল ? হরিল কে সে রত্নাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে ?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে ?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ? তোর হাতে হত ।
রে দুরন্ত নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুল চালাস সে মত ।

৪৪

কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে ! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন !
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু দেহ তুমি রণ ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন !
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে ;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী ;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুমুদ-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে ;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে ;—
এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে ;
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে ।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ?
সংসার-সাগর মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি ?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে।
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী,
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,"
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চকিতে
চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী ;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী ;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুবর্ণ লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে ;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি, রঘুরাজ, আজি এই ছলে
চির জন্মে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে,
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি-দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে!

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে বড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভে নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে!—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দলে!—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,—
রত ও নিশায় বঙ্গ? পূজে কুতূহলে
রমার শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে!
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী!
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে,
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে;—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ; সুরঙ্গে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে!

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারি ভীষণে!
ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে;
ঢালখান; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস, এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি!"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধ শুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলারাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা,
বিজলী, গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে।

৫৫

গোগৃহ রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি!
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বংসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি।
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারিদিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মুরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে।
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে
গ্রাসিলা বীরেশ যম। অস্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে।
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে; ফুল-ধনুঃ ধরি
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জয় জয় করি।
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

৫৮

* * * *

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি-কেশরী;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে;
মুহুর্মুহঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি;—
এ বড় অদ্ভুত রণ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়াও, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে?

৫৯

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী।
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে;—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ-ভোগিতে সোহাগে।

৬০

উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে
কামানলে ;অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক পুত্তলী যেন নিশায় স্বপনে,
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে?"
উন্মদা মদন-মদে কহিলা উর্ব্বশী;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী;

সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

৬১

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জানার্থে সত্বরে।
কহিলা মা;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।"

৬২

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে;—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উরুতে আসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
"মনাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্ব্বর!—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

৬৩

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিকে এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে।
মদ-মত্ত হস্তী কিংবা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে।
দীর্ঘ তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙ্গি বৃক্ষ বড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।

৬৪

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা থরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে;—
"রক্ষঃ কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে,
তুই? দেখি, আজ তোরে কে বা রক্ষা করে!"
মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লোহ-ক্রম চিল ওই; সফরীর গতি
দাসীর। ছুটিছে দুষ্ট কাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব রূপ-হ্রদে।"

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি!
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে।

সাজাতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিঠে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে।
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে ? কবে কবি, শোন্। সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্য-বলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—
কবির কুভাগ্য তোর আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?—
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে!
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে,
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে
(সে বড় নরক ভবে।) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাও তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে!

১০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নর, শোভে যার কুলে
সে কানন, যদ্যপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে সুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে ! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে !—
হে রমা, অজ্ঞান নহ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী ?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দেব-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

১১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রয়ে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে।

১২

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior !"
Hor.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা !—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়সের হ্রাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

১৩

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দিবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুঁড়ি ফেল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহার হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !

১৪

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল্য রতনে ;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-বনে !
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে !—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ;

বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে দিক্ দান ! ওই হে উর্ব্বশী !
সোনার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে !

১৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

১৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি ।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মুরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে ।
হে চল রশ্মির রাশি, পুছি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজ্য প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

১৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে !
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে ।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি ।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী ।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি তেজে যথা ফণিনীর গতি ।

১৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে ।
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা !—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে !

১৯

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল ! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন রণে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকুতির তরি

টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি;
নিন্দাছলে বন্ধ, ভক্ত, রাজীব-চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব; জানি আমি বাগ্দেবীর বরে।
লৌহদণ্ড হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান্ করে
সে ক্ষেত্রে; তোমায় রণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে?
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তার খেদাইতে দূরে?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে॥

৮১

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে;—
কিন্তু যে, কল্পনা রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে—
ডুবে নাম, শিলা যথা জল-শূন্ত হ্রদে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন রহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে॥

৮২

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে এ কোরকে?

এই কবিতাটি কবি ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

৮৩

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

যথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অকলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে।
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি।—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

৮৪

কবিবর আলফ্রেড টেনিসন্

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে ! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুমি মনঃ সুধা-বরিষণে !
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্দেবী ? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে ?
তারারূপ হেম তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিক্তর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে।
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে ! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে।
হে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে।
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে ;
(ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গলে্য মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে।

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে !
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী ;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে ;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে !—
রাজাশ্রম আজি তব ! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে ! পূর্ব্ব-রূপ-ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে !
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী ;
ফোট মহানন্দে হাসি মনের সরসে।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে !—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে !
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ-ঘোষণে.

কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

৮৯

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে ;—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে।
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে।
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে।—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

৯০

ভারত ভূমি

"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte
Dono infelice bellezza!"

FILICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো হায়, ইতালি! ইতালি!
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে জ্বলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে কবে সাহসে তারে কেড়ে নিতে বলে?—
হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী,
(হা ধিক্) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি!
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি, কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি-গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?—
আমরা—দুর্ব্বল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?—
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!—

তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভাল বাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা ; সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে ?

১৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবর্ত্তিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি !
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি !

১৫

শ্রীমন্তের টোপর

—"শ্রীপতি—

শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।"

চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছসরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের ছুরে
দ্রুতগতি। মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

১৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে।
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে।—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নারে বুনিবারে, তাঁতী। কুখ্যাতি-নরকে
যম সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে।
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে।
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে,
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

১৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি?
বিন্দা—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাজিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারা চারুশীলা?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা!

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্লভ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে সে কি পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে? —
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে,
তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে?

১০০

* * * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মুরতি।
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে,
লো আশা!—নিদ্রার কোলে আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য মিথ্যা! তুই কুহকিনী,—
তোর লীলা-খেলা, দেখি দিবার মিলনে,
জাগে যে, স্বপন তারে দেখাস, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে, খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

১০৩

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

১০৪

পুরুলিয়া *

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

১০৫

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলায় বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

* পুরুলিয়ার খৃষ্টমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

১০৬

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খৃষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গ্রহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা।
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে;
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খৃষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম-কুতূহলে!

১০৭

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে

কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যার স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

১০৮

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
—— পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
[illegible]ক, হে বঙ্গরত্ন! এ হেন রতনে?

যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারবার।

১০৯

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
দুই মেঘরাশি মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

ইতি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সমাপ্ত।

অহর
নীরব

পুড়ে

উত্ত
"পুড়ে

বিবিধ—কাব্য

বর্ষাকাল

[illegible] গর্জ্জন সদা করে জলধর,
হে [illegible]দী ধরণী উপর।
চঞ্চ[illegible] রে, সুখে কেলি করে,
র[illegible], ভেক, বক সুখিত অন্তরে।
[illegible] ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
[illegible] প্রবল দেখি প্রবল প্রতাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
পুঁজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি। অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু বস্ত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্মুহু দংশ আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে কর[illegible]
আমোদরে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম-মদে তুই; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে। হয়ত মারিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে।
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যতপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আহ্লাদিনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চণ্ডালিনী রাজকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' প্রকাশ:— "সুলতানা রিজিয়া সম্রাট আল্‌তামাসের দুহিতা এবং কুতবুদ্দীনের দৌহিত্রী ছিলেন।...মুসলমান নরনারীগণের চরিত্রে মনুষ্য-প্রকৃতির কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবার আশায় মধুসূদন রিজিয়া নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন।... রিজিয়ার পাণ্ডুলিপির দুই একটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি খণ্ড অংশ উদ্ধৃত হইল। রিজিয়ার বাগ্‌দত্ত স্বামী আল্‌টুনিয়া, রিজিয়ার অসৎ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, বলিতেছিলেন:—"

বহু দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীর পরাক্রমে।
ভেবেছিনু লবে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি।
পশ্‌ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২

রে প্র[illegible] মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
[illegible] জাগিবি রে কবে?
জীবন-[illegible] তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
[illegible] দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে?
[illegible] জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে,—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার!

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী,
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্‌, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native land, Good night!"—*Byron.*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;—
কিন্তু কোন্‌ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস
কি বসন্ত, কি শরদে।

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

VERSAILLES,
9th September, 1863

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ বলে লভিলা
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
আরাধি হে বিধারাধ্যা তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মায় প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ গাহি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম আমি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য! আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম স্মরি।
দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী; যতুচিত-গৃহে মরিল দুর্মতি
পুরোচন; • • •

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহে শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা রূপসবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ মিনতি চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো মম মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
যশের আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে।

• • •

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পাঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ঋষি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা গুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় তীব্র হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে প্রচণ্ড তপন,
সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
গুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
মধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর। না পারি লভিতে
পোড়া মিতবের ডরে। কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে।
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে ভ্রমরি অলি, শিলীমুখ যথা
শেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে।

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি রূপে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে।
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে।
[illegible] পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতু[illegible]লা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগ[illegible]ময়ী) নব-রাজ-পুরে
[illegible]ল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
[illegible]বরদার পদের প্রসাদে।—
[illegible] শুনি নারদের মুখে
[illegible]জনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
[illegible]বিলা। জলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
রাবানল-রূপে মোর হিয়া-রূপ বনে,
দহিবি পরাণ তাপে। "হা ধিক্!"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি ?
হায়, কারে কব দুখ ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী ?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—নাশি সে অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি ?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে,
পাঞ্চালীরে লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেব, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার!—কি ভাগ্য ? কে জানে,
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি ?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র ? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব ?
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত দয়া ? কারে কব এ দুঃখের কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে ?"
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা। দুকূল সাড়ী তিতি ধলধলে
বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে।
"যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে ?
যায় যদি মান, যাক্। আর কি তা আছে ?"
ইত্যাদি।

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে ;—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রয়োজন মতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি।
করি যদি কেকা-ধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু ;—মরি, মা, শরমে।
ডালে বসি পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে।
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।

হয়ের ক্কু...ই কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
...নে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া জ্বলে !
...সুচারু কলকণ্ঠধ্বনি,
...র কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
...পা দুখানি ধরি।"
...য় করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
...ার বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে ?
ধরিতে এ ...হত্ব, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে !
...কলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
কিব... খোল রাজার সম চূড়াখানি কেশে !
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে !
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি* ;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে !
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;
সু-কণ্ঠে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে ?"—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন ?

কাক ও শৃগাল

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক হৃষ্ট-মনে ;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
"অপরূপ রূপ তব, মরি !
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি !

হে মম নীরব-বাদি,
জুড়াও বাঁশীর বাদি,
জুড়াও এ কাণ দুটী করি বেণু-ধ্বনি।
পুষ্পবতী গোপ-বধূ অতি।
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মৌন হে কেনে তুমি ; কি হায় যুবতী ?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি।
জুড়াইয়া কুসুম-রতনে,
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,
দোলাইয়া দিব তব * * *
বাঁশীর সাধনে * *
বাজাও মধুর * *
রাগ-রসে মাতি * * *
মজিল * * *
মুখ খুলি * * *
* * * খে মু * *
* * * গীত আ * *

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে...
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধা...
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে...
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে।

* আদর্শপত্রের কয়েক স্থানে দৈবাৎ পোক কাটিয়া ফেলিয়াছে।

শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন !
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !"

* * * মধুর স্বরে
* * * রে,
* * * * * * ;
* * * * * * *
* * * প্রভু,
* * * দয়ামি * *
* * * যথা * *

যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে !
সুধা-আশে আসে অলি,
-মিলে সুধা যায় চলি,—
কে বা কবে গো দুখী সখার মিলনে ?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগে কহে তরুপতি,
নাহি কিছু অভিমান ? ধিক চন্দ্রাননে !"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে !
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে !
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

* আদর্শপত্রের কয়েক স্থানে দৈবাৎ পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে।

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদূর্ব্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধি
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্ব্বা অ
বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নিঝরে
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরব শীতল কা
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি ॥

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাখানে তা
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে,—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে !
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসা
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥"

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহা
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস
আহার করণান্তরে করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতূহলে-
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্ববলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
তেজস্বালি কিম্বা ধ্যান ! নয়ন মুদিলা ;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ; দ্বিগুণ আগুন জ্বলে অ
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী কাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, "ওরে বর্ব্বর !
কে তুই, কত বা বল ?
সৎ পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন
জ্বলিল সরোষে যেন দুইটি তপন ॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্ত পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় !
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার,
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয় ?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত॥

৮

কহিল তুরঙ্গ,—"পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর, মারি দুইজনে চোর॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা,"হা ! এ কি বিড়ম্বনা।
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দূলে, সিংহেরে নাশে, দগ্ধ বন বিষশ্বাসে ;
একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায়॥"

১০

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায়॥
কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন ?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে
বাহিরিলা বিশ্ব-দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে সুসজ্জিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।

হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উত্তরিল।

কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।

ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা মরকতে।
স্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।

নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি।

দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা ?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি।

বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আগে দেখ তার পিছে
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নাচদেশে পড়িল তখন

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দূল তাতে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে;
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিবা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সুন্দ উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিবা মোর ভয় কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।
গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায়;
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যা'ত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে?' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা?
রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিতান্ত তুই, অনম কুক্ষণে।'
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেলা গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।

গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
যার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।

তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড়করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।

ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে ?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন ;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"—
বণিক কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য বস্তু, বুঝি, ছুটি নাই !"
হাসিল কুক্কুট শুনি ;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?"—
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই !"—
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাবে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে,
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন ;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে ;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে ;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙিল ;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।

উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ;—
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে ;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব ;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভানু ;—"তুমি শিষ্টমতি ;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ ;
তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইল—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা
আসি উত্তরিল ;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"

হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ !
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;

গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে ;
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায় ;
ব্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর !
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;—
ধরায় এ ধার ধারি।
এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্তচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।

নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি ;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা ?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল ?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;
যাও, যথা জলনিধি ;—
যাও, যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"
চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ, লভ তা সদা নিজ-পরিশ্রমে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা ;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর ;
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।
শৃগাল-কুলের পালা আসি উত্তরিল ;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে ?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল ?"
চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে ?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,

আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
ছল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল।
অধীর ব্যথায় হরি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন ?
গুপ্তভাবে কি জন্ম লড়াই ?—
সম্মুখ-সমর কর্ ; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প চূর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয়-ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, দুষ্টমতি !
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ যে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল !

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়,
জয়-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কানে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে,
ছল, মশা বীর।

না হেরি অরিরে হরি,
মুহুমুহু নাদ করি,
হইলা অধীর।
হায়, ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল।

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু গিরিবর ! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন !

হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন !

যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন।

হে সখে ! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, গিরিবর ! রমার প্রসাদে
তাঁর দয়াবলে,

ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায় ; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতুহলে।

পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন ভজিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি ! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি ;—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঙ্কজলশরে।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ, দেব, দেখ, চেয়ে" কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি।
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ। রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-ঊরু রণে।
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি ;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি ?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে।
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব। কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি ?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব। নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে ?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি।
ভস্মমাত্র। এ যতন বৃথা কেন তব।"
সন্তাপে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।—
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে ;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ুরূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র ; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে
আক্রমেণ যমরাজ ; সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি।
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি।—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে।
যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা, ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি ;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে।
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত।
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য। দেখ—
রক্ত-বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ। দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি ?"
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে।
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব।
অন্তিমে পিতার স্মরে যুধিষ্ঠির এবে ;
নকুল ব্যাকুলচিত্ত সহদেব সহ।
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি।"

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা মহেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে।
কি লজ্জা। থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি সই। উত্তানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে ?

জলে রাগে দেহ, যদি অরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দাসেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে.
হাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জলে;—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষিবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?

তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে॥

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

—

সম্পূর্ণ

—পরিচয়—

রচনা—বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য (১৮৭৩ খৃঃ—প্রতিষ্ঠিত) 'মায়া-কানন' নাটক অগ্রিম পারিশ্রমিক পাইয়া রোগশয্যায় মধুসূদন রচনা করেন।

প্রকাশ—

১ম সংস্করণ—১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ —পৃঃ ১১৭

"নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গ রঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার" শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ (সাতুবাবু বা আশুতোষ দেবের দৌহিত্র) ও শ্রীঅখিলানন্দ চট্টোপাধ্যায় ক্রয় করেন।

অভিনয়—

প্রথম অভিনয়—১৮ই এপ্রিল, ১৮৭৪ খৃঃ বেঙ্গল থিয়েটারে। কেহ কেহ বলিয়াছেন—"মায়া-কানন লইয়া বঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খৃঃ, ১৭ই আগষ্ট প্রথম রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন।"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

বৃদ্ধ রাজা ... ... সিন্ধুদেশাধিপতি।
অজয় ... সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা।
সিন্ধুরাজমন্ত্রী।
ধূমকেতু ... ... গুর্জ্জররাজের সেনানী।
রামদাস ... ... অরুন্ধতীর শিষ্য।
আত্মা ... ... মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা।
বৃদ্ধ ... ... বিচারার্থী।
মদন ... ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী।
নৃসিংহ ... ... ঐ

দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীরপুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জ্জরের দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

ইন্দুমতী ... ... গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা।
শশিকলা ... ... সিন্ধুরাজের কন্যা।
সুনন্দা ... ... ইন্দুমতীর সখী।
কাঞ্চনমালা ... ... শশিকলার সখী।
অরুন্ধতী ... ... তপস্বিনী।
সুভদ্রা ... ... বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা।

———

মায়া-কানন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতাবৃত পথ ;—পশ্চাতে সিন্ধুনগর,—
সম্মুখে মায়াকানন।

(ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে
সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ)

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়াকানন?

সুন। হাঁ রাজকুমারি!

ইন্দু। হা, ধিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন?

সুন। কেন?

ইন্দু। কেন?—কেন কি? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী,—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না?

সুন। (ক্ষুণ্ণমনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি! পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে? কখনো না কখনো সে তার কথা মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা সখি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা?

ইন্দু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও কথা তোলা অনুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়াকানন? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস্?

সুন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, "ঐ মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্র-স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবী-পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।"—আর আজ প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বলেছেন, "অদ্য দিবা দুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।"—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়?

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?

ইন্দু। তা নয় সখি!—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্ম্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত?

সুন। তা যা হোক্ সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এনিছিস্?

সুন। সখি! আমি কি তোমার শত্রু?—তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?

ইন্দু। সখি! কি বল্লি?—আমার বিবাহ? আমার বর?—বর!—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যদুপতি বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! (সজলনয়নে) এ জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের বাঞ্ছা আছে?—তাও কি তুমি মনে কর সখি? (দীর্ঘনিশ্বাস)

সুন। (সজলনয়নে) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেও। বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

(উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

সখি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আর এটি কি মনোরম কানন!—এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবীমূর্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ!—আমার এ সখী যে কে, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরণ-সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটিবার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন!—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু। সুনন্দা তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি?—আমি যে দাঁড়াতে পাচ্চি না,—আঃ!—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা দুজনে পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বত-কাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে বলতে পারে? আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা পালাই;—আমার হৃৎকম্প হচ্চে!

সুন। বল কি সখি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।—হয়ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে।

ইন্দু। সখি! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম্ম। সে চেষ্টা করেই নাই।

সুন। সখি! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও ফুল নাও।

(পুষ্প প্রদান)

ইন্দু। সুনন্দা! দেখিস্ আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—(আকাশে বজ্রধ্বনি) সুনন্দা!—সুনন্দা!—এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্!—ইস্! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চেন। উঃ! কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন!—সুনন্দা। তুই আমাকে ধর্, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি। (সুনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

সুন। ভয় কি?—ভয় কি? ভগবতী বনদেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা কর্‌বেন!

ইন্দু। আর বনদেবী!—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হচ্ছে তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলেম যে, আমাদের এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে!—হায়! কেন যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যা হোক,—যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিকক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;—তা চল্ আমরা শীঘ্র পা—(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?

সুন।—হাঃ হাঃ হাঃ!—তোমার বর আসছেন আর কি!—ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যা-বাদিনী?—(নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না!—শুনেছি, এই সব নির্জ্জন প্রদেশে সর্ব্বদাই দেবদৈত্যদের গতি-বিধি, হয়ত তাঁদেরি কেউ হতে পারে। তবেই ত আমরা গেলেম! আয়, আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ স্বরে) হে বনদেবি!—হে মাতঃ!—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন!

(মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য। বরাহটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা পালালো? এই না সেই মায়াকানন?—লোকে বলে, এই কাননে এক পাষাণময়ী দেবী প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের

কন্যারাশিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।—(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওঁর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে!—এ সব কে রাখ্‌লে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন!—সেই জন্যেই বা কোন অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না! সেই-ই ভাল।—(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যারে আমি এ স্থানে দেখ্‌তে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

সুন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে) সখি! এখন আমারো বড় ভয় হচ্চে।—(রাজপুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্‌লে ত বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ কর্‌। তোর কি একটুও লজ্জা নাই?—ঐ মৃগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।—দেখ্‌, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে। হয়ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কত্তে পারেন।

সুন। (সহাস্যে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধুদেশের যুবরাজ। আমি ওঁরে অনেক বার দেখিছি।

অজয়। (পরিক্রমণপূর্ব্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এ রা কে?—দেবী কি মানবী?—আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরী! দেবকন্যাই বোধ হচ্চে।—মনুষ্য এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার পূজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই দুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়-তোষিণী হবেন। (করযোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যদি আমার অনুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই দুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ নম্র-মুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকৃপায় ভাগ্য-ক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক। (আকাশে বজ্রনাদ) এ কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন?—তবে কি দেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন নন?—আর তাই বা কেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে এমন সুদুর্লভ স্ত্রীরত্ন আমার সম্মুখে উপস্থিত কর্‌বেন কেন?—তবে হয়ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্লে।—(অগ্রসর হইয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! আপনারা কে?—আর এ অসময়ে এই বিপিন বিজনেই বা কি জন্যে?

সুন। (করযোড়ে রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি—

ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

সুন। (জনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই?

ইন্দু। (জনান্তিকে) বল্‌, আমরা বণিক্‌-কন্যা, এই দেশেই বসতি।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্চো না কেন?

সুন। রাজকুমার! আমরা বেনের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিক্‌-দুহিতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?

সুন। রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়সখী—

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া অলাক্তিকে) আবার?

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা কচ্চো, কিন্তু দেবতারা প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি—এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কখনো পরিণয়ব্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সখীই সিন্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধর্ম্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্ব্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্নই সিন্ধুদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্রধ্বনি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থই বণিক্ কন্যা?—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অন্যত্র কি কখনো কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়?—পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুন। (সহাস্য মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্ত্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন?

অজয়। সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত, স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।" আমার হৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বলছে,—তোমার ঐ সখী বণিক্-কন্যা নন।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হৃদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না?

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—

(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়?—রাজকুমার কোথায়?—দেখ্, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যাঘ্রে আক্রমণ করেছে!

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর আর ঐ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দর্শন-সুখ লাভ করি।

(নেপথ্যে)—ওরে! আবার শৃঙ্গধ্বনি কর্! রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাঘ্রকে আর কে নিরস্ত কত্তে পারে?

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন পদ্মে সুগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমোহিনী সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সখীর দিকেই থাকলো।

[ইন্দুমতীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান।

সুন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না। আর আঁখি দুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। এ কি?—এ কি?—ধৈর্য্য অবলম্বন কর।—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু। চল্ সখি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যাঘ্র ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে। তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

সুন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দৈবনির্ণয়ে কি সুপণ্ডিতা!

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এখন সখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ্, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখ্লেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর;—রাজপ্রাসাদ;—যুবরাজের মন্দির।

(বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ)

রাজা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য!

পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা হোক, ক্রোধপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ম করা অনুচিত নয়। (প্রকাশে) দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ দুরন্ত কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্ব্বপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ব্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে "কালের গতি অতি কুটিলা।"

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যূষে স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্ছে না।

রাজা। মন্ত্রি! এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সর্ব্বসাধারণেই ত জানে। সূর্য্যদেব যে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে, দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাসু হচ্ছে।

রাজা। মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চির-নিবাসিনী; এ রাজ্য রামরাজ্যের ন্যায় সুশাসিত; পুত্র রূপে কার্ত্তিকেয়, আর বীরবীর্য্যে পার্থসদৃশ; কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, গুণে সরস্বতীসদৃশ; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে। মহারাজের কিসের [illegible] কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ করলে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার অধীন রাজ্যমধ্যে এমন একটী দরিদ্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে?

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারিবিন্দু দেখতে হলো?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি পাঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। অনঙ্গ রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ করে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, "পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন?" অনুমতি! পিতারে কি কখনো এ সব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে, দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি! তা তুমি কি বল? মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের লোপ করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, এরূপ সঙ্কল্প কি আপনার উপযুক্ত? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীর-বীর্য্যে পাণ্ডব-রথিদলকে রণমুখে পরাভূত করে-ছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম্ম-বহির্ভূত অনীতি-মার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ব্বাদৌ উচিত হচ্চে। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দূর কর্ত্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন। স্ত্রী-বুদ্ধি সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীরূপিণী।

রাজা। মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। শশিকলাকে এখানে আসতে বল।

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

* রাজা। এর যে কোন গূঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সর্ব্বদা সুকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জ্জন করে উঠ্‌লো।

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি। (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ! দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন?

রাজা। বৎসে! চিরজীবিনী হও। তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা? এর কারণ তুমি কি কিছু জান?

শশি। পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর বর্ত্তমান চিত্ত-বিকারের সমুদয় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

রাজা। বৎসে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। তা তোমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্ব্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে বল।

শশি। প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মৃগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অনুসরণক্রমে, পর্ব্বতময় কাননপ্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখ্‌তে পান। তিনি ইতিপূর্ব্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে, সূর্য্যদেব কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে বজ্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলে, তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো?

মন্ত্রী। (সত্রাসে) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুষ্ক হয়ে যায়! হায়! হায়! অজয় কেন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রি! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা! তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

(নেপথ্যে পুরুষোক্তি বিরহ-গীত)

ঐ মা তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্‌দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[এক দিক দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর ;—রাজপুরী ;—রাজসভা।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। মহাশয়! এ কি সত্য কথা যে, গান্ধারপতি এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে?

দ্বি-না। আজ্ঞা হাঁ; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে গান্ধাররাজ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন।

তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

দ্বি-না। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোক-পরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।

তৃ-না। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য। কারণ, গান্ধারপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও গান্ধাররাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ সিন্ধুনদ, বহুতর নদনদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মায়াবিনী। সুতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা করি বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে।

সকলে। (সসম্ভ্রমে) বলেন কি, বলেন কি! কি বাধা মহাশয়?

প্র-না। জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই?

সকলে। কি জনরব মহাশয়?

প্র-না। আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্ত্তমান মহারাজ এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। আর, সেই কাননে প্রতিষ্ঠিতা পাষাণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে। (সকৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন, অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি নরনারী কি সুরসুন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্‌গত-হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, গান্ধারাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্ত্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে পারে?

সকলে। হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে। তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন কি?

প্র-না। আপনাদের জন্ম এই সিন্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন; তা আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই? এ কি আশ্চর্য্য! সে যা হোক, গান্ধারাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয়ঃ কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তৃ-না। (সগর্ব্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? গান্ধারাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবদের শত্রু ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব বীর-প্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্মুখ-সমরে সমুদয় পাণ্ডববল পরাঙ্মুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অনুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি গান্ধার-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল করুন। আর আমরা যেন তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ করি। যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

ঐ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে ধর্ম্মন্দির পরিত্যাগ কচ্চেন।

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বচর পুরুষের প্রবেশ)

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ চিরবিজয়ী হোন।

(রাজার ম্লানবদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজ-মুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভস্মীভূত হচ্ছে, শত সহস্র সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট দুষ্কৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নয়; অদ্যকার এ দিন আমার জ্ঞানে অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন,—যে উন্নত শিরো-দেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ খদ্যোত আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে যা হোক, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ দুর্বহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে। (হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সাহ্লাদে) মহারাজের জয় হউক।

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) মহাশয়! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি সুশীলতা! কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা! যৌবনারম্ভে যাঁরা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত মত সুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

দ্বি-না। (জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃত-ধারাবৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! গত কল্য পঞ্চালাধি-পতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হোক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি মৃগয়ার্থে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে মৃগয়া ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন। ধর্ম্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই।

(দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্। এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক।

দূত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্ত্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্মীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃজ্যোৎস্না, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণজালবৎ এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তা সে রাজচক্রবর্ত্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজ-কুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে অনু-মোদন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা এখনই আপনাকেই স্থির কর্ত্তে হবে। ধর্ম্মাবতার! আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন!

রাজা। (স্বগত) কি বিপদ্! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় হৃদয়রূপ তরণীকে ব্যগ্রভাবে কুলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো। হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও।

বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, দুর্বৃত্ত-মণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজ দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আমার কে? সে ত আমি আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশ্যে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক যে এরূপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন?

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। আপনি কি জানেন না, যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গই সন্তানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখবাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতি-পুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখান্বেষণ করি।

দূত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্ব্বের কত শত রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কেহই ত মহারাজের স্থায় এরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুখ হন নাই?

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কিন্তু সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। অন্ত অন্ত রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না।

দূত। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়?

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন। এ সকল একদিনের কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য, সম্যক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বসুন।

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো? এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা? আপনি দেখ্‌বেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। তাতে হতে কেবল মহারাজের শত্রুগণমধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জ্বলে ওঠে। ওঁর রাজা বিক্রমকেশরী! যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে।

দ্বি-না। ঈদৃশ সহৃদয় রাজার জন্তে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে? কিন্তু এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। সুতরাং তাঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচূড়ামণি! পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি ব'লে যে, তাঁর কন্তার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঞ্ছা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শ্বশুর যে শাস্ত্রানুসারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বন্ধ সংঘটন হ'লে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শত্রুরাজ্য, খাণ্ডবের ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন। দেখুন, মন্ত্রিবর, দূত মহাশয়ের আতিথ্যকার্য্যে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজ-দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,—মহারাজের নিকট তার কি নালিশ আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-দ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্ত ব্যাপার না হবে!

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম্ম-অবতার; আপনার

সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

(একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত; এই যে কন্যাটি, এ আমার একমাত্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুত্র। কিন্তু, এই নৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কত্তে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজর্ষি ভীষ্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে! এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমি মহা সঙ্কটে পড়ে রাজ-সন্নিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যূনাধিক্য আছে কি না?

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব, —উভয়েই ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র!

মন্ত্রী। (সহাস্য বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে যাচ্চ না!

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি যৌবনসীমানায় পদার্পণ না কত্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটি সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটির নাম কি?

বৃদ্ধ। মহারাজ। এর নাম সুভদ্রা।

রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেচ?

সুভ। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি)

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্ত্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার বড় ক্ষতি,—এই তোমার সজীবের তাহারই ডত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুভ। (মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে) মহারাজ! মদনকে আমি আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বল্লে বাছা?

নৃসিং। (ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ। ইনি বল্লেন, মদনকে সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করেন।

রাজা। (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুনলেন তো মহাশয়! আপনার কন্যা মদনের সহিত পরিণয়প্রার্থিনী নন।

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। (সহাস্যমুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে?

রাজা। আর দ্বন্দ্বে ফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়। আপনি কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টে-স্রেষ্টে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিংহ। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা এই কন্যার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন।

নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু।

(নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাদ্য)

মন্ত্রী। বেলা দুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমতি হোক।

রাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

সকলে। (আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ চিরবিজয়ী হোন! মহারাজ কি সূক্ষ্ম বিচারক! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক।

[মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি সূক্ষ্ম বিচার বলে? কি অন্যায়!

মন্ত্রী। কেন?—অন্যায় কি হলো?

মদ। যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, মহারাজ তাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয়?

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি। তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি?

মদ। (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বল্‌বো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্য কথা নয়। ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হোক।

মদ। (সক্রোধে) আপনি দেখ্‌চি অর্থপিশাচ! মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃকপাতও করেন না।

মন্ত্রী। হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুন্‌বো, একবারও এরূপ আশা করি নাই। তুমি কি ভাই অন্যের হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্ত্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য্য।

[বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টকময় দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে ‌উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরূপ উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা ...ক পরামর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ ...ষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্লেও কর্ত্তে পারেন। ... সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। ...ন্ত তপস্বিনী যদি কোন উপায় কর্ত্তে পাত্তেন, তা ...ল এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিতেন। ... বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্ছি। ...ন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী ...য়া অশ্রেয়ঃ। অতএব, একবার তাঁরি নিকটে ...।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর রাজপুরী ;—শশিকলার মন্দির।

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা)

শশি। দাদা আজ নবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েছে।

কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সে চিন্তা কত্তে হবে না। কেন না, মহারাজের ন্যায় সুশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর সদ্‌গুণান্বিত কি আর দুটি আছে?

শশি। তা সত্য বটে; কিন্তু সখি! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন! কাঞ্চন! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্‌বার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দ্দয় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের স্বর্ণ-দীপ নির্ব্বাণ কত্তে বাহু প্রসারণ কচ্চো! শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির দূত এ-নগরে আগমন করেছেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্লেও ভয় হয়।

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। ওঁর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী ও চিরসুখিনী হোন!

শশি। কাঞ্চনমালা! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও।

(আসন প্রদান)

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্ঞা হোক। আর আজিকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি! সকলি সুসম্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্‌মণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও প্রজার প্রকৃতভক্তিস্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর বেষ্টন করেছে যে,

স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কত্তে কুণ্ঠিত হবে।

শশি। (সাহ্লাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়। পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন?

মন্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সন্দর্শনে আসা। আপনার অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত নন। রাজ-নন্দিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্ব্বসূচনা!

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যে, দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন?

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি! হয়তো, কোন পুরকামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপবনে উপস্থিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট এঁকেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক্, আমাদের এখন এই কর্ত্তব্য যে, এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হইতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিন্ধুনদী-তীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোদ্যানে আগমন কত্তে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কত্তে পারেন। আর যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন?

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের অপেক্ষা কি?

মন্ত্রী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) রাজকুমারি! চিরজীবিনী হোন!

শশি। দুরন্ত যম আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ কি? আপনি শান্ত হোন! বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্ব্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, বেলাটা অধিক হয়েছে; এখন বিদাই হই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থ ই উন্মত্ত হলেন? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কত্তে পারি না! (রোদন)

কাঞ্চ। প্রিয়সখি! তুমি এত উতলা হলে কেন? শুনলে না, মন্ত্রিবর কি বল্লেন?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে; স্নানাদি করবে চলো।

শশি। সখি! আমি কি এমন ভাইকে হারাব! (রোদন)

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সখি, এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(ঢুলী ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী-হস্তে মধুদাসের প্রবেশ)

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। কি হে মধুদাস! তোমাকে যে মধু-রসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি?

মধু। আরে বাওয়া! ভ্রমর কি কখনো মধুশূন্য

পেটে থাকে? নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

ঘি-না। তোমার হাতে ও কি?

মধু। চেঁচিয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিন্ধুনগরনিবাসী জনগণ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (ঢুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

ঘি-না। ওহে মধু! এর অর্থ কি?

মধু (হাস্য করিতে করিতে প্রমত্তভাবে) আরে ভাই, সেকালে রাজকন্যারা স্বয়ম্বরা হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ম্বর হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো!

ঘি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাদুকাবাহকের কর্ম্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক্, এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া অপমান মাত্র।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা।

[ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল
বাজাইতে বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর;—সিন্ধুতীরে অরুন্ধতীর আশ্রম।

(অরুন্ধতী আসীনা;—সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। ভগবতি! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি; আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন! সম্বাদ কি?

সুন। ভগবতি! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাই?

অরু। কি সম্বাদ বৎসে?

সুন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে যত কুমারী আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা?

অরু। বৎসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর, যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন?

অরু। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কেন? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্যারা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

সুন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে? ভগবতি। গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সখীর বহুমূল্য বহুতর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট,—সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু। (সহাস্য বদনে) বৎসে। তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমার সখীকে তাই পরিধান কর্ত্তে বলো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই।

[সুনন্দার প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাকবে, তার কোনই সম্ভবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা

হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতি-কূল, এই-ই দেখছি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ু সন্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা বিষম ব্যাপার। এ কি? আমার চক্ষে অশ্রুদয় হলো। ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতা-গুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে। আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্ম্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় এঁর মানস-সরোবরের শোভা বিস্তার করেচে। তা এমন সুরূপা ও সুশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত দুঃখ লিখেছেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লীলা খেলা দেবতাদের দুজ্ঞের। আমরা ত সামান্য মনুষ্য মাত্র।

(রাজমন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ভগবতি, আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃষ্টবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়া মাত্র না হয়, আর সে কন্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম্ম ভাল হয় নাই। যদি সে কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্যাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন?

অরু। আজ্ঞা হাঁ।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি! তৃষাতুর ব্যক্তি দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্যে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। অতএব, অনুগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার-দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় সুরপতি; শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাল্গুনি; গদা-বিদ্যায় যদু-কুলতিলক বলভদ্রতুল্য; ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য; আর, বদান্যতায় সূর্য্যসুত শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাত্মা রাজর্ষির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি?

অরু। যে কন্যারত্নটিকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেন্দ্র গান্ধারেশ্বরের একমাত্র দুহিতারত্ন।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ভগবতী? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? যাঁর রূপের গৌরবে, যে উর্ব্বশীকে কবিরা আখণ্ডলের সর্ব্বস্ব বলে থাকেন, যে উর্ব্বশী পূর্ণচন্দ্র-বিরাজিত রজনীতে খদ্যোতমালার ন্যায় ম্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করেছিলেন? তা তিনি সে সময় ঐ মায়া-কাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন।—গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজ-কুমারী মায়াকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন।

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধূমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে?

মন্ত্রী। হাঁ, এরূপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায়?

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মর্ত্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরিভ্রমণ করচেন! যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অসুরদলের মস্তক চূর্ণ করে,—সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে?

অরু। মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্ব্বদা

অপরিবর্ত্তিত থাকে না। কখন উচ্চে, কখন নীচে, —চক্রনেমির ন্যায় সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী।- ভগবতি! আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য! গান্ধারপতি এখন যথার্থ্য! এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, ভারতের সম্রাট্‌পদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের সাধন করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অক।। মন্ত্রিবর! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অশুভ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান্ শম্ভুদেবের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেছেন যে, "বৎসে। তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" আরও দেখুন, আমি বারবার আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। তাঁরও এই অনুরোধ। (সবিস্ময়ে) ঐ দেখুন!—

(শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পট্টবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজর্ষির আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ)

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) কি! এ কি! (করযোড় করিয়া) হে ...নাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন পাপ মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করেছেন? আপনার ... আজ্ঞা?

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় ...কণে পাপ মায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কন্যাকে ...ন করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন ...ৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়! এখনও যদি পার, তবে ...গান্ধারাধিপতির দুহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ...পার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা নাই; ...ধান হও!

(অন্তর্দ্ধান)

অক। ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয়! ...লেন না?

মন্ত্রী। ভগবতি! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্ছে ...মুখে কথা সরে না। এ কি বিভীষিকা! উঃ! দাঁড়াতে পাচ্ছি না! এখন আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই।

অক। মন্ত্রিবর! সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়।

মন্ত্রী। ভগবতি! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুপ্ত থাকবে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই। মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল তাঁর এই বেশ ছিল! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই। ভরসা করি, আপনিও অদ্য সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে পদার্পণ করবেন।

অক। তা অবশ্যই যাবো।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অক। (স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুনতে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব কথা শুনলে, হয়ত সে সহসা আত্মহত্যা কত্তে পারে! যদি সে আপন ঈপ্সিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমাকাঙ্ক্ষী জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়!

(সুনন্দার সহিত সুচারু ও উজ্জ্বল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ)

অক। এস বৎসে! তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ?

ইন্দু। আজ্ঞে হাঁ, এক প্রকার সুস্থ হয়েছি।

অক। (অপ্রসন্ন হইয়া) বৎসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নূতন মহারাজকে ভাল বাস কি না?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

সুনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন?

ইন্দু। (জনান্তিকে সুনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই?

সুনন্দা। কেন? লজ্জা থাকবে না কেন? যদি তুমি এ মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি? তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নন। তাতে আবার পরম সুপুরুষ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি? আর এই

ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অনুচিত।

অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাত্তো, তবে নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো। কিন্তু সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে অযোধ্যার রাজসিংহাসন-অলঙ্কৃত করেছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেখ বাছা ইন্দুমতি! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

অরু। (সহাস্য বদনে) লোকে বলে, "নীরবতা অনেক প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর।" তা বৎসে! তোমার মনের কথা এখন আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম।

সুনন্দা। ভগবতি! আপনি কি না বুঝতে পারেন? প্রিয় সখী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েচেন।

অরু। যা হোক বৎসে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান কর। রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, "কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।"

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে) যে আজ্ঞা জননি!

অরু। অদ্য কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্যময়, তোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল; তা হলে পথে নির্ব্বিঘ্নে যেতে পারবে।

সুনন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য ভগবতি! তবে চলুন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে রাজোদ্যান;—দূরে দেবালয়;—
আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

(শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! ঐ যে দূরে পর্ব্বত দেখচেন, ও যেমন অটল, ভগবতী অরুন্ধতীর কথাও তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, যদিও—অজানত খাদ্যদ্রব্য,—যদিও সে খাদ্য-দ্রব্য দেবদুর্লভ হয়, তবুও ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছা করে না।—সর্ব্ববিষয়ে মানব-মনের সেই গতি। কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি?—তা হলে আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম! তা এরূপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস)

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন কেন?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির দুহিতা,—যদিও তিনি গান্ধাররাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরূপা নন, তবুও সর্ব্বথা মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্ম্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। সুতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, গান্ধার রাজ্য এক প্রকার লণ্ডভণ্ড। আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন না, চপলা লক্ষ্মী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত

হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নির্বিঘ্নে সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তথাপি যে চঞ্চলা, শুণবান্‌কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে সংঘাত জ্ঞানে তার দিকে দৃক্‌পাত করে না, মহদ্বংশসম্ভূত জনকে সর্প জ্ঞানে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শূরসত্তমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে, আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষ্মী যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অংশাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর প্রবীণ বান্ধবমণ্ডলী বিদ্যমান; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিৎ রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন, বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এঁরা সকলে আর অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্ব্বাণ হয় নাই।

শশি। তা গান্ধারদেশের বর্ত্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি?

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নূতন এক তেজস্বী শত্রুকে যেন রণস্থলবর্ত্তী দেখবেন। সুতরাং তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদন্তহীন অহিস্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি। মন্ত্রিবর! এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ শুনুন,—কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্চে।

(নেপথ্যে পদধ্বনি, নূপুরধ্বনি ও গীত;—
সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন।

[প্রস্থান।

শশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চি না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন, সুবর্ণ মৃগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস। হায়! হায়! আমাদের কি হলো!

(রোদন)

কাঞ্চন। সখি! শান্ত হও! এ কি ক্রন্দনের সময়? তোমার ও পদ্মচক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাববে? ঐ শোনো,—আহা! কি চমৎকার গীত।

(নেপথ্যে গীত;—পূর্ণচন্দ্র বর্ণন)

শশি। সখি! আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে এ সমারোহে সম্মত হয়েছিলেম, তখন আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে, এখন আহ্লাদ আমোদ কত্তে পারি? না দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্ত্তা কইতে পারি? তা চলো, —যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না দেখালে, অবশ্যই লোকে অযশ করবে। ঐ যে দাদা আর মন্ত্রিবর এ দিকে আসচেন!—বা বল সখি! ইন্দুমতীই হোন, কি সুরনারীই হোন, এমন কার্ত্তিকেয়কে দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

চলো সখি! আমরা এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অন্যত্র চলে যায়;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি দুর্দ্দশা ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে। তা চলো আমরা যাই।

রাজা। শশি! একটু দাঁড়াও, কোন বিশেষ একটি কথা আছে।

শশি। দাদা! বলুন, আপনার কি আজ্ঞা।

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) স্ফটিক, আর হীরা! পিত্তল, আর সুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের বুদ্ধির হ্রাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটচে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজপিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কত্তো। পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা, এখন আপনি; অতএব ঠাকুর-দাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কত্তে পারেন। আমি কেবল আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,—

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি)

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি না।

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝ্‌তে পারেন।

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অনুচিত। চলুন, আমরা উদ্যানের ঐ কোণে গুপ্ত-ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতীমণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সম্ভোগ-পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীন-ধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে।

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি)

মন্ত্রী। উঃ! এ যে রাজা দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী! তা আপনি যান রাজকুমারি! আর দেখ কাঞ্চনমালা। যদি তুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সম্বাদ দিও।

কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই! এসো সখি, আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) সূর্য্যকিরণে গভীর নদীর জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাসলেন, কিন্তু হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি! ভগবতী অরুন্ধতীর আশীর্ব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়ংকালে সে অপূর্ব্ব রূপসীর পুনর্দ্দর্শন পাবেন।

[উভয়ের উদ্যানকোণাভিমুখে গমনোদ্যম।

(রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ)

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েচে!

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁখি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা। দেখলে শশিকলা? আমি ত বলে-ছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কোথায়?

শশি। তিনি ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান বশিষ্ঠ আর রাজপুরোহিত ধর্ম্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

(নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)

বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাঙ্গপ্রায়। তা এ সময় আমার ওস্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

(নেপথ্যে গীত ;—ব্রতসাঙ্গ-বিষয়ক)

(রাজা ও মন্ত্রীর উদ্যান-কোণাভিমুখে গমন)

রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি?

মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজের রাজাদিগের সহিত পরিণীতা হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা। ধিক্ মন্ত্রিবর! ভেবেছিলেম, আপনি সুনীতিজ্ঞ। তা এই কি নীতিজ্ঞান? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন? মহা-ভারতে কি আছে? গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হন। আর তাঁর কন্যা দুঃশলা, আমাদিগের পূর্ব্বমাতা।

কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা অজরথের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন; আমরা তাঁরি সন্তান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু—

রাজা। আঃ—তবু, তবু, তথাচ, তথাচ, কিন্তু, কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে। আর কোনো শব্দই নাই। বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচ্চেন না কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে। তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও দুঃখ নাই।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন। (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে? (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

শশি। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভগবতি! এঁদের দুজনের পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

[ইন্দুমতীকে লইয়া অরুন্ধতী, শশিকলা, সুনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—

রাজা। (সংজ্ঞালাভানন্তর) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গর্হিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কত্তেম না। আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে আরও মগ্ন করবার জন্তে এ ভাণ কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আনুন। আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে! নচুবা আমি ধর্ম কর্ম সকলই বিস্মৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভয় কম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত দেখচি! আর ও কি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী। আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস্ না কেন? (পুনর্মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। এই ত সর্ব্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে! হায়! হায়! পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, মৃণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চৈঃস্বরে) ভগবতী অরুন্ধতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র আসুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুলতিলক! হে নররাজ! তুমি কি প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিস্মৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্ত আমাকে এ পাপময় সংসারে রেখে গিয়েচেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? হে নরশার্দ্দূল! মধ্যাহ্নে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে—তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

(বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

অরু। (সবিস্ময়ে) এ কি মন্ত্রিবর! এ কি!

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃদু রোদন)

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি!—রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েচে!

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

(রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ)

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে যান! আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন! আমিও অপবিত্র। কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য! আপনারাও এখন আর পবিত্র নন। কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন।

অরু। বৎস! শান্ত হও; শান্ত হও! এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত?

রাজা। ভগবতি! আপনারা যান!

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে? (উচ্চৈঃস্বরে) রামদাস!

(নেপথ্যে)—ভগবতী!

অরু। শীঘ্র শান্তিজল আনয়ন কর।

(শান্তিজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ)

অরু। (শান্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বৎস! যেমন নিশানাথ, রাহু গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্ব্বার ভগবতী বসুমতীকে সহাস্যবদনা করেন, তুমিও তাই কর।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভগবতি! অভিবাদন করি, আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎস! এখন ত সুস্থ হয়েছ?

মন্ত্রী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন না! পূর্ব্বে "চিরজীবী হও! চিরসুখী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!" এই সকল কথা আশীর্ব্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন না! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার কোন সন্দেহ নাই। অমঙ্গল সূচনার পূর্ব্ব সূত্রে এই এই লক্ষণ।

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ জীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম!

অরু। কেন বৎস! স্বপ্ন কেন?

রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনর্জ্জীবিত হবো। কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখলেম, —যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের মনোরঞ্জ জন্মান, এও সেইরূপ হলো?

অরু। বৎস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্নী শশিকলার সহিত এই অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি হয়েছে।

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) তবে দেবি! আমি কি তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না?

অরু। বৎস! তা হতে পারে;—কিন্তু, তিনি কুলবালা;—আর কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না! তিনি যে সহসা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো; সমাগত কুলকন্যারা এই উদ্যানে বিহারার্থে আসবে, তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর। আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

[মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি! [প্রস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর;—

শশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমনা হন, তবে কে রক্ষা করবে?

অরু। বৎসে! আমি যে শান্তিজলে ওঁর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? এর উদাহরণস্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।

শশি। জননি! আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু। বৎসে! সাংসারিক সুখভোগে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কর্ত্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকলেম।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি!—(করযোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় সখী বলি, এ আমার অনুচিত কর্ম্ম। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজতনয়া সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসীকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে।

ইন্দু। (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়ম্বদে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহুবলেন্দ্র ভ্রাতার রাজ্যে আমাদের বসতি।

শশি। প্রিয় সখি! ও সকল কথা বিস্মৃত হও। এ বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণচন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত করেছে। আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,

—তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকর্ম বিস্মৃত হবে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে। তা প্রিয় সখি! এ সুখে কি আমাদের বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,—একটি গীত গাও।

ইন্দু। সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ!—অর্দ্ধজীবন্মৃতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়; দাও, তোমার বীণা দাও।

(বীণাগ্রহণপূর্ব্বক গীত)

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! (অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি কি বলেন?

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! এরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে পারো?

ইন্দু। সখি!—তুমি দেখছি এক জন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি?

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই অনুকূল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে? তা এসো, তুমি আমার ভগিনী হও!

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই জ্বালা দেবে বুঝি?

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।

(কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্ব্বক মালা জপ)

প্রভো! তোমারি ইচ্ছা! সুবর্ণ প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্ব্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখিতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ! প্রভো! তুমিই দয়াময়!

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু। কি প্রার্থনা প্রিয় সখি?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্ম্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কর্ম্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্থে, এক ব্রতারম্ভ করেছি।

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে কর।—(উচ্চৈঃস্বরে অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ দিকে পদার্পণ করুন।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

শশি। ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর্ম্ম সম্পন্ন হবে না।

অরু। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎসে! এ কি সত্য?

ইন্দু। (ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করণ)

শশি। আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রিয় সখীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই তাঁর মনের বাঞ্ছা।

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প। রাত্রি অধিক হতে লাগ্‌ল; তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও;—আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি! তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চন মালা! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

শশি ও কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো! তুমিই সত্য! মহারোগে মহৌষধই আবশ্যক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অনুচিত কর্ম্ম। যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে, সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে! তা না করলে আর রক্ষা নাই।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) আসুন মন্ত্রিবর! মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

অরু। এখন কি কর্ত্তব্য, তা বলুন দেখি!

মন্ত্রী। দেবি! আমি যেন অকূল সাগরতরঙ্গে পড়েছি! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, আপনি কি বলেন?

অন্ধ। শুনুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্ত্তমান অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জরদেশ আক্রমণ কত্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! এতে কি ফল লাভ হবে?

অন্ধ। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্ম্মাচারী এই কন্যারত্ন ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র জয়কেতুর সহিত এ কন্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষ-পরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধূমকেতুর সহিত শত্রুভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলছি যে, মহারোগে মহৌষধির আবশ্যক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রেয়সাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন?

মন্ত্রী। (চিন্তা করিয়া) দেবি! এ আপনার দৈব বুদ্ধি! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই! তিনিই আপনাকে এ দেবদুর্লভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্ব্বথা অনুমোদন করলেম, কল্য প্রত্যূষেই গুর্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অনুমতি হয় তো বিদায় হই।

অন্ধ। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।

অন্ধ। (সহাস্য বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গুর্জর নগর;—সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির

(রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান)

রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্ম্মাচারী তারা অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয়তো সেনানীও তাই করবেন।

(একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ)

রক্ষক। কে তুমি?

দূত। আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দূত। রাজা-ধিরাজ ধূমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে।

রক্ষক। (দৌবারিকের প্রতি) ওহে দৌবারিক!

দৌবা। কি ভাই!

রক্ষক। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দৌবা। ঐ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন।

(ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ

দূত। মহারাজের জয় হোক!

রাজা-ধূম। আপনি কে?

দূত। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ। সিন্ধুদেশ হতে রাজসমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি।

(পত্র দান)

রাজা-ধূম। (পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—এ কি!

মন্ত্রী। কি মহারাজ?

রাজা-ধূম। পত্র পাঠ করে দেখ।

(মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! উত্তর গো-গৃহে রাজা দুর্য্যোধন যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

সেনানী। বৃত্তান্তটা কি মন্ত্রী মহাশয়?

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

(পত্র প্রদান)

সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে, আর যেমন অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ! এই মুহূর্ত্তেই ইন্দুমতীকে সিন্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিন্ধুদেশে যাই। যদি সিন্ধুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত হবে।

রাজা-ধূম। ভীমসিংহ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাকগে। মন্ত্রি! দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্য্যার সুবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর—রাজমন্দির

মন্ত্রী। (আসীন—স্বগত) অদ্য প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্কন্ধেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু জীবনের অপরাহ্ন-কালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অদ্য আমি মুমূর্ষু প্রায়। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূ* যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মান সহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুন্ধতী আর আমি, আমরা দুজনে যে কর্ম্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিঘ্ন বিপত্তি না হয়! এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর না কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধূমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বলবো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না।

অরু। কি সর্ব্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহদ্ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি! [মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে!

(রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) অজয়! তুমি কি বৎস, সম্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তুক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন?—সিন্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক

স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ সকল বৃথা।

অক্ষ। তবুও বৎস! এই বৃথা দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও!

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু, আমি এত দুর্ব্বল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অক্ষ। (স্বগত) এক বৎসর পূর্ব্বে এর শারীরিক কাঞ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্ত্তন! (প্রকাশ্যে) রামদাস!

রাম। (নেপথ্যে) ভগবতি!

অক্ষ। আমার ঔষধের কৌটা শীঘ্র আনো।

(কৌটা লইয়া রামদাসের প্রবেশ।)

অক্ষ। (কৌটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক) গুরু শুক্রাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শূন্য দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্ত্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শূন্য দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্ব্বল দেহকে সম্যক সবল করে।

রাজা। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্য! (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উদ্যোগ করুন!

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মন! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অক্ষ। শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিষয়ে এত অধৈর্য্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্তাবৎ বিষয়ে বিহিত বিবেচনা করো। তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা অদ্য এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মাতৃবর্গ ও নগরস্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব।

রাজা। যে আজ্ঞা জননি!

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আবার!—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্ব্বে কি ফল? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানিতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে ঘৃণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর কুটীরকে সুখ-সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে ঐশ্বর্য্যই সুখ;—কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! সূর্য্যের প্রখর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জানা যায় যে, যে আমার জীবনার্দ্ধ,—যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে ভোগ করবো, তা হলে কি সুখ! যাই এখন, সং সাজিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর;—রাজসভা।

(কতিপয় নাগরিক আসীন)

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজ-সভায় আসচেন, এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসান্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল?

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্‌টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্ত্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহসম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

তৃ-না। মহাশয়! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

প্র-না। (সহাস্য বদনে) তা না করলে, তোমার ন্যায় বিদ্যারত্ন কি এ নগরে পাওয়া যেত?

তৃ-না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল যুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্ব্বনাশের মূল। সত্যযুগে দুঃশাসন, দ্রোপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দ্বাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।

প্র-না। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার টোলে বিদ্যাভ্যাস করেছেন! পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে।

দ্বি-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি) তা না হলে আর এত অগাধ বিদ্যা!—কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন! বিদ্যাবিষয়ের গণ্ডগোল খুব; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত্ত! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা!—কিম্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়!

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

তৃ-না। (স-উল্লাসে) ঐ শুনুন। কালিদাস বলেচেন যে, সূর্য্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না। ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই?

তৃ-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্ঘ্য রাঘবে হবে। তাতে যদি না হয়, তবে—তবে—শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত?

তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না "কাব্যেষু—মাঘ" "কবি কালিদাস, অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, এখানে "তস্য" শব্দটি উহ্য আছে।

প্র-না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম "মাঘ" হলো কেন?

তৃ-না। মহাশয়! অথর্ব্ববেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওঁর এক নাম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

দ্বি-না। মহাশয়! ঐ শুনুন, মহারাজ আগত-প্রায়।

(নেপথ্যে বন্দীর গীত)

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া) শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সর্ব্বক্ষণ সচিন্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দূত ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। আমি অতিশয় দুর্ব্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যক।

মন্ত্রী। আয়ুষ্মন্! আপনি দীর্ঘজীবী ও চির-বিজয়ী হউন। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুমি কি দুরন্ত রাহুকে এরূপ সুবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে সুবর্ণকান্তি এখন কোথা?

তৃ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে;—তস্মিন্ন দৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সংকামী, নীত্বা মাসান্ কনক বলয় ভ্রংস রিক্ত প্রকোর্ষ্য, এ স্থলে কোলাহল ভট্টনাথের টীকা অতীব মনরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো!

(বৈদেশিক দূতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধি-পতির দূত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। দূতবর, প্রণাম করি! আসন গ্রহণ করুন।

দূত। মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্ত্তী পরন্তপ রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে সিক্ত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষম প্রগল্‌ভতা?

দূত। (করযোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্‌ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রেরিত মাত্র। যা হোক্, অদ্য আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।—এক্ষণে বিদায় হও।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূমকেতুর দূত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের ন্যায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্ব্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জ্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজর্ষিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) ভাল, দূতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন?

দূত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোষযুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) কেমন হে মন্ত্রিবর! আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, ভাগ্যে কি আছে। আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে ভুবনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, অন্যদের ন্যায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্‌ভ্য প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অদ্য অপরাহ্নে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

রাজা। এখন সভা ভঙ্গ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

(দূরে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

[রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে পর্ব্বততলে উদ্যান;—কিঞ্চিদ্দূরে সিন্ধু নগর; অদূরে অরুন্ধতীর আশ্রম।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসীনা)

ইন্দু। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী?

সুন। সখি! তাও কি কখনো হয়? তপস্বিনীরা সহজেই দেবনারীসদৃশী—স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন?

সুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ করছেন? আর দুরাচার ধূমকেতু,—বিধাতা তাকে নির্ব্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্ত্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ করবে!

ইন্দু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—তুই বলিস্ কি?

সুন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যবাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন। যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার তারার দশা ঘটতো! বালীর পরে সুগ্রীবকে বরণ করতে হত!

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা! দূর হ! যত দিন খড়্গো মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন বিষস্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শূন্যে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের করাল করস্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, ততদিন আমার বংশীয় রমণীগণের এরূপ কলঙ্কঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশঙ্কা নাই। তা এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে দিলে?

সুন। আজ অপরাহ্ণে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্ম্মানুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুখে শুনেছি।

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন?

সুন। তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশঃ শান্ত হচ্ছেন।

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না!

সুন। সখি! তুমি কি বলছো?

ইন্দু। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিন্ধুনদ, কলকলধ্বনিতে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্ থর্ করে কাঁপছেন?

সুন। সখি! এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু। (গাত্রোত্থান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বজীব সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হবো কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না একজন বৃদ্ধ পুরুষ?

সুন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর এক অতীব সুপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে দুরাচার দানবের উপবেশন! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার সতীন্ হোস্। হা! হা! হা!

সুন। ছি সখি! তুমি সহসা এমন হলে কেন?

ইন্দু। দেখিস্ সখি! সিন্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ ক্ষণে বণিক-বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে যাচ্চে!

সুন। (সভয়ে) এ কি সর্ব্বনাশ! প্রিয় সখী কি উন্মত্তা হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেম! ঐ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন।

(অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন)

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু সিংহের শিবিরে গুর্জ্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয় সখি! দুটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে যাবে। (রোদন)

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! আমার জন্যে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্পকালের সুখলোভে কেন চিরকলঙ্কিনী হবো? তবে তোমার

দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন ঐ মায়া-কাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাদা অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ সুবচনীর মুখ থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুষ্ক সরোবরের ন্যায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন তোমার সেবা করি।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়! আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ হবে না!

(এক পার্শ্বে সুনন্দা ও অরুন্ধতী)

সুন। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার প্রিয় সখী, এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না! এ কি?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বৎসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

সুন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু। ঐ!—ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে সৃজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো! বুঝতে পারলে ত? দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল!

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও-পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না! (রোদন)

অরু। বৎসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানবমনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি?

(অগ্রসর হইয়া)

বৎসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দাও! তোমার প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অনুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভস্মসাৎ হবে! আর এই প্রাচীন জগৎ-বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার ন্যায় ভূতলে পতিত হবে! বৎসে! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজ-শোণিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে আপন রাজকুললক্ষ্মীকে বলি প্রদান করেছিলেন; আর তোমাকেও বৎসে! তারা ভর্ৎসনা করবে। কিছুকালের সুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বৃষকাষ্ঠের স্বরূপ কলঙ্কস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনায় আমি এ শুভকর্ম্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শান্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছুমাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু। বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আমার দৃষ্টি বর্ত্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রণ-রাক্ষসের হুহুঙ্কারধ্বনিতে, এ সিন্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তস্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃ-পিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রের বিভব সুখসম্ভোগ করবে।

ইন্দু। দেবি! ও আশীর্ব্বাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিন্ধুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহারে

মায়া-কাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীর ন্যায় না লয়ে যায়।

অরু। এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম্ম করে?

ইন্দু। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব।

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন চিরকালের জন্য বিদায় করো। (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয় সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না! (রোদন)

ইন্দু। তোমাকে এত ভালবাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয় সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? (সুনন্দার প্রতি) তুমিও কি চল্লে? (রোদন)

সুন। রাজনন্দিনি! যেখানে কায়া, সেই-খানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়?

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না।

ইন্দু। সখি। যদি এ মর্ত্ত্যভূমির কোন কথা কখন উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্ব্বত, ঐ নদ, আর ঐ নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শান্তভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস!

নেপথ্যে। ভগবতি!

অরু। দেখ বৎস!

(রামদাসের প্রবেশ)

ইন্দুমতী যে, এরূপ শান্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে। তুমি জানো বৎস! ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাতের পূর্ব্বে জগৎ নিতান্ত শান্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি উন্মাদিনী হলো! (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মূঢ়তা মাত্র, ক্ষুধার্ত্ত হস্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণলতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুবর শ্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা। বিধাতা কি জন্যেই বা এই স্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! আমি মানবী মাত্র। তোমরা বৎস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহাদেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শক্রদলগুলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আমাদের সাধ্যানু-সারে এ কর্ম্মে কোনই ত্রুটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ)

ইন্দু। (স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল! এ যে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন! এই কি প্রেম? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো! যিনি ত্রিজগতের মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর, তা কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রভাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয়! (করযোড় করিয়া) প্রভো! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে এক জন! (রোদন)

(বেগে সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। সখি! এ কি? তুমি এ সময়ে এখানে কেন? আর তুমি কাঁদচো কেন? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাওনি কেন?

ইন্দু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙ্‌তে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের সুখ আমি কেন নষ্ট করবো?

সুন। (সচকিতে) কি বল্লে সখি? তোমার পক্ষে আর সুখভোগ নাই? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে?

ইন্দু। হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

সুন। সখি! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল।

ইন্দু। আমার মনের কথা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।

সুন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েচে?

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুনলে তোমার মন হয়ত তার তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠবে।

সুন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ! (রোদন)

নেপথ্যে। (শিবস্তুতি পাঠ)

ইন্দু। ও কি ও?

সুন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিষ্যেরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ঝিল্লী, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? দুই প্রহর সময়ে আজ আমাদিগকে মায়া-কাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে;—চল সখি চল।

ইন্দু। হে সিন্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক সুখসম্ভোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্ব্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না। কেন না, অতি অল্পকাল-মধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্ব্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন। আমি প্রণাম করি।

সুন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও রাজবংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয় কন্যা; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচ্ছা,—তা দেখবো।—চল সখি, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরুন্ধতীর আশ্রম;—মলিনমুখে অরুন্ধতী আসীনা।

(রামদাসের প্রবেশ)

অরু। বৎস! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো?

রাম। ভগবতি! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের ন্যায় শ্রবণ করলেন। একটিও ফুল পড়লো না।

অরু। তবেই ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তা তুমি বৎস! এখন কুটীরে যাও। ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে। আহা! কি রূপের ছটা! সিংহবাহিনী! কি স্বয়ং ইন্দিরা? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো?

[রামদাসের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,—গান্ধার দেশে গমন করবো—এই বলে আপাততঃ মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই। প্রভো! তোমার ইচ্ছা।

(সুনন্দার সহিত অতীব উজ্জ্বলবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে বিদায় হতে এসেছি!

অরু। কেন বৎসে! চিরকালের জন্যে কেন? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম করে

শেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো।

ইন্দু। ভগবতি! আমার কপালে কি সে সুখ আছে? (রোদন)

অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বৎসে! এ কি ক্রন্দনের সময়? শূলী শম্ভুনাথ, তোমার সঙ্গে সর্ব্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিত্তে পূজা করলে, তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে।

ইন্দু। (নীরবে রোদন)

অরু। আবার বৎসে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই।

ইন্দু। দেবি! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—সে দিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন—(পদ ধারণ করিয়া) জননি! আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কন্যা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে সূর্য্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অসি একেবারে নিষ্কোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস-দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল দুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভুভক্ত অনুচর, আর আমাদের দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন! তা দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আনুকূল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্য ছেদন করলে! এই যে সুনন্দা আমার প্রিয় সখী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, তা বলা দুষ্কর।

সুন। ওঃ!—সখি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ!—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল! আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তাঁর স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। (রোদন)

অরু। (নীরবে গাত্রোত্থান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই কি আমায় কাঁদালি? তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু। দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

সুন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে।—আমরা যুবতী রমণী, সহজেই চিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জ্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম্ম করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বৎসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) বৎসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমনা হলে কেন? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না?—তুমি শান্ত হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ-কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শান্তাশ্রমে জীবন-যৌবন দেবসেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু, সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়া-কানন অতি নিকট নয়।

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করবার অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চুম্বন করবার সময় পাব। আজ এ সিন্ধুনগরের বিজয়া দশমী,—যাও, সাবধানে থেকো, যাও।

[ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর সহিত প্রস্থান।

অরু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট! তা নইলে ওর চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জ্বল হ'য়ে আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাদ্য)

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতময় পথ—সম্মুখে মায়া-কানন, পশ্চাৎ সিন্ধুনগর।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

ইন্দু। সখি! ঐ না সেই মায়া-কানন?

সুন। আজ্ঞা হাঁ।

ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়া-কাননের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

সুন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমি সেদিন আমায় যত সুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলাম।

ইন্দু। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই। তা যা হোক, দেখ সখি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ব্বতশ্রেণী কত দূর চলে গেছে! পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব অনুরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতেম! আর দক্ষিণে দেখ সিন্ধুনদী কি অপূর্ব্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর মধ্যে মধ্যে এত অম্লান দূর্ব্বা দেখা যেত না। ও মায়া-কাননে যাবার কি আর পথ আছে?

সুন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয়ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনাদনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না। এটি বিজন পথ! হয়ত এখানে বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে।

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত ঐ মায়া-কানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা।

সুন। বল কি রাজনন্দিনি? তুমি পাগল হয়েছ না কি? আমি তোমায় না হয় তো প্রায় সহস্রবার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয় যাবি?

সুন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে? চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায়? তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন? বালাই, তোমার শত্রু যমালয়ে যাক! তোমার এখন তরুণ যৌবন।

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন? তবে আয়, জয়কেতুর দূতই হউক, বা ধূমকেতুর দূতই হউক, অথবা যমরাজের দূতই হউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই হবে।

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু। ওলো! ও দৈববাণী! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক্ হবি।

সুন। সখি! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে আরম্ভ করেছ কেন? আমি কি এখন আর তোমার সে সুনন্দা নই?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্তে পারলে, সকলই বিস্মৃতির গ্রাসে পড়বে।

সুন। সখি! তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

ইন্দু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন! এত অধৈর্য্য হলি কেন?

সুন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে, রাত্রে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্য মুখে) সখি! দুর্য্যোধনের ন্যায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধূমকেতু, দেশ-দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম; আর

একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্যত্রও তাই। আয়, আমরা ঐ বনে যাই।

(উভয়ের মায়া-কাননে প্রবেশ)

আহা! সখি দেখ, দুই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফল। সেই বায়ু,—সেই সুগন্ধ। আর দেবীও সেই মূর্ত্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই দুই বৎসরে কত না কি সহ্য করেছি।—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মনুষ্যের এ দুর্দ্দশা কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্ব্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো!

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইন্দু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্রধ্বনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা। (সুনন্দার গলা ধরিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর কাছে করেছি, তা মার্জ্জনা করিস্!

সুন। সখি! এ সব কথা তুমি কচ্চো কেন?

(নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাদ্য)

সুন। (সচকিতে) বোধ করি, মহারাজ আসচেন।

ইন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সুখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সুখাদ্য অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের শান্তিস্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রখর যাতনার শমতা হয়, তবেই সান্ত্বনা হবে, নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দগ্ধ হতে হবে! (প্রকাশ্যে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জ্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

(নেপথ্যে নিকটে রণ-বাদ্য)

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জ্জনা করবেন! এত দুঃখ আর সয় না! (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন)

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয় সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রটিকে এরূপে ভূতলে পাতিত করলেন? (আকাশে মুহু বজ্রধ্বনি ও পাষাণময়ী মূর্ত্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সখি! তুমি কি যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভুললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিস্মৃত হলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া) সখি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন সুখ আছে? তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি! আলোকময় রাজভবন, কি রশ্মিশূন্য যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হলো! সখি! দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

(রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধূমকেতুর দূত, অরুন্ধতী, রামদাস ও কতিপয় সখীর প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! সুনন্দা! এ কর্ম্ম কে করলে?

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কর্ম্ম করেছেন।

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু। (সজল নয়নে) সুনন্দা। বৎসে! তোমার এ অবস্থা কেন?

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি? আমি বিষ খেয়েছি!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি!

অরু। রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কৌটা আনো।

রাম। দেবি! তা ত আমি সঙ্গে ক'রে আনি নি।

অরু। কি সর্ব্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর।

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! স্বয়ং ধন্বন্তরিও আর আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন যে, "যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে ওঁকে বলিস, যদি ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জ্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের দ্রব্য নয়।" ঐ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্যে আমাকে সঙ্কেতে ডাকছেন। প্রিয় সখি! একটু দাঁড়াও, এই আমি যাচ্চি! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়! আ—শী—র্ব্বা—দ—ক—রু—ন—আ—মি—যা—ই!

(ভূতলে পতন ও মৃত্যু)

রাজা। (স্বগত) পুনর্জ্জন্ম! শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে সত্য; কিন্তু এ পুনর্জ্জন্মে কি পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জ্জন্ম বৃথা। যা হোক, পুনর্জ্জন্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে যমদূত! তুই যে রক্তস্রোত আজ পান করেছিস, সেরূপ রক্তস্রোত আর কি এ ভূমণ্ডলে আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি! (সিন্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি! আজ দুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রাসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্ব্বে আপন দুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর। হে সিন্ধুনদ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব-বীণাধ্বনিস্বরূপ সুমধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর! মন্ত্রিবর! দেবী অরুন্ধতী! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই। তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশিকলাকে দান করলেম। ওর সন্তান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি?

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজ! করেন কি? করেন কি?

রাজা। মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না। আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো না। এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা এক দণ্ডও এখানে কালাতিপাত করি। আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়-তুল্যও নয়? হা ধিক! হে জগদীশ্বর! যদিও পাপকর্ম্ম হয়, তবু মার্জ্জনা কর! (আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন)

সকলে। অ্যাঁ! অ্যাঁ! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। (অতীব মৃদুস্বরে) শশিকলা! একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো!

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান)

রাজা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) সুখে রাজ্য কর, —আর দেখ যেন পিতৃ-পিতামহের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়।

(রাজার মৃত্যু)

শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে ছেড়ে গেলে? আমি যার মুখ কখনো দেখি নি? তুমি আমাকে

প্রতিপালন করেছিলে। তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় করতো, সে আঁখি কি চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা কি এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে আছে বল দেখি? দাদা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ সকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায়? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

অজ। (সজল নয়নে) বৎসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার সৃষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্ব্বতোভাবে সুখী নয়। দুঃখের শক্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই সুখী, যে ধৈর্য্যরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে, শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের সুবর্ণদীপ—নির্ব্বাণ হতে দেখবো! হা রাজরাজেন্দ্র! এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত? ও রাজকান্তি কেন আজ ধূলায় ধূসর! (রোদন)

(ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাসের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি—এ কি—কি সর্ব্বনাশ!

ঋষ্য। অহো! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে, দুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার সাধ্য! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হয়ে গেছে! হায়! বিজো! এই বিপুল রাজকুলের এতদিনে মূলোচ্ছেদ হলো? ভুবনমোহিনী ইন্দিরা! তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জল-পিণ্ডের লোপ হোলো! হায়! রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বসুন্ধরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার ন্যায়, অপর সৌভাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রতিদেবি! তুমি কি কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে?

মন্ত্রী। (ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবন্! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনা-বলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি শয্যা নির্দ্দিষ্ট দেখচ, (সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা এই প্রাচীন রাজবংশের পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অদ্য তাঁর শাপ অন্ত হলো।

মন্ত্রী। দেব! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তরে এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি! পূর্ব্বকালে এই মহদ্বংশে অনঙ্গ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্যা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে, রতি-দেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন যে, যতকাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, ততকাল তোকে এই ঘোর মায়া-কাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দুনিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন,—দয়াময়ি! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয়? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কন্যার সুবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করবেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়া-কাননে সমুপস্থিত হবে।

(সহসা ভূমিকম্প ও অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ)

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন?

দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে) হে সিন্ধুদেশবাসি-গণ! অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত

কুমার কুমারীকে দেখচ, এঁরা পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্য ইঁহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিন' শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্ব্বক বর্ত্তমান গান্ধারাধিপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল; এখন এঁদের তিনজনের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর।

(নেপথ্যে মৃতবাদ্য)

মন্ত্রী। (ধূমকেতুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে পারে? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্ত্তব্য?

দূত। তার আবশ্যক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, তখন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী। মহাশয়। তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হলো। আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। (অরুন্ধতীর প্রতি) আপনি রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! এ রাজপুরী অদ্য শ্মশানস্বরূপ হয়েচে! ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য। এ পাপ মায়া-কানন যতদিন থাকবে, ততদিন সকলেই এ বিষম দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক মায়া-কানন!!

যবনিকা-পতন।

—

—পরিচয়—

রচনা—য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন অভাবের তাড়নায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিতে চেষ্টা করেন, গদ্যকাব্য 'হেক্‌টর-বধ' তাহার অন্যতম। ইহা গ্রীক্ মহাকবি হোমরের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ। মধুসূদন রচনাটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

রচনাকাল :—অনুমান ১৮৬৭ খৃঃ।

প্রকাশ—১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ, মুদ্রণকালে মধুসূদনের প্রায় শেষ অবস্থা। ইহা মধুসূদনের জীবিত কালে মুদ্রিত শেষ গ্রন্থ।

——

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সমরাতিপাতার্থে উরূপা * খণ্ডের ভগবান্ কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ঈলিয়াস্ নামক কাব্য সদা-সর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ডভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি ৪ চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই না যে ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে); সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এত দিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্তাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটী মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্-রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি-শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। † আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এত দূর অনুরাগ যে, তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে যে, আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত এবং সে পরিশ্রমও যে সর্ব্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর-বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

৬নং লাউডন্ ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী।
ইং সন ১৮৭১ সাল। }

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত।

---

* এই শব্দটি ভ্রান্তিবশতঃ এক স্থলে 'ইউরোপ' লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'Europe' লেখা যায় না। 'Eu' সদৃশ যুগ্ম স্বর আমাদের নাই। 'EUROPA' উরূপা।

† "Hic omnes sine dublo, et in omni genezi eloquentiæ, procul a se reliquit."—QUINTILIAN.

See also—

Aristot; de Poetic.—Cap. 24.

নামাবলী

বাঙ্গালা।	লাতীন।	ইংরাজী।
জ্যুস।	Jupiter.	Jove.
প্রিয়াম্।	Priamus.	Priam.
অপ্রোদীতী।	Venus.	Venus.
হীরী।	Juno.	Juno.
আথেনী।	Minerva.	Minerva.
ক্রুষা।	Chriseis.	Chriseis.
ব্রীযীশা।	Briseis.	Briseis.
অদিস্যুস।	Ulyssess.	Ulyssess.
স্কন্দর।	Paris.	Paris.
ঈরীষা।	Iris.	Iris.
লদ্বিকা।	Laodicea.	Laodicea
অত্রী।	Æthra.	Æthra.
ক্লিমেনী।	Clymene.	Clymene.
পণ্ডর্ষ।	Pandarus,	Pandarus.
আরেশ।	Mars.	Mars.
সর্পীদন।	Sarpedon.	Sarpedon.
পশেদন।	Neptune.	Neptune.
আয়াস।	Ajax.	Ajax.

হেকটর-বধ

অথবা

হোমেরের ঈলিয়াস্‌নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ।

উপক্রমণিকা।

(১)

পূর্ব্বকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্ লীড়া নাম্নী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। একটি অণ্ড হইতে দুইটী সন্তান জন্মে; অপরটী হইতে হেলেনী নাম্নী একটী পরমাসুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটী সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতি-প্রযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কণ্বঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিন দিন প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাজের এ কন্যারত্ন-লাভ-লোভে লাকীডীমন্ রাজনগরে সর্ব্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

হেলেনী মানিল্যুস্ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারেরা! যখন আমার কন্যা স্বেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা জ্যুস্‌কে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন যে, যদি কস্মিন্‌কালে এই নব বর বধূর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(২)

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূর্ব্বকালে সেই ভাগে ঈল্যুম অথবা ট্রয় নামে এক মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসত্ত্বাবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি এমত এক অলাত প্রসবিলেন, যে তদ্দ্বারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাৎ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করিয়া মহাবিষাদে রোদনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিদুর প্রভৃতি কুরুকুল-রাজমন্ত্রীর ন্যায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সন্তানটীকে ভবিষ্যদ্বিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটীর প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সন্নিধানস্থ ঈডানামক এক পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। কোন এক মেষপালক ঐ পরিত্যক্ত সন্তানটীকে পরম সুন্দর দেখিয়া আপন বন্ধ্যা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেষ-পালকের স্ত্রী শিশু-সন্তানটীকে পরম যত্নে স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্লভ কার্ত্তিকেয়ের তুল্য রাজপুত্র মেষপালকের গৃহে দিন দিন রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের দ্বন্দ্বপুত্র পুরুর ন্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশু-দিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয় স্বীয় মেষ-পালকে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ঐ ঈডা পর্ব্বত প্রদেশে এনোনী নাম্নী এক ভুবন-মোহিনী সুরকামিনী বসতি করিতেন। সুরবালা রাজকুমারের অনুপম রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া ঐ পর্ব্বতময় প্রদেশে পরমাহ্লাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

(৩)

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ পিল্যুসের থেটীস্ নাম্নী সাগরসম্ভবা এক দেবীর সহিত পরিণয় হয়। থেটীস্ দেবযোনি, সুতরাং তাঁহার বিবাহ-সমারোহে সকল দেব-দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকেতনে আবির্ভূত হয়েন। বিবাদদেবী নাম্নী কলহকারিণী এক দেবকন্যা আহুত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানসে এক অদ্ভুত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটী স্বর্ণফলে, যে রূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটী কথা লিখিয়া দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জ্যুসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলক্ষে বিষম বিবাদ ঘটিয়া উঠিলে, তাহারা ঈডা পর্ব্বতে রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎসন্নিধানে আত্মোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। হীরী কহিলেন, হে যুবক রাজকুমার! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। যদ্যপিও তুমি মেষপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্রাচ আমি ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় তোমাকে প্রোজ্জ্বল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব। আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতুষ্ট করিতে পারিলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। অপ্রোদীতী কহিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি নারী-কুলের পরমোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব। যৌবনমদে উন্মত্ত রাজকুমার স্কন্দর কুক্ষণে ঐ ফলটী অপ্রোদীতী দেবীর হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে গমন করিলেন।

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, হে ছদ্মবেশি! তুমি মেষপালক নও। তুমি ভস্মলুপ্ত বহ্নি। ট্রয় মহানগরের মহারাজ প্রিয়াম্ তোমার পিতা। অতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের উপযুক্ত পরিচর্য্যা যাচ্ঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব।

রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজ-পুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ তাহার অসামান্য রূপ-লাবণ্যে ও বীরাকৃতিতে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইলেন। কাল-নির্ব্বাপিত স্নেহাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজসংসারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিয়দ্দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কন্দর বহুসংখ্যক সাগরযান, নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীডীমন্ নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজা মানিল্যুস্ অতিসম্মান ও সমাদরের সহিত রাজ-তনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছু দিনের পর কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইল। রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন।

দেবী প্রপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কন্দরের প্রতি নিতান্ত অনু-রাগিণী হইয়া পতিব্রতা-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার অনুগামিনী

হইলেন এবং তাঁহার পিতা রাজচূড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন। রাজা মানিল্যাস শূন্য গৃহে পুনরাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

এই দুর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে তদ্দেশীয় রাজাসমূহ পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণপূর্ব্বক সসৈন্যে মানিল্যাসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্গস্ দেশের অধীশ্বর আগেমেম্‌নন্‌কে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ স্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে যুদ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্‌টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল।

যেমন গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী, এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইয়া একস্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটী পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমেরের ঈলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীততরঙ্গময় সিন্ধু পানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাত কাব্যে দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রীকেরা ট্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে এবং তত্রস্থ পূজিত সূর্য্যদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের এক পরমাসুন্দরী কুমারী কন্যাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্য রূপবতী যুবতী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে স্বশিবিরে রাখিতেছেন; এমন সময়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুকুট ও স্বকন্যার মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত হস্তে করিয়া গ্রীকসৈন্যের শিবিরসম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ ও তাঁহার ভ্রাতা মানিল্যাস্ এবং অন্যান্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাসী অমরবৃন্দ তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, তোমরা অতিত্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগর পরাভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন দুহিতার মোচনার্থে বহুমূল্য দ্রব্যজাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর।

গ্রীকসৈন্যেরা পুরোহিতের এবম্বিধ বচনাবলী আকর্ণনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে কহিয়া উঠিল যে, এ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই কন্যাটির নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা আগেমেম্‌ননের মনোনীত হইল না। তিনি মহাক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে কহিলেন,—হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবিরসন্নিধানে তোমাকে আর কখনও দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি তোমার কন্যাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আর্গস্ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে। অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অতিত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদ্দণ্ডে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন এবং মৌনভাবে ও ম্লানবদনে চির-কোলাহলময় সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারিধারায় আর্দ্রবসন হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধনুর্দ্ধর! যদি তুমি আমার নিত্য-নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে দুষ্ট গ্রীকদলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্তুতিবাক্য দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রবিদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লম্বমান তূণীরে শরজাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। গ্রীক্ শিবিরের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন এবং

ধনুষ্টঙ্কারের ভয়াবহ স্বনে শিবিরস্থ লোকসমূহের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল ছিন্ন-ভিন্ন ও হত-আহত হওয়াতে মুহুর্মুহুঃ চারিদিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্নি প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীক্‌সৈন্যেরা নয় দিবস পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত-বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্ নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন, এবং রাজেন্দ্র আগেমেম্‌নন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—এ রাজন্! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদিগের উচিত যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমরা দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদ্বয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজি' হইল। তবে যদ্যপি এ স্থলে কোন্ দেবরহস্যজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন যে, কি কারণে বিভাবসু আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রুর হইয়াছেন, আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রুরতা দূরীভূত হইতে পারে।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেষ্টরের পুত্র মুনীশশ্রেষ্ঠ কাল্‌কষ্, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্! হে দেবপ্রিয়রথি! তোমার কি এই ইচ্ছা যে, রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। কিন্তু তুমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর যে, যদ্যপি আমার কথায় রাজ-হৃদয়ে কোন বিরক্তিভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে।

কাল্‌কষের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্ উত্তরিলেন, হে কালকষ্! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি যে, এ সভায় এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব। অধিক কি বলিব, সৈন্যাধ্যক্ষপদপ্রতিষ্ঠিত রাজা আগেমেম্‌ননেরও এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা বিদিত আছ, মুক্তকণ্ঠে ও অভয়ান্তঃকরণে তাহা প্রচার কর।

এই কথায় কাল্‌কষ্ উত্তর দিলেন, হে বীরবর্! তাম্বর রবিদেব যে নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এত দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বলি, শ্রবণ করুন। যখন তোমরা ক্রুষা নগর লুটিয়াছিলে, তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটী কন্যা অপহরণ করা হইয়াছিল; অপহৃত দ্রব্যজাতের বণ্টনকালে সেই কন্যাটী রাজচক্রবর্ত্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট ও বহুবিধ মহার্ঘ বস্তুসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল যে, এ স্থলস্থ বীরব্যূহ বিভাবসুর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শনমাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্ঘ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা দুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই দুই আশার কোন আশাই ফলবতী হইল না। তন্নিমিত্ত তাহার অর্চ্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্টচিত্ত হইয়া এ সৈন্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ পূজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অস্ত্রাগ্নি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেব-ক্রোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। হে বীরবর! ভগবান্ অমিতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি ত্বরায় জনশূন্য হইবে এবং ঐ দ্রুতগামী সাগরযানসমূহ ও এ সৈন্যদল যে কি কুক্ষণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক।

কালকষের এবম্বিধ বচনবিন্যাস শ্রবণে রাজা আগেমেম্‌নন্ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি কর্কশ বচনে কহিলেন, রে দুষ্ট প্রতারক! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কহিতে জানে না; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় প্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটীকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈন্যদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ

ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে। এ কুমারীটী অতি সুন্দরী এবং আমার সহধর্ম্মিণী রাণী ক্লুতিমিস্তরা অপেক্ষাও আমার সমধিক মনমানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈন্যদলের হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত? কিন্তু, হে বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কন্যারত্নে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটী পারিতোষিক দিতে সযত্ন ও সচেষ্ট হও। কেন না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেষ্বাস আকিলীস্ সাতিশয় রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেম্নন্! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয় এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অন্য কোন পারিতোষিক দিবে? লুটিত দ্রব্যসকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কন্যাটীকে বিযুক্ত করিয়া দিলে এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক, দিতে চেষ্টা পাইবে।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীরপুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এরূপ আস্পর্দ্ধা করিতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ করিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি? হে নির্লজ্জ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কর্ম্ম! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্ কহিলেন, তোমার যদি এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্যেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি না। এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুরুষ আছে, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই। তুমি যাও। রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এই সুকুমারী কুমারীটীকে প্রেরণ করিবার অগ্রে তুমি যে ব্রীষীসা নাম্নী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব। দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার।

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উরুদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! ঐ দেখো, গ্রীক্-সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল। দেবযোনি আকিলীস্ রাজা আগেমেম্ননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্যত হইতেছেন। অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি ত্বরায় আবির্ভূতা হইয়া এ কাল কলহাগ্নি নির্ব্বাণ কর।

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনী গতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্ব্বর! তুই এ কি করিতেছিস? এই কথা শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? রাজা আগেমেম্নন্ যে আমার কতদূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন এবং আমিই বা কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে পারি, তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ?

আয়তলোচনা দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না। দেবী এই কয়েকটী কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুহরে অতি মৃদুস্বরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেম্‌নন্‌কে বহুবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক এক জন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া সুমধুভাবে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! অদ্য গ্রীকদলের উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণের যে কতদূর আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কেন না এই গ্রীক্-দলের মধ্যে, যে দুই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য কলহরত হইলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং তোমাদের পূর্ব্ব দুই পুরুষের মধ্যে, যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় দেবোপম ছিলেন, তাঁহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোধদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেম্‌নন্, রাজ-কুলশ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না যে, এই বীর-পুরুষদলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনান্তর কর। তুমি, আকিলীস্, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমারও উচিত নয় যে, তুমি এ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের দুই জনের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে এ গ্রীকদলের যে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুরুষদ্বয়! তোমরা স্ব স্ব রোষানল নির্ব্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর।

বৃদ্ধের এবম্বিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্‌নন্ উত্তর করিলেন, হে তাত! এই দুরাত্মার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট! ইহার ইচ্ছা যে, এ সকলেরি উপরি কর্ত্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দাম্ভিকতা আমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি! আকিলীস্ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যদ্যপি আমি তোমার অধীনে কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ সৈন্যদল হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না; কিন্তু আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরদ্বয়ের এই কথান্তে সভাভঙ্গ হইল।

তদনন্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্‌নন্ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কন্যাটিকে নানাবিধ পূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং সুবিজ্ঞ অদিস্যুস্‌কে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রুষানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পরে সৈন্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ অবগাহনপূর্ব্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল। ধূপ, [illegible] প্রভৃতি নানা সুরভিদ্রব্যের সৌরভ ধূমসহ[illegible] আকাশমার্গে উঠিল।

পরে রাজা দুই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতদ্বয়! তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ব্রীষীসা নাম্নী সুন্দরী কুমারীটিকে আনয়ন কর। যদ্যপি বীরপ্রবর আকিলীস্ সে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা তাহাকে কহিও যে, আমি স্বয়ং সসৈন্যে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই কৃশোদরীকে লইব; আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক।

দূতদ্বয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ্য সিন্ধুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। বীরবর দূতদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহারা যে কি উদ্দেশে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেশবহ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষণ্ণবদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কি? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও যে, তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্রক্লসকে কহিলেন, সখে, তুমি এই দূতদ্বয়ের হস্তে সুন্দরীকে

সমর্পণ কর; পাত্রিক্লস্ ভক্তাটিকে দূতদ্বয়ের হস্তে সম্প্রদান করিলে, চারুশীলা ধনীশ্বরদের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অরুচি প্রকাশপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে মৃদুপদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এতদ্দর্শনে মহাবলবর্তী ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দূতদ্বয়কে পুনরাহ্বান করতঃ যেন কৌতুকভরে কহিলেন, "তোমরা, হে দূতদ্বয়! রাজা আগেমেম্‌ননকে কহিও, যে আমি মহাদেবকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি শত্রুদলের বিপরীতে এবং গ্রীকসৈন্যের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্ত্তী রোষান্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীকদলের ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন।" দূতদ্বয় বরাঙ্গনাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে তাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ্য করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে? আমি জানি যে কুলিশ-নিক্ষেপী জ্যুস্ আমাকে অল্পায়ুঃ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অল্পকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্দ্ধমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, একণে রাজা আগেমেম্‌নন্ আমার কি দুরবস্থা না করিল!

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসন্নিধানে থিটীসদেবী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্রের এবম্বিধ বিলাপধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেবী আস্তেব্যস্তে কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় জলতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গাত্র করপদ্মে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস! তুই কি নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছিস্? তোর মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমদুঃখিনী কর। তাহা হইলে তোর দুঃখভারের অনেক লাঘব হইবে।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেম্‌ননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। দেবী পুত্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুব্ধচিত্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলগ্নে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বিধাতা তোকে অল্পায়ুঃ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ কি বিড়ম্বনা! তিনি যে তোকে সে অল্পকাল সুখসম্ভোগে ও সম্মানে অতিবাহিত করিতে দিবেন, তাহা তো কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ! হায়! কি করি, এ বিষয়ে আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশ-নিক্ষেপী জ্যুস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এথোপী-দেশে দ্বাদশ দিনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেম্‌ননের সহিত কোনমতেই প্রীতি করিস্ না; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোষাগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত রাখিস্! এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে জলে নিমগ্না হইলেন।

ও দিকে সুবিজ্ঞ অদিস্যুস্ পুরোধা-দুহিতাকে এবং বিবিধ পূজোপযোগী উপহারদ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্রুষানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং রবিদেবের পুরোহিতকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরো! গ্রীক্-সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্‌নন্ আপনার অতীব সুশীলা কুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনার অর্চ্চিত দেবের অর্চ্চনার্থে বিবিধ দ্রব্যজাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন, পূজা সমাপনান্তে এই বর প্রার্থনা করিবেন যে, আলোকবর্ষী যেন গ্রীকদলের প্রতি আর কোন বামাচরণ না করেন।

পুরোহিত এবম্বিধ বিনয়াবসানে মহাসমারোহে যথাবিধি দেবপূজা সমাধা করিলেন এবং গ্রীক্-যোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্তুতিসঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্তুতিসঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। গ্রীকযোধেরা সাগরতীরে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় সাগর-যানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি বীরকুলর্ষভ আকিলীস্ কৃশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া এবং রাজা

আগেমেম্‌ননের দৌরাত্ম্যে রোষপরবশ হইয়া কি রাজসভায়, কি রণক্ষেত্রে, কুত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্তু গ্রীক্‌সৈন্তেরা মহামারীরূপ রাহুগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

দ্বাদশ দিবস অতীত হইল। কুলিশাস্ত্রধারী জ্যুস্ দেবদলের সহিত অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলধিযোনি বিধুবদনা দেবী থিটীস্ স্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুস্‌নামক ধরাধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গোপরি নিভৃতে উপবিষ্ট আছেন। দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মৃদুস্বরে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন; হে পিতঃ! যগুপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই করুন যে, জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিলীসের হ্রাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্‌ননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়।

দেবীর এই যাচ্ঞা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞ্চিৎকাল তুষ্ণীভাবে রহিলেন। দেবী দেবেন্দ্রের এবম্ভুত ভাবদর্শনে সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সকরুণে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা পুত্রের প্রতি বাম হইলেন! নতুবা কি নিমিত্ত আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার তাদৃশ বাক্যশ্রবণে উত্তর করিলেন, বৎসে! তুমি আমার উপরে এ একটী মহাভার অর্পণ করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে প্রচণ্ডা হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে ই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে যে, মি কেবল সদা-সর্ব্বদা ট্রয়নগরীয় সৈন্যদলের তি অনুকূলতা প্রকাশ করিয়া থাকি। সে যাহা ক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, আর ইও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যগুপি আমি রোধুনন করি, তবে নিশ্চয় জানিও যে, তোমার কামনা সুসিদ্ধ হইবে। এই বাক্যে দেবী যাগ্র-বে একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হিলেন। সহসা দেবেন্দ্রের শিরঃ পরিচালিত ল। শৃঙ্গধর অলিম্পুস্ থরথরে নড়িয়া উঠিল। বী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাঁহার অভীষ্ট দ্ধি হইয়াছে, কেন না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে রস্ফালনা করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। াগরসম্ভূতা থেটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্ম্ময় অলিম্পুস্ হইতে গভীর সাগরে লম্ফ প্রদান করি অদৃশ্যা হইলেন। কিন্তু আয়তলোচনা হীর দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগরিকা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন।

তদনন্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থি হইলে, দেবদল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলে দেবকুলেন্দ্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দে কুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভা কহিলেন, হে প্রতারক! কোন্ দেবীর সা কোন্ বিষয় লইয়া অদ্য তুমি নিভৃতে পরা করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকি দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বদাই এইরূপ করিয়া থাক তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই স্পষ্টরূ ব্যক্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রু ভাবে উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমা কি কারণে খুলিয়া বলিব? আমার রহস্যমণ্ড তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? শ্বেতভুজা হী কহিলেন, আমি জানি, সাগর-দুহিতা থেটীস্ অ তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি তাহার অনুরোধে গ্রীক্‌সেনাদলকে দুঃখ দি মানস করিতেছ? তুমি কি রাজা আগেমেম্‌ননে মানের হানি করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃ করিতে চাহ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেন্দ্রকে রোষান্বিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যা পুত্র বিশ্বকর্ম্মা এ কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এব স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে প্রদা করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ! আপনারা দুই জনে বৃথা কলহ করিয়া কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সুখসম্ভোগ ভঞ্জন করিতে চাহেন। পুত্রবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে দেবতারা সকলে একত্র হইয়া সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্ব্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল।

সুরলোকে ও নরলোকে সর্ব্বজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী দেবকুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিমীলিত করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি ও রাজা আগেমেম্‌ননের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত

রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনি! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেম্‌ননের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেম্‌নন্! অলিম্পুসনিবাসী অমরকুল দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে প্রশস্তপথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবির প্রদেশে আবির্ভূতা হইলেন এবং আগেমেম্‌ননের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে বীর-কুলসম্ভব রাজন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোত্থান কর এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। স্বপ্নদেবী এই কথা কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে রাজা বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময় অসিমুষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্ব্বক বংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

ঊষাদেবী তুঙ্গশৃঙ্গ অলিম্পুস পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং অন্যান্য দেব-কুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেম্‌নন্ উচ্চরব বার্ত্তাবহগণকে সভা-মণ্ডপে নেতৃবৃন্দের আহ্বানার্থে অনুমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেম্‌নন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! গত সুধাময়ী নিশাকালে স্বপ্নদেবী মান্যবর নেস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়-মানা হইয়া কহিলেন, "হে আগেমেম্‌নন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোত্থান কর এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর।" স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তদনন্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, 'চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই' এই প্রতারণাবাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে গ্রীকদেশীয় সৈন্য-দলের নেতৃবৃন্দ! যদ্যপি এরূপ কথা আমি আর কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীরুচিত্ত জন প্রবঞ্চনার দ্বারা আমাদিগকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যখন রাজা আগেমেম্‌নন্ স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকূল দুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া কতকগুলি বাসন্ত কুসুমসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রীক্‌সৈন্যদল আপন আপন শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বহু রসনাশালী জনরব বহুবিধ বার্ত্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। সৈন্যদলে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রাজসন্দেশবহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, তোমরা সকলে নীরব হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া পড়িল। সেই মহা কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ! দেবকুল-ইন্দ্র যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে এ

দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ। যে কুহকিনী আশার কুহক যেন কোন দৈব ঔষধস্বরূপ আমাদিগের এই দুরন্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ রক্তশূন্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের বাহু বলশূন্য হইলে পুনরায় তাহা বলবান করিত, এক্ষণে সে আশায় আমাদিগকে হতাশ হইতে হইল। এ দুর্দ্ধর্ষ রিপুদল যে আমাদের বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কি লজ্জার বিষয়! আমার বিবেচনায়, আমাদের এ দুঃখের কাহিনী শুনিলে, বর্ত্তমানের কথা দূরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্য সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে পারিলাম না? নয় বৎসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের এই ফললাভ হইল? দেখ, আমাদের তরীবৃন্দের ফলকসকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জুসকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদিগের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলত্রবৃন্দ ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে, যখন ট্রয় নগর অধিকার করা আমাদের ক্ষমতাতীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকায় আর কোনই প্রয়োজন নাই।

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শস্যশিরঃ তদ্বহনাভিমুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সৈন্যদল আনন্দধ্বনি করতঃ এ উঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙ্গা সকল ডাঙ্গা হইতে সমুদ্রজলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অম্বরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাণী কৃশোদরী হীরী নীল-কমলাক্ষী আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীক্‌সৈন্যদল কি এই সকল অবস্থায় স্বদেশে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনা সুন্দরীকে ট্রয় নগরে রাখিয়া চলিল? এই জন্যেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্মধারী যোধদলের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর।

দেবীর বচনানুসারে আথেনী অলিম্পুস্ নামক দেবগিরি হইতে গ্রীক্‌সৈন্যের শিবিরমধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে আবির্ভূতা হইলেন; এবং দেখিলেন, যে সুকৌশলী অদিস্যুস্ ক্ষুণ্ণচিত্তে ও ম্লানবদনে স্বপোতসন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস! ও যোধদল কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল জগন্মণ্ডলে হাস্যাস্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। সে যাহা হউক, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অতএব তুমি অতি ত্বরায় এই স্বদেশগমনাকাঙ্ক্ষিণী অক্ষৌহিণীর মনঃস্রোত পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে সচেষ্ট হও। অদিস্যুস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন যে, এ দেববাক্য। এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিতা দেখিলেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের রাজদণ্ড রাজানুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈন্যদলকে শান্ত-শীল ও শ্রবণোৎসুক দেখিয়া অদিস্যুস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি পূর্ব্বকথা সকল বিস্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ? স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভিমুখে যাত্রা করি, তখন দেবতারা কি ছলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহাসমারোহে দেবকুলপতির পূজা করি, তৎকালে পীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল। এবং অনতিদূরে একটী উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটী অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপুর উজ্জ্বল

নয়নানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে আর্ত্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে একে আটটী শাবককেই গিলিল। ভয়দায়িনী এই হৃদয়কম্পনী ঘটনা সন্দর্শনে দৃষ্ট নীড়ের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্ত্তনাদে দেশ পূরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্ফমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দৈবমনোজ্ঞ কালকষ্, তৎকালে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চের ব্যক্ততা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহুগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে দুরন্ত রণক্লান্তি সহ্য করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিস্যুস্ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা সে দৈবজ্ঞদৈবজ্ঞের কথা কেন বিস্মৃত হইতেছ? দেখ, নবম বৎসর অতীত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান বর্ষে যে আমরা কৃতকার্য্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রদান করিতে চাহ? এ কি মূঢ়তার কর্ম্ম নয়?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহারা মুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিস্যুসের এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধসকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভাবী কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিলেন।

সৈন্যদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবসুর বিভায় চতুর্দ্দিক আলোকময় হয়, সেইরূপ বীরদলের বর্ম্ম-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ম্ময় হইল। যেরূপ কালে সারসমালা বদ্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ রবে কোন তড়াগাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ শূরদল শূরনিনাদে রিপুসৈন্যাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন যূথপতি যূথমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তী রাজা আগেমেম্‌নন্‌ও সৈন্যদলমধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বসুমতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাস্বর-কিরীটি রিপুকুলমর্দ্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধূলি-রাশি কুজ্ঝটিকারূপে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। দুই দল পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রণোদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ, উরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেন্দ্রকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গী কিম্বা অন্য কোন বনচর অজাদি পশু সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাস সহকারে বেগে তদভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলতিলক মানিল্যুস চিরদ্বেষিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চিরঈপ্সিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে গুল্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ সুন্দর বীর স্কন্দর মানিল্যুসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈন্যমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতার এতাদৃশী ভীরুতা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেষাস হেক্টর ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরূপে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনোমোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কালগ্রাসে পতিত হইতিস্, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ জগদ্বিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলঙ্ক হইতে পারিত না। তোর মূর্ত্তি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ

একজন বীর পুরুষ। কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোরে ধিক্! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীরু। তোর কি গুণে যে সেই কৃশোদরী রমণী বীরকুলেপ্সিতা বীরপত্নীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্দারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি ত্বরায়ই নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুন্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধূলায় ধূসরিত হইবে। এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্দ্র না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তরনিক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আর দুটী আছে।

সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর অতি মৃদুভাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—হে ভ্রাতঃ হেক্টর! তোমার এ তিরস্কার ন্যায্য। তন্নিমিত্তই আমি ইহা সহ্য করিতেছি। বিধাতা তোমাকে বলীকুলের কুল-প্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার উচিত? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোত্তমা হেলেনী সুন্দরীর নিমিত্ত মহেম্বাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ দুরন্ত রণাগ্নি নির্ব্বাণপূর্ব্বক, যাহারা এদেশ-নিবাসী, তাহারা ট্রয় নগরে ও যাহারা দ্রুতগ-তুরগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঙ্গনাময় হেলাস্‌দেশ-নিবাসী তাহারা সেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

বীরর্ষভ হেক্টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমা-হ্লাদে স্বকুন্তের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। গ্রীকযোধেরা অরিন্দম হেক্টরকে সহায়হীন সন্দর্শনে আস্তে ব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষাণ ও লোষ্ট্র নিক্ষেপণার্থে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে রাজ-চক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্‌নন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল! ক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিবা মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাবে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নির্মূলকারী এ সংগ্রামের মূলকারণ, আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে দ্বন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে নিরস্ত্র হইয়া এই আহব-কৌতূহল সন্দর্শন করি। এ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কারস্বরূপে পাইবেন।

ভাস্বর-কিরীটী শূরেন্দ্র হেক্টরের এইরূপ কথা শুনিয়া দ্বন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! এ বীরবরের এ বীরপ্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শান্তি ও সন্তোষজনক প্রস্তাব হইতে পারে? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্য প্রাণিসমূহ অকালে শমন-ভবনে গমন করে; কিন্তু তোমরা, হে শূরবর্গ! দেবী বসুমতীর বলির নিমিত্ত একটী শুভ্র মেষশাবক, সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটী কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটী মেষশাবক, এই তিনটী মেষশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃদ্ধ রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ কর; কেন না, তাহার পুত্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্লভ। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মেই হস্তার্পণ করেন না।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল; রথী রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল। এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল রাশীকৃত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল।

বীরবর হেক্টর দুই জন দ্রুতগামী সুচতুর কর্ম্মদক্ষ দূতকে দুইটী মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ স্বদলস্থ এক

জন দূতকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার জন্য স্বশিবিরে পাঠাইলেন।

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতী ঈরীষা সৌদামিনীগতিতে ট্রয় নগরে আবির্ভূতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের দুহিতৃ-কুলোত্তমা লদ্ধিকার রূপ ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপসী-সখীদলের মধ্যে শিল্প-কর্ম্মে নিযুক্তা আছেন। ছদ্মবেশিনী পদ্মলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি! চল, আমরা দুজনে নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে; রণনিনাদ শান্ত হইয়াছে; কেবল স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস এবং দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, এই দুই বীর পরস্পর দুরন্ত কুরুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার।

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া কৃশোদরী হেলেনীর পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শোক সম্বরণপূর্ব্বক এক শুভ্র ও সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন করিয়া ননন্দিনী লদ্ধিকার অনুগামিনী হইলেন। সুনেত্রা অত্রী ও বরাননা ক্লিমেনী এই দুইজন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্য্যাক্ষম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন ছিলেন।

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্য যে বীর পুরুষেরা ভীষণ রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-স্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর হইতে অতি ত্বরায় অন্যত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রীদল অতি মৃদুস্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজা প্রিয়াম্ হেলেনী সুন্দরীকে সম্বোধিয়া সস্নেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণশ্বরূপ বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না। এ দুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকটে আসিয়া গ্রীকদলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতুষ্ট কর।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেক্টর-প্রেরিত দূতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে না। কেবল মহেষ্বাস মানিল্যুস ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর স্কন্দর এই দুই জনে দ্বন্দ্ব রণ হইবে। আর এ রথীদ্বয়ের মধ্যে যে রথী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রথী এ হেলেনী সুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে তাহাদের এই বাঞ্ছা যে, আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। আর শপথপূর্ব্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পুত্র-প্রেরিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজরথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজ-চক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্দ্র! হে অসীমশক্তিশালী বিশ্বপিতঃ! হে সর্ব্বদর্শী গ্রহেন্দ্র রবি! হে নদকুল! হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পাতাল-কৃত-বসতি নরক-শাসক দেব-দল! যাঁহারা পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ দ্বন্দ্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কুটাচরণ করিবে, তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের যথো-চিত দণ্ড দিবে।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কোষ করিয়া পূজা সমাপনান্তে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ রাজ-

চক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাবীর ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টর ও সুবিজ্ঞ অদিস্যুস এই দুই জন উভয় জনের রণ করণার্থে রঙ্গভূমিমধ্যে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাবাহু সুন্দর বীর স্কন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সুচারু ঊরুত্রাণ রজত কুড়ুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে দুর্ভেদ্য উরস্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অসি ঝুলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনির্ম্মিত চূড়া ভয়ঙ্কররূপে নড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে নিশিত কুন্ত ধৃত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যুসও ঐ রূপে সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কুন্ত নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্কন্দরের নামে উঠিল। পরে বীরসিংহদ্বয় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভাবী ফল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হইল বটে; কিন্তু তথাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া রহিল।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে কুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দ্দিক্‌ আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুসের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে রণপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে-পারি; তাহা হইলে, হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথেয় জনের অপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়ামপুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া মধ্যে সে ফলক ও তৎপরে বীরবক্ষের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সত্বরা এক পার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেষ্বাস মানিল্যুস সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর তীব্রপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খড়্গ শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে জিষ্ণু মানিল্যুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বগৌরববর্দ্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন। সুতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল শিরস্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুন্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে উঠিয়া সৌদামিনী-গতিতে নগরমধ্যে সুবর্ণ-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যে কুসুমপরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণ-চূড়ায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী স্বদেহোত্তর ধাত্রীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর স্কন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুসুমময় বাসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমার এরূপ বোধ হইবে না, যে তিনি রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ তুমি ভাবিবে যে তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সসম্ভ্রমে কহিলেন দেবি, আপনি কি পুনরায় এ হতভাগিনীকে মায়ামুগ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা করিয়াছেন? আনন্দময়ী অপ্রোদীতী ঈর্ষাপরায়ণীর এইরূপ বাক্যে

অদৃশ্যভাবে তাহাকে স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর কুসুমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী তৎসন্নিধানে দেবদত্ত আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ? আমার রণপ্রিয় পূর্ব্বপতি মহেষাস মানিল্যুসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যখন প্রথমে আমাদের এই কুলক্ষণা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্মশ্লাঘা করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল? এখন তুমি কি সে সব অহঙ্কারগর্ভ অলীকার এইরূপে সুসদ্ভ করিতেছ? মহেষাস মানিল্যুসের সহিত তোমার উপমা উপমেয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

সুন্দর বীর স্কন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর ও প্রবোধ-বচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনি! তোমার সুধাকর-স্বরূপ বদন হইতে কি এরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত? দুষ্ট মানিল্যুস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে; কিন্তু যাত্রান্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কৃশোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন।

সমরাঙ্গে দুরন্ত মানিল্যুস বিনষ্টাশন ক্ষুৎকামকণ্ঠ বন-পশুর ন্যায় রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীর-ব্রজ! তোমরা কি জান, যে দুষ্টমতি কাপুরুষ স্কন্দর কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিত্যাগীর কোন বার্ত্তাই দিতে পারিল না। পরে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরদল! তোমরা ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস সমরবিজয়ী হইয়াছেন। অতএব এখন শপথানুসারে মৃগাক্ষী হেলেনী সুন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কি না? সৈন্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র গ্রীকযোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মর্ত্ত্যে এইরূপ হইতে লাগিল।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেন্দ্রের সুবর্ণ-অট্টালিকায় রত্নমণ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন। অনন্তযৌবনা দেবী হীবী স্বর্ণপাত্রে করিয়া সকলকেই সুধের অমৃত যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময়ী সুধা পান করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্দ্র এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন,—কি আশ্চর্য্য! এই অমরাবতী-নিবাসিনী দুই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকৌতূহল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা আর অন্য কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু দেখ, সুন্দর বীর স্কন্দরের হিতৈষিণী পরিহাসপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন। হে দেব-দেবী-বৃন্দ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

স্কন্দপ্রিয় রথাশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি, যে হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাগ্নি নির্ব্বাণ করা উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া ট্রয় নগর অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদগ্ধপ্রায় হইয়া কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি এ কি কহিতেছ? যে অধম নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ? মেঘশাস্তা দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন,—রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ তোর নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যগ্র হইয়াছিস্? রে দুষ্ট, বোধ করি, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার সন্তানসন্ততির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস্! তুই কি জানিস্ না যে, ঐ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোর সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। তোর যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। কিন্তু যেন এই কথাটি তোর মনে থাকে যে, যদি তোর রক্ষিত

কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোর তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না। গৌরাঙ্গী দেব-মহিষী দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে কহিলেন,—দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এখন এইটি কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধিভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে।

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অনুরোধে সুনীল-কমলাক্ষী আথেনীকে হাস্যবদনে কহিলেন—বৎসে! তুমি রণস্থলে গিয়া দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা সুসিদ্ধ কর। যেমন অগ্নিময়ী উল্কা বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্যসমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জনক আয়ের তেজে রণস্থলে সহসা অবতীর্ণা হইলেন। উভয় দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহসা যেন শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। রণরসনা সহসা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া গেল। দেবী রাজা প্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লব্ধকুশের রূপ ধারণ করিয়া ট্রয়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং পণ্ডর্শ নামক একজন বীরবরের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর ফলকশালী কুরুহস্ত যোধদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। ছদ্মবেশিনী দেবী কহিলেন, হে বীরর্ষভ পণ্ডর্শ! তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তুমি স্বতূণ হইতে তীক্ষ্ণতম শর বাছিয়া লইয়া স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর।

ছদ্মবেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পণ্ডর্শ বীরর্ষভের মনে এইরূপ ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পণ্ডর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণ-যোজনাপূর্ব্বক মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশিনী অদৃশ্যভাবে ম্যানিল্যুসের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া যেমন জননী করপদ্ম সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত শুভ হইতে মশক, কিম্বা অন্য কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গরুত্মান্ বাণ দূরীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিম্নভাগে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত করিতে দিলেন। শোণিত স্রোতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের শুভ্র কায়ে সিন্দূর-মাজ্জিত দ্বিরদরদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্ম্ম কর্ম্মে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত ও সুবিচক্ষণ রাজবৈদ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আস্তে ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ—এই ত্রি-অঙ্গ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণব্রতে ব্রতী হইলেন।

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে ফেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্য্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ গ্রীক্-যোধদল হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। তুমুল রণ আরম্ভ হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিকের নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধূলা-রাশি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। একদিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্য্যশালী বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম! তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। ঐ কুযোধগণের দেহ কিছু পাষাণনির্ম্মিত নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্দ্র আকেলিসও এ রণস্থলে উপস্থিত নাই। সে সিন্ধুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর।

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈরিবর্গের সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। ফলকে ফলাকাঘাত, করবালে করবালাঘাত, হন্তা ও মুমূর্ষু জনের হুহুঙ্কার ও আর্ত্তনাদ, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপূরিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহু উৎসগর্ত্ত হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ ভৈরব রবে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। ভগবতী বসুমতী রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন।

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীকসৈন্যদলের মধ্যে স্তোমিদ্ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহসা তাঁহার হৃদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুব্ধক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে তাহার ধক্‌ধক্ কিরণজালে চতুর্দ্দিক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ স্তোমিদের শিরস্ক, ফলক ও বর্ম্মসম্ভূত বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধরকে যোধদলের কালস্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্ম্মার দারেস নামক একজন নিতান্ত ভক্তজনের দুইজন রণপ্রিয় পুত্র রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদুর্ম্মদ স্তোমিদকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। বীরর্ষভ স্তোমিদ্ আপন শূল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া সেই সুচারুনির্ম্মিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর ভূতলে লম্ফ প্রদান করিয়া অতিদ্রুতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া স্তোমিদ্ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন।

দেব বিশ্বকর্ম্মা ভক্ত পুত্রের এই দুরবস্থা দূরীকরণার্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈন্যদলের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আরেস্ আরেস্, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততাবিলাসি! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জক! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন? চল, আমরা দুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেন্দ্র, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কামন্দর নামক নদবরের দুর্ব্বাদলশ্যাম তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে লাগিল। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইলেন।

যেমন কোন নদ পর্ব্বতজাত স্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ট-কায় হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়নির্ম্মিত সেতুনিকর অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুসুম ও শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ ভঞ্জন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল স্থানান্তরিত করতঃ দুর্ব্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপে রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশায়ী করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের ব্যূহে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধন্বী পণ্ডর্ষ রণদুর্ম্মদ স্তোমিদকে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ দুর্দ্দান্ত শূরীকে দান্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণদুর্ম্মদ স্তোমিদের কবচ-চ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পণ্ডর্ষ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না, আমি বোধ করি, গ্রীকদলের বলিশ্রেষ্ঠ যে শূর, সে আমার শরে অদ্য হতপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু বীরর্ষভ পণ্ডর্ষের এ প্রগল্‌ভ-গর্ব্ব বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর কৃপায় রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্ত্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লম্ফ দিয়া মেষাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য মেষ-সমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইরূপ রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ট্রয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈন্যমণ্ডলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া বীরেশ্বর পণ্ডর্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক! তুমি আসিয়া অতি ত্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে রণদুর্ম্মদ স্তোমিদকে রণে মর্দ্দন করিয়া চিরযশস্বী হই। পরে বীরদ্বয় এক রথোপরি আরূঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ সারথ্যকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। রণদুর্ম্মদ স্তোমিদের স্থিনিল্যাস নামক এক প্রিয় সখা কহিলেন, সখে স্তোমিদ্! সাবধান হও। ঐ দেখ, দুই জন দৃঢ়কায়ী

বীরবর এক যানে আরূঢ় হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। একজনের নাম বীরকুল-পতি পণ্ডর্স। অপর জন সুধন্তু বীর আঙ্কিশের ঔরসে হাস্যপ্রিয়া দেবী অপ্রোদাতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব হে সখে, তোমার এখন কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির কর।

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ উত্তরিলেন, সখে, অস্ত আর কি কর্ত্তব্য। বাহুবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই কর্ত্তব্য!

বিচিত্র রথ নিকটবর্ত্তী হইলে, পণ্ডর্স সিংহনাদে রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্‌কে কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় স্তোমিদ্! আমার বিদ্যুৎগতি শর তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি, এক্ষণে আমার এ শূল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না? এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ম্মদ স্তোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পণ্ডর্স কহিলেন,—হে স্তোমিদ্! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর ভিন্ন হইয়াছে। রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ কহিলেন, হে সুধন্বি, এ তোমার ভ্রান্তিমাত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এখন যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শূলাঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা পাও! এই কহিয়া বীরবর সুদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন।

দেবী আথেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদণ্ডধারী পণ্ডর্সের চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমেষে বীরবরের প্রাণ হরণ করিল। বীর-বর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত তাহার জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বীর সখা পণ্ডর্সর এই দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও শূল গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড, যাহা অধুনাতন দুইজন বলীয়ান্ পুরুষেও স্থানান্তর করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্রোদাতি প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং আপনার সুকোমল সুশ্বেত বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দূরস্থ করিলেন।

রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ দেবী আথেনীর বরে দিব্য চক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার সুকোমল হস্ত তীক্ষ্ণাগ্র শূল দ্বারা বিদ্ধন করিলেন এবং কহিলেন, হে দেবপতি-দুহিতে! তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ! অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই। তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে, বিভাবসু রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তার প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন যে, কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণবিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। দ্রুতগামিনী দেবদূতী ঈরিশা দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈন্যদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের সন্নিধানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অস্ত্রজাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে সুদেশে বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্ত্তা দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জানুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতরবচনে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি তোমার এ ক্লিষ্টা ভগিনীকে তোমার ঐ দ্রুতগতি রথখানি দাও, তাহা হইলে সে তৎসহায়ে অতি ত্বরায় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষ্ঠুর দুর্দ্দান্ত রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ শূলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে।

দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদূতী ঈরীশা তৎক্ষণাৎ অস্তে-ব্যস্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী

ভেনাসীর পদতলে কাঁদিয়া কহিলেন,—হে জনান! দেখুন, রণদুর্ম্মদ ডোমিদ্‌ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, মাতঃ! আমি প্রিয়পুত্র এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশভোগ করিতে হইত না। দেবী ডোনী দুহিতার অসহ্য বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দেবকুলের হেমাঙ্গিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে সুহাস্য বদনে কহিলেন,—হে বৎসে! এতাদৃশ কর্ম্ম তোমার শোভা পায় না। রণকর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম নহে। স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভবিবাহে দম্পতীদলকে সুখসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার প্রকৃত ক্রিয়া বটে। কিন্তু ক্রূর সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্ম্মে তোমার ও কোমল হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। সে সকল কর্ম্মে সেনানী আরেস ও রণপ্রিয়া আথেনী নিযুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। মর্ত্ত্যে রণক্ষেত্রে রণ-দুর্ম্মদ ডোমিদ্‌ বিভাবসু রবিদেবকে অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশ্‌কে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া দিনপতি পরুষ বচনে কহিলেন,—রে মূঢ়! তুই কি অমর নরকে তুল্য জ্ঞান করিস্‌? রণ-দুর্ম্মদ ডোমিদ্‌ দেববরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাদ্‌গামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশূন্য এনেশ্‌কে অনতিদূরে স্বমন্দিরে রাখিলেন। তথায় দুই জন দেবী আবির্ভূতা হইয়া বীরেশের শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। সেনানী আরেসও ট্রয়নগরস্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে দেবীদ্বয়ের শুশ্রূষায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ সুস্থতা ও সরলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূতলশায়ী করিলেন। বীরচূড়ামণি হেক্‌টর সর্পীদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ট্রয়নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনর্জ্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে শত্রুদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীকদল রিপুদল-পাদোত্থিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। বীরচূড়ামণি হেক্‌টর সিংহনাদ করতঃ সসৈন্যে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেনানী আরেস্‌ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বোদোনা বীরবরের সহায় হইলেন। সেনানী স্কন্দ কখন বা অরিন্দমের অগ্রে কখনও বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ ডোমিদ্‌ বীরচূড়ামণি হেক্‌টরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপসৃত হইলেন। যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা শ্রুত, বর্ষার প্রসাদে মহাকায় কোন নদস্রোতের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, ডোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়া উঠিল। তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচূড়ামণি হেক্‌টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এরূপ দুর্ব্বার হইয়া উঠিবেন কেন? সমরে সমর সাম্প্রত নহে। অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত।

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্‌টরের নখরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সখি! আমরা মহেষ্বাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। দেখ, শোণিতপ্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্‌টরের সহকারে কত শত গ্রীক বীরেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে সখি, চল আমরা দুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, যদি আমরা এ দুরন্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শান্ত করিয়া এ নরান্তক হেক্‌টরের বলের ত্রুটি করিতে পারি।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণরণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। দেবকিঙ্করী হীবী হৈমময়ী দেবযান যোজনা করিয়া দিলেন। দেবীদ্বয় তদুপরি রণবেশে আরূঢ় হইলেন। অমরাবতীর হৈমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবর্ত্তী কোন এক নদতটে দেবযান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্বয় ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড খড়্গ আস্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকদলের সাহসাগ্নি পুনর্ব্বার যেন দুর্ব্বার হুতাশন-তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃকরণ স্তন্তোনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হুহুঙ্কার ধ্বনিতে গ্রীকদলের উৎসাহবৃদ্ধি

করিতে লাগিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী রণদুর্ম্মদ স্তোমিদের সারথিকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে চক্রদ্বয় যেন আর্ত্তনাদস্বরূপ ঘোর ঘর্ঘরনাদে ঘুরিতে লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরজ্জু ও কশা ধারণপূর্ব্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি দ্রুতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। সুরসেনানী দুর্ম্মদ স্তোমিদ্‌কে আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শূল দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তররূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী অদৃশ্যভাবে সে শূলের লক্ষ্য ক্ষণমাত্রে অমোঘ করিয়া দিলেন। রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ দুর্দ্ধর্ষ আরেসকে আপন শূল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র দ্বারা সুর-সেনানীর উদরতলে ভীমাঘাত করিলেন। দেবী-বীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গম্ভীর আর্ত্তনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত নয় কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত হইয়া হুহুঙ্কারিলে চতুর্দ্দিক্ ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের আর্ত্তনাদে অবিকল সেইরূপ হইল।

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে বাত্যা'রম্ভে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝটিতি অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ ভয়জনক মালিন্যে মলিনবদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় সুররথী অমরাবতীতে চলিলেন।

দেবেন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী নিবেদিলেন, হে বিশ্বপতিঃ! দেখুন, আপনি কেমন একটী উন্মত্তা ও পাষাণহৃদয়া দুহিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণদুর্ম্মদ স্তোমিদ্ আমার কি দুরবস্থা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন, রে দুরন্ত নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অন্যের উপর কোন্ মুখ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্! তুই তোর গর্ভধারিণী হীরীর খর ও অনম্র-শীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্। সে এত দূর অদমনীয়া যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই আমার ঔরসজাত, নতুবা আমি উরানুস্‌পুত্র দৈত্যদলের সহিত তোকে এই মুহূর্ত্তেই চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়া দেবকুলপতি দেবধন্বন্তরি পায়নকে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব বীর্য্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত রহিল।

এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর দুর্ভাগ্যক্রমে স্কন্দপ্রিয় বীরেশ মানিলুয়সের হস্তে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্বদ্বয় সচকিতে রথ সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ দুরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া ভগ্নরথ রথী কালদণ্ডধারী কালের ন্যায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ মানিলুয়সকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্য্যক্ষ! আপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ সুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্ন হইবেন। রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতায় বীরকেশরী মানিলুয়সের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ আরক্তনয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—হে কোমলহৃদয়! ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এতদূর পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র। দেখ ভাই! আমার বিবেচনায়, ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই বজ্ররূপ নিনাদে বীরবর মানিলুয়সের হৃৎসরোবরস্থ করুণারূপ মুকুলিত কমল শুষ্ক হইল। তিনি হতভাগা অক্রস্তস্‌কে ভ্রাতৃসন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ খর শূলে ভিন্ন করিলেন। অক্রস্তস্ ভীমার্ত্তনাদে ভূপতিত হইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদনিক্ষেপ করিয়া সবলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। ক্লীব বিভাবরী অভাগা অক্রস্তসের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত

করিল। এবং বীরবরের দেহ হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষণ্ণবদনে যমালয়ে চলিল। গ্রীক সৈন্যদল-মধ্যে যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির ন্যায় রণাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রণদুর্ম্মদ ত্রোয়িদের পরাক্রমে ট্রয়দল রণপরাঙ্মুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেনুস্ ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরবর, তোমরা রণপরাঙ্মুখ সৈন্যদলকে পুনরুৎসাহান্বিত কর। কেন না, তোমরা এ দলের বীরকুলশ্রেষ্ঠ। পরে যোধগণ দৃঢ়চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ভ করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেক্টর নগরান্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায় ট্রয়স্থ বৃদ্ধা কুলবধূদলের মধ্যে সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর দুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ রণদুর্ম্মদ ত্রোয়িদের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমার বিবেচনায় এ রথীপতি দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য শ্রবণে ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘছায় শত্রুঘ্ন শূল আন্দোলন করতঃ হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক সৈন্যদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এ রথী কি মানবযোনি না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ-মণ্ডল হইতে দেবাবতার?

এ দিকে অরিন্দম ট্রয়কুলনরেন্দ্র আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সুন্দর স্যন্দনে আশুগতি অশ্ব যোজনা করিয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। কতক্ষণ পরে বীরকেশরী স্কেয়ান্ নামক নগরতোরণসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে কুলবালা কুলবধূ ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী জন, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুত্র, এই সকলের কুশলবার্ত্তা অতীব বিকল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাঁহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর। কেন না, অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অতিক্রতগমনে রাজ-অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্ম্য হইতে পুত্রকুলোত্তম বীরবর হেক্টরকে দর্শন করিয়া তৎসান্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার কর গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ অবশ্য রিপুদলের জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে দুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্? তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর্। এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেন না, ক্লান্ত জনের ক্লান্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ঔষধ। আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির অর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে। ভাস্বর-কিরীটী রথীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি! তুমি আমাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিও না; কেন না, তাহার মাদকতা শক্তি আছে, হয়ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি! এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের অর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশ্যেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করিতেছি যে, তুমি, হে রাজমাতঃ! অবিলম্বে ট্রয়স্থ বৃদ্ধা অতি মাননীয়া কুলবধূদলের সহিত দুর্গশিরস্থ সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণদুর্ম্মদ ত্রোয়িদের পরাক্রমাগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীরু কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! তুমি যখন এ কুলাঙ্গারকে প্রসব করিয়াছিলে, তখন বসুমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী দুর্গতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী ক্রতগতিতে আপন সুগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পুষ্পোপহারের আয়োজন করিলেন এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মান্যা কুলবতী-দলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনাম্নী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা দুহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, মন্দির-দ্বার

উদ্ঘাটন করিলে রমণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্র-বালা রণদুর্ম্মদ গ্রেসিয়দের এবং অন্যান্য প্রাক্‌যোধের বাহুবল দুর্ব্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধূ ও শিশু-কুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সুকেশিনী মহাদেবী ও বর প্রদানে বিমুখ হইলেন।

এ দিকে অরিন্দম হেক্‌টর সুন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষাণ-নির্ম্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সুচারু বর্ম্ম, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। বীরবর হেক্‌টর তাহাকে পরুষ বচনে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার দুর্ম্মতি; তোর নিমিত্তে শত শত লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস্। হায়, তোরে ধিক্।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিন্যাসে উত্তরিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনুপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি ত্বরায় তোমার অনুসরণ করিব। এই কথায় বীরবর হেক্‌টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি সুমধুর ভাবে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি কুক্ষণে জন্ম; দেখুন, আমি সতীধর্ম্মে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীরুচিত্ত জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্‌টর কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রথীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটী ও তাঁহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া তাম্বর-কিরীটী হেক্‌টর দ্রুতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা অন্ধ্রযোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকদলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশু-সন্তানটী লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র দর্শনাভি-প্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন অনতিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্য্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাহ্লাদে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধ্রযোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটি, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না। হায়! তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিধা হইয়া এ হত-ভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ " তলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে? তোমা ব্যতীত হে হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক-জননী সহোদর সকলেই এ হতভাগিনীর [illegible]গ্য-দোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। হে নাথ! তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটিকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্ত্তৃহীনা করিও না। রিপুদলের সহিত নগর-তোরণ সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণপরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। তাম্বর-কিরীটী মহাবাহু হেক্‌টর উত্তরিলেন,—প্রাণেশ্বরি, তুমি কি ভাব, যে এ সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদলের আর আস্পর্দ্ধার সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই

ট্রয়স্থ পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং রাজ-কুলতিলক প্রিয়াম্ তাঁহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজ-কুলেন্দ্র প্রিয়াম্ কি রাজকুলেন্দ্রাণী হেকুবা কিম্বা আমার বীরবীর্য্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত উদ্বিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে! বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর কোন ভদ্রিণীর আদেশে, অশ্রুজলে আর্দ্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে, এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অগ্রগামী হেক্টরের পত্নী ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শিশু-সন্তানটিকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের নড়নে ভরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন হে জগদীশ! এ শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্য্যবত্তর কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকা-ভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহুর্মুহু পশ্চাৎভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুন্দর বীর কন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্জুমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হ্রেষারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ *

[হেক্টর এবং সুন্দর বীর কন্দর রণভূমে ফিরিয়া আইলে ট্রয়দলের মহানন্দ জন্মিল। পরে হেক্টর গ্রীকদলস্থ বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়াসনামক এক দেবাত্মক বীরবর তাহার সহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হইল না, উভয় দলের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য স্ব স্ব শববৃন্দ শোকবিগলিত নয়না-সারে ধৌত করিয়া ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সর্ব্বগ্রাসী বৈশ্বানরকে বলিস্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকেরা শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসন্নিধানে এক গম্ভীর পরিখা খনন করিল।]

রজনীযোগে লেম্নস্ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোক-পাল-ঈশনপুত্র উনীয়স্প্রেরিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্নিধানে সাগরতীরে আসিয়া উত্তরিলে, গ্রীকযোধেরা কেহ বা পিত্তল, কেহ বা উজ্জ্বল লৌহ, কেহ বা পশুচর্ম্ম, কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে দীর্ঘকেশী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামতে আকাশ মণ্ডল সমস্ত রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া অশনিস্বনে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাতা হইলে উষাদেবী পূর্ব্বাশা হইতে ভগবতী বসুমতীর বরাঙ্গ যেন কুসুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেব-দেবীবৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক্ কি ট্রয় সৈন্যদলের এ রণক্রিয়ার কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাঁহাকে বিষম শাস্তি দিব, আর তাঁহাকে এ আলোকময় স্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ রণ-পরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক সুবর্ণ-শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্বন্ধন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের

* এ স্থলে ৭।৮ পাত হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সময়াভাবে গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতে সমর্থ হইলেন না।

সর্ব্বপ্রধান জ্যুস্‌কে স্থলচ্যুত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সসাগরা সদ্বীপা বসুমতীর সহিত উচ্চে তুলিতে পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। অন্যান্য দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই গম্ভীরবাক্য সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। সুনীল-কমলাক্ষী দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে দুর্ব্বার। কিন্তু গ্রীকদলের দুঃখে আমার অন্তঃকরণ সদা চঞ্চল! তথাপি তোমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্য্যে হস্তনিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন। মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় দুহিতে! তোমার এ মনোরথ সুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং পিত্তলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত উৎসময়ী বনচর-যোনি ঈডানামক গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক সুরম্য উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বিভাবরী প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীকগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজ-নান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে ট্রয় নগরের রাজতোরণ উদ্ঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারূঢ় পদাতিকগণ হুহুঙ্কারে বহির্গত হইল। দুই সৈন্য পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে ফলকে ফলকা-ঘাতে কুন্তে কুন্তাঘাতে ভৈরবারব উত্থিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ ও প্রগল্‌ভতাসূচক নিনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব হইতে লাগিল।

রবিদেব আকাশ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে দেব-কুলপতি সহসা ঈডাগিরিচূড়া হইতে ইরম্মদস্রোতঃ বায়ুপথে মুহুর্মুহু বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও বজ্রগর্জ্জনে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পাণ্ডুগণ্ড শঙ্কা গ্রীকদিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননাদি বীরকুলচূড়া-মণিরাও বীরবীর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কেবল বৃদ্ধ রথী নেস্তর রথের অশ্ব সুন্দর বীর স্কন্দরনিক্ষিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। দূরে সামর্থ্যশালী রথী হেক্‌টরের দ্রুত রথ সৈন্যদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে যাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ তোমিদ্ বীরবর অদিস্যুস্‌কে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন। কি সর্ব্বনাশ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীরু জনের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে? ঐ দেখ, কৃতান্তরূপে অরিন্দম হেক্‌টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ-স্রোত হইতে রক্ষা করি।

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে বীরপ্রবর অদিস্যুসের কর্ণগোচর হইতে পারিল না। বীরপ্রবীর শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া রণদুর্ম্মদ তোমিদ্ বৃদ্ধ বীর নেস্তরের রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুযুগলে কি আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি ঐ আগন্তুক রিপুকুল কৃতান্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণদুর্ম্মদ তোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি করিয়া তোমিদের রথে আরোহণপূর্ব্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্‌টরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণদুর্ম্মদ তোমিদ্ কৃতান্ত-দণ্ডস্বরূপ দণ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসাস্বরূপ ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন। অতি ত্বরায় আর একজন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বীরকেশরী ক্ষুব্ধ ও রোষান্বিতচিত্তে জলদপ্রতিম-স্বনে, ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং তদ্দণ্ডে কুলিশনিক্ষেপী কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ তোমিদের অশ্বদলকে ভয়াতুর করিলেন। আশুগতি অশ্বদল সত্বরে ভূতলশায়ী হইল। এবং মহাতঙ্কে বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাঁহার হস্ত হইতে চ্যুত হইল। তখন তিনি গদগদ বচনে কহিলেন, হে তোমিদ্! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা

দেবেন্দ্র ঐ দুর্দ্ধর্ষ রথীকে অদ্য সমরে দুর্নিবার করিতে অতীব ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সময়ে রণরঙ্গে প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। ডোমিদ্ কহিলেন, হে তাত, এ সত্য কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা এ দুরন্ত হেক্টরের আত্ম-শ্লাঘা বৃদ্ধি করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে ডোমিদ্! তোমার এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সর্ব্ববিদিত; যদ্যপি হেক্টর তোমাকে ভীরু ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে তাহার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

এই কহিয়া বৃদ্ধ রথী শিবিরাভিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেক্টর গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে ডোমিদ্! তুমি কি এক জন ভীরু কুলবালার ন্যায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে বলীজ্যেষ্ঠ! এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্ম্মদ ডোমিদ্ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জ্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত স্ফুরণে ভীত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ট্রয়স্থ বীরবৃন্দ! আইস! আমরা স্বসাহসে গ্রীক্‌দলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর মূঢ়দিগকে দেখাই, যে আমাদিগের দুর্নিবার্য্য বীরবীর্য্য ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমাদিগের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা অতি সহজে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। চল, আমরা ত্বরায় যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণফলক, যাহার খ্যাতি জগজ্জনবিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই; ও রণদুর্ম্মদ ডোমিদের বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত কবচও আত্মসাৎ করি! হেক্টরের এই প্রগল্ভ বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে যেন সিংহাসনোপরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিমপুষও সে আকস্মিক চালনায় থর থর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল। দেবরাণী সক্রোধে নীরেশ পষেদনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাকায় ভূকম্পকারী জলদলপতি! গ্রীক্‌দলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দয়ার লেশমাত্র হয় না? জলরাজ বরুণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাষিণী হীরী! তুমি ও কি কহিলে? আমি কি দেবকুলেন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে সক্ষম?

দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ট্রয়দলস্থ অশ্বাবলী ও কলকধারীদলে সেনানী ক্ষত্ররথী অরিন্দম হেক্টর প্রাচীররূপ অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীক্‌সৈন্যের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ সাগরযান-ব্যূহে হুহুঙ্কার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গ্রীক্‌দলহিতৈষিণী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীক্ যোধদল! এ কি লজ্জার বিষয়! তোমাদের বীরত্ব কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাঙ্মুখ হইতে চাহ? হে প্রজাপতি দেবকুলেন্দ্র! আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল! এরূপ লজ্জারূপ তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি ম্লান হইয়াছে। হে পিতঃ! তুমি অদ্য এ বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত কর! রাজচক্রবর্ত্তীর এতাদৃশ করুণারসাশ্রিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হইল। রাজহৃদয় শান্তকরণ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ গরুড়কে একটি মৃগশাবক ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন। এই সুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীকযোধসকল বীরপরাক্রমে হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের অনেকানেক বীর পুরুষ সমরশায়ী হইল। ভাস্বরকিরীটী বীরেশ্বরের বাহুবলে গ্রীক্‌সৈন্যমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী সর্ব্বভুকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইলেন।

শ্বেতভুজা দেবী হীরী প্রিয়পক্ষের এ দুর্গতিতে নিতান্ত কাতরা হইয়া দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! আমরা কি গ্রীক্‌দলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশক্ত হইলাম? ঐ দেখ, রিপুকুলান্ত দুর্দ্দান্ত হেক্টর এক শরে অদ্য গ্রীকদলের সর্ব্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এ ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যদ্যপি আমার পিতা দেবপতি ও দুরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে তোমার বায়ুগতি অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণ মধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া ভাস্বরকিরীটী প্রিয়াম্‌পুত্রের হৃদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। ভগবতী হীরী মনোরথে স্বরিত-

গতিতে আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিলেন।

দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়া কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। যে ভীষণ শূল দ্বারা দেবী রোষপরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে রণক্ষেত্রে এক মুহূর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভিতে লাগিল, শ্বেতভুজা দেবী হীরী সারথ্যকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমণ্ডলে ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে, এমন সময়ে ঈড়া নামক শৃঙ্গধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গ হইতে মহাদেব দেবীদ্বয়কে দেখিয়া অতিরোষে গরুত্মতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবত্য দেবদূতি! অতিশীঘ্র ঐ দুটি দুষ্টা কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে কহ। নচেৎ আমি এই প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব। এবং বাজী ব্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব। দেবদূতী দেবাদেশে বাত্যাগতিতে ফিরাইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র আপন স্বচক্র ও সুন্দর স্যন্দনে অলিম্পুসের শিরস্থিত নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং আপনার উগ্রচণ্ডা পত্নী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্‌ বীরচক্রবর্ত্তী আকিলীসের রোষাগ্নি নির্ব্বাণ না করে, তত দিন তাম্রকিরীটী হেক্টরের নাশক পরাক্রমে গ্রীকদলের এই অনির্ব্বচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে হেম নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণজাল সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীকদল আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্তু ট্রয়স্থ বীরবরেরা অসন্তুষ্টচিত্তে রণকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন। ভীমশূলপাণি হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! ভাবিয়াছিলাম, যে অদ্য রণে গ্রীকদলের গৌরবরবিকে চির রাহুগ্রাসে নিপাতিত করিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেখ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অদ্য এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি। কেহ কেহ নগর হইতে সুখাদ্য পিষ্টকাদি দ্রব্য ও সুপেয় সুরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর রক্ষার্থে কহ, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্ম্মোচন কর, এবং তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীকযোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বীরবরের এই বাক্যে ট্রয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। এবং তাঁহার বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রথীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অভ্রশূন্য নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুষ্পার্শ্বে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলসকল ও দূরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায় এবং মেষপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীকশিবির ও স্কন্দস্ নদস্রোতের মধ্যস্থলে ট্রয়দলস্থ অগ্নিকুণ্ডসমূহ শোভিতে লাগিল। এক সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। প্রতি কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রথী বিরাজ করিতে লাগিলেন। রথীযূথের অবসানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকলে কনক-সিংহাসনাসীনা উষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিয়ামনন্দন অরিন্দম হেক্টর স্ববলদলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীকশিবিরে এক মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল। সৈন্যের এরূপ সাহসশূন্যতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন দুই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্‌ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্ফুরিতে থাকে, গ্রীক্‌-সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্‌ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি মৃদুস্বরে নেতৃবৃন্দকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্ত্তী জলপূর্ণ প্রস্রবণের ন্যায় অনর্গল অশ্রুবিন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, হে বান্ধবদল, হে গ্রীককুলনাশক, হে অধিপতিগণ! দেখ, নির্দ্দয় দেবকুলপিতা অদ্য আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। যাত্রাকালে

তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। হায়! আমরা কেবল বিফলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্য এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম! এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবর্তীর এই বাক্যে গ্রীকদল স্বশোকে যেন অবাক্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে রণদুর্মদ ডোমিদ্ উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি যাহা করিতে বাঞ্ছা করি, সে লাঞ্ছনা-উক্তিতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি; কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি কহিতেছ? বীরযোনি হলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্য্যবিহীন, যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। যদি তোমার মত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার পথ তোমার সম্মুখে প্রতিবন্ধক-বিহীন। আর কেহই ত্রাসে পরবশ হইয়া এরূপ করিতে বাসনা করে না। রণবিশারদ ডোমিদের এ কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে ডোমিদ্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ! এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে বিষয়ের আন্দোলন করাও অনুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্তী! তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ বাহুবলশালী বীরদলকে পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্য্যে প্রেরণ কর। বিজ্ঞবরের এ আজ্ঞা রাজা শিরোধার্য্য করিলেন। রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের পরিতোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী তাহাদের নিকটে আনয়ন করাইলেন। ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেস্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অতীব অন্যায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, বীরকুলধুর্য্যকের বাহুবলস্বরূপ আবৃত্তি ব্যতীত আর কোন আবরণ নাই, যে তদ্দ্বারা আপনি ঐ কিরীটী হেক্টরের নাশক অস্ত্রাঘাত হইতে সৈন্যের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবর্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ। কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়া যে দুষ্কর্ম করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্ন প্রীতি-শৃঙ্খল পুনর্যুক্ত করিতে আমি সেই অস্পৃষ্টা কুমারী ব্রীষীশা সুন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যদ্যপি ভগবান্ দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম সুন্দরী নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উঁহার পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জন-সমাকীর্ণ সপ্তখানি গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্তী না হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেবকুলোদ্ভব হইয়াও এই দোষে নিখিল জগন্মণ্ডলে ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কাহও, যে এই সকল দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক। আমি এ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্যেষ্ঠ!

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি! এই তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ সুবার্ত্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর। আমার বিবেচনায় দেবপ্রিয় ফেনিক্স, মহেষ্বাস আয়াস্ ও অভিজ্ঞ অদিস্যূসের সহিত হদ্যুস্ ও উরুবাতীস্ দূতদ্বয়কে এ কার্য্য সাধনার্থে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপরি সেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জ্যুসের সকাশে প্রার্থনা কর।

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগর-তটপথ দিয়া বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিলেন, এবং বসুধাপরিবেষ্টিত জলদলপতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি এক সুনির্ম্মিত মধুরধ্বনি বীণা সহকারে বীরকুলের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করিয়া আপন চিত্ত-বিনোদন করিতেছেন। সখা পাত্রক্লস্ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে দেবোপম অদিস্যূস্ শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ জনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর!

আসিতে আজ্ঞা হউক। এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন। এবং পাত্রক্লসকে কহিলেন, হে সখে! তুমি উত্তম পাত্র দ্বারা উত্তম সুরা শীঘ্র আনয়ন কর। কেন না অদ্য আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হইলে অদিস্যুস্ কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুষ্ট রথী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমাদিগের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে। কেন না, এ দলের সঙ্কটকারী হেক্টর স্ববলে আমাদিগের শিবির-সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদিগের পোত সকল ভস্মসাৎ করিয়া আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি মনোনিকৃন্তনকারী রোষ অস্ত করিয়া পুনরায় স্বকুম্ভে আমাদিগকে রক্ষা কর।

রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। এবং তোমাকে কৃশোদরী ব্রীষীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত। এবং তাঁহার তিন লাবণ্যবতী দুহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু যদ্যপি; হে রিপুসূদন এ সকল বস্তু গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তথাচ রিপুপীড়িত গ্রীক্‌যোধদলের প্রতি তুমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু হেক্টরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর।

বীরকেশরী আকিলীস্ উত্তর করিলেন, হে অদিস্যুস্, আমি তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব। সে কপট ব্যক্তি নরকদ্বার তুল্য আমার নিকট ঘৃণিত; যে তাহার মনঃভেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধম। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল আর কোন মতেই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না।

দেখ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্ষা-ক্ষম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আয়াস সহ্য করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে, আপন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি? কত শত কৃতান্তসদৃশ রিপুকুলের রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য আমি সাগরপথে স্বজন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব।

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন অকর্ম্মণ্য ও বিফল হইল। বীর-কেশরী আকিলীসের হৃদয়কুণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ব্ববৎ জ্বলিত রহিল। দূত মহোদয়েরা বিষণ্ণ বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিস্যুস্! হে গ্রীক্‌কুলের গৌরব! কি সংবাদ? তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ? অদিস্যুস্ উত্তর করিলেন,—মহারাজ! বীরকেশরী অকিলীস্ এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাষুক। কল্য প্রত্যূষে তিনি সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্ত্তীকে নিতান্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণদুর্ম্মদ তোমিদ্ কহিলেন,—মহারাজ, এ দুরন্ত প্রগল্‌ভী মূঢ়ের নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মশ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক। হয়ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎসুক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যক। প্রত্যূষে হৈমবতী উষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীরবীর্য্যে ... সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ তোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্রে প্রশংসনীয় হইল। পরে সকলে গাত্রোত্থান করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা-দেবীর উৎসঙ্গ প্রদেশে বিরাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন না, সুতরাং লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। যেমন সুকেশা দেবী হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, তুষার বর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যারম্ভে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস নরকুলের প্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ

...গার মহারাজের হাহাকারপূর্ব্বক আর্ত্তনাদে দীর্ঘনিশ্বাসে পূরিয়া উঠিল। যত বার তিনি ক্ষেত্রবর্ত্তী বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ রিলেন, অগ্নিকুণ্ডমণ্ডলীর একত্র সংগৃহীত অংশু- শি দর্শনে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। নিনাদীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ গীতযন্ত্রের সুমধুর বিশুদ্ধ তানলয়ে মিশ্রিত কালাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি স্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টি রিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন। তক্ষণ পরে যে শয্যাক্ষেত্র দুর্ভাবনারূপ কুশীবল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রথমে বক্ষদেশ সুবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর পাদুকাদ্বয় বাঁধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্ম্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন। রণপ্রিয় বীরকেশরী মানিল্যাসও স্বশিবিরে সৈন্যের দুর্দ্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিন্যাস করিয়া স্বীয় রাজ-ভ্রাতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে রথীদ্বয়ের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে রিপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন! এ ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে।

রাজচক্রবর্ত্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সুমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, দেবকুলপতি প্রিয়ামনন্দন অরিন্দম হেক্টরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। নতুবা কোন একেশ্বর নরযোনি বলী এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে। মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ দুর্দ্দান্ত অশান্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল। গ্রীকসেনার স্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উত্তাপ কি শীঘ্র দূরীকৃত হইবে। হে দেবপুষ্ট ভ্রাতঃ! রিপুকুলত্রাস আয়াস্ ও অন্যান্য সুহৃজ্জনকে গিয়া ডাকিয়া আন। আমি বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সন্নিকটে যাই। মহারাজ এইরূপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] একখানি কবচ, দুইটা শূল এবং [illegible] [illegible] সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ [illegible] [illegible]। মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, তুমি এ ঘোর অন্ধকার রাত্রিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার শয্যাশিয়রে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ। নতুবা নীরবে আমার নিকটবর্ত্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি কি চাহ? দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত! হে গ্রীকবংশের অবতংস! আমি সেই হতভাগা আগেমেম্নন্, যাহাকে দেব-রাজ দুস্তর বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়াছেন। এ দুরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এরূপ স্থানে আসিয়াছি। আমি দুর্ভাবনায় একেবারে যেন জীবন্মৃত ও হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ, রণদুর্ম্মদ হেক্টর স্ববলে আমাদের শিবিরদ্বারে থানা দিয়া রহিয়াছে। কে জানে তাহার কৌশলে অদ্য নিশা-কালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সস্নেহ বচনে কহিলেন, বৎস! আগেমেম্নন্! আমার বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্টরকে এত দূর আমা-দের অপকার করিতে দিবেন। কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ বিষয়ের পরা-মর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর আস্তে ব্যস্তে রণশস্ত্র ধারণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী অদিস্যুসের শিবিরে গমন করিলেন। অদিস্যুস অতিশীঘ্র বীরদ্বয়ের আহ্বানে শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণদুর্ম্মদ তোমিদের শিবির-সন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার চতুষ্পার্শ্বে শূলীদলের চ্যুত শূলাগ্র বিদ্যুতের ন্যায় চকমক করিতেছে। প্রাচীন রণসিংহ পদ-স্পর্শনে সুপ্ত রথীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে তোমিদ্! এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ তোমিদ্ ক্লান্তিশূন্য জন কি আর আছে। এ সৈন্যে কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন। যেমন বন্য পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেষপালদলেরা স্ব স্ব

রেবপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিদ্রায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্র হস্তে জাগিয়া থাকে, বীরবরেরা দেখিলেন যে, প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে। বৃদ্ধবর সন্তোষোক্তি ও সাহসোত্তেজক বচনে কহিলেন, হে বৎসদল! প্রহরী-কার্য্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্য্যশালী জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধন্য। এই কহিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশূন্য স্থলে বসিয়া নিভৃতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে যে, সে গুপ্তচর-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে। রণবিশারদ তোমিদ্ কহিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্ম্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে মনোরথের আরও বৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী অদিস্যুসকে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরদ্বয় ছদ্মবেশ ধরিলেন। এবং অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী বায়ুপথে একটি বক পক্ষী উড়াইলেন। সুতরাং ঘোর তিমিরযোগে বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন না। তথাচ পক্ষপরিচালনার শব্দে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাঁহাদিগের বোধগম্য হইল। মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি করণান্তে সিংহদ্বয় ঘোর অন্ধকারময় রজনী যোগে শবরাশি, ভগ্ন অস্ত্রস্তূপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিত-স্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন।

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিস্যুস্ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, হে সখে তোমিদ্! বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে। আমি এক আগন্তুক জনের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কি কোন গুপ্তচর, না তস্কর মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরিকরণাভিলাষে আসিতেছে, এ নির্ণয় করা দুষ্কর। আইস! আমরা উহাকে আমাদিগের শিবিরাভিমুখে যাইতে দি। পরে পশ্চাদ্ভাগ হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ অতি সহজ হইবে। এই কহিয়া বীরবর মৃতদেহ-পুঞ্জমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। অভাগা আগন্তুক অকুতোভয়ে ও দ্রুতগমনে গ্রীক শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ বীরদ্বয় গাত্রোত্থান করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। যেমন তীক্ষ্ণদন্ত শুনকদ্বয় বনপথে আর্ত্তনিনাদী কুরঙ্গ কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীরদ্বয় সেইরূপ পলায়নোন্মুখ চরের অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে দৌড়িলেন। মহাতঙ্কে অভাগা সহসা গতিহীন হইল। এবং অকাতরে কহিল, "হে বীরদ্বয়! তোমরা আমার প্রাণদণ্ড করিও না। আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কেন না আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র।" প্রিয়ম্বদ অদিস্যুস্ প্রিয়-বচনে কহিলেন, "হে দোলন, তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে? কিন্তু তুমি আমাদের সহিত চাতুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে। হেক্‌টর কোথায়? এবং শিবিরের কোন্ পার্শ্বে সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে? দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, "হায়! হেক্‌টরই আমার এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে। তাহার সহিত নেতৃবৃন্দ দেবযোনি ঈলুসের সমাধি-মন্দির-সন্নিধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত নাই। তথাচ স্থানে স্থানে যোধচয় অস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সতর্কে আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে যে দিকে থ্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্রীস্যুস্ শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে যাও। কেন না, নরেন্দ্র কেবল অদ্য সায়ংকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গীবর্গ পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসাবধানে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছে। রাজেশ্বর হ্রীস্যুসের অশ্বাবলী ত্রিভুবনে অতুল্য, তাঁহার রথ সুবর্ণরজতে নির্ম্মিত, এবং তাঁহার হৈম বর্ম্ম এতাদৃশ অনুপম যে, তাহা কেবল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত। হে রিপুবিমুখকারী বীরদ্বয়! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি না, অতএব তোমরা আমাকে, হয়ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।" প্রাণভয়ে বিকলাত্মা দোলন এইরূপে রিপুদ্বয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে নির্দ্দয়হৃদয় তোমিদ্ সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

তৎপরে বীরদ্বয় অতি সাবধানে ট্রোজীয় দেশস্থ সৈন্যাভিমুখে চলিলেন, এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীরপুরুষ শমনাগারে চলিলেন। রাজেশ্বর থ্রীস্যাস্‌ও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার অনুপমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরদ্বয় শিবিরাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়-সৈন্যে সহসা মহাকোলাহল-ধ্বনি হইয়া উঠিল।

এ দিকে বীরদ্বয় থ্রীস্যাস্ রাজেশের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া আশুগতিতে স্বদলে রণাভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ ও বৃদ্ধ নেষ্টরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভৃতে বসিয়াছিলেন, সে স্থলে আগন্তুক বীরদ্বয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবর্ত্তী ত্রস্ত ও সোৎকণ্ঠ ভাবে নেষ্টরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, "বোধ হয় কতিপয় অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিক্রান্ত গতিতে এ দিকে আসিতেছে। অতএব সকলে সাবধান।" এক জন কহিলেন, "এ বৈরী নহে, ঐ দেখ, বিবিধ কৌশলশালী অদিস্যুস্ ও রিপুগর্ব্ব-খর্ব্বকারী দ্বোমিদ্ কয়েকটি রণতুরঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে।" রাজা মিত্রদ্বয়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে কহিলেন, "হে গ্রীককুল-গৌরব-রবি অদিস্যুস্, তোমাকে কোন দেব এ দুর্লভ প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংশুমালীর একচক্র রথ হইতে কৌশলচক্রে অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরূপ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বখণ্ডে আছে?"

মহেষাস অদিস্যুস্ রাজপ্রবীর থ্রীস্যাসের নিধন ও বাজীরাজীর অপহরণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে, সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, ক্লান্ত বীরযুগল চলোর্ম্মি সাগরে রক্তার্দ্র দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে সুবাসিত করিলেন। পরে সুখাদ্য দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবী আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা নিক্ষেপ করতঃ অবশিষ্ট ভাগ হৃষ্টহৃদয়ে পান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হেমাঙ্গিনী দেবী ঊষা বরাঙ্গপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মরামরকুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোত্থান করিলেন। দেবকুলতন্ত্র বিবাদদেবীনাম্নী কলহকারিণী নিরূপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে গ্রীকশিবিরে প্রেরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেষাস অদিস্যুসের শিবিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভৈরবে হুহুঙ্কার ধ্বনি করিলেন; এবং স্বমায়ায় গ্রীকযোধবৃন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজচক্রবর্ত্তী উচ্চৈঃস্বরে বীরনিকরকে সমরসজ্জা ধারণ করিতে অনুমতি দিলেন। এবং আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন। হেমবর্ম্মের বিভা নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভাতিতে লাগিল। গ্রীককুলহিতৈষিণী দেবকুলরাণী হীরী ও বিজ্ঞকুলারাধ্যা দেবী আথেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে কুলিশনাদ করিলেন। বীররাজী রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত পদব্রজে শিবির হইতে রণক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত স্যন্দনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

ও দিকে এক প্রত্যন্তপর্ব্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্য্যার্থে সুসজ্জ হইল। এনেশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্টরের চতুষ্পার্শে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন আকাশে উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী ট্রয়নগরীয় সৈন্যমধ্যে গ্রীকসৈন্যের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং তাঁহার বর্ম্ম হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির হইতে লাগিল।

যেমন কোন ধনী জনের শস্যক্ষেত্রে কৃষীবলের অস্ত্রাঘাতে শস্যশীষ চতুর্দ্দিকে পতিত থাকে, সেইরূপ দুই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। নিরূপা কলহকারিণী বিবাদদেবী হৃদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মন্দির হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্য ক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হয়, ও আহারাদি ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ

মহোদয় হর্য্যক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক রথী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন রক্তদন্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ট্রয়-দলস্থ কোন নেতার এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে দুর্ব্বার হইলে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাগ্রাসে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তীর অস্ত্রাঘাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সিংহনিনাদ অশ্বাবলীর হেষা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রথীগণ আর্ত্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিক্ষেপী দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্টরকে এ স্থল হইতে দূরে রাখিলেন। সুতরাং তাহার বিহনে ট্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভগ্নোৎসাহ হইল, এবং রাজচক্রবর্ত্তীর অনিবার্য্য বীরবীর্য্য সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন মেষ কিম্বা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে যে সে দুর্দ্দান্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে, এই আশঙ্কায় সকলেরই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসায়ে যূথমধ্যে এক মহা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শৃঙ্গাঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ট্রয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎপর হইল। যাহারা যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ব্বপশ্চাতে পড়িল, কেশরীর ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী প্রচণ্ডাঘাতে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রথী-শূন্য রথ ঘোর ঘর্ঘরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্তু সে সকল রথের অলঙ্কারস্বরূপ বীরবরেরা ধরাতলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ—এ সকলে জীবনানন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন। এইরূপে রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় নগরতোরণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে উৎসফেনি ঈডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, "হে হেমাঙ্গিনি! তুমি দ্রুতগতিতে বীরকেশরী হেক্টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীকসৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাঙ্গ হ[illegible] রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়াম্‌পুত্র যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অন্যান্য বীরপুঞ্জকে রণক্রিয়া সাধনার্থে উৎসাহ প্রদান করেন।" যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে, দেবদূতী সেই গতিতে যেন শূন্যদেশ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া ভয়বিহ্বল যোধদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বীরসিংহের সিংহনিনাদে ও তাঁহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীরুতাও যেন একেবারে আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া বীরকার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিল। রাজচক্রবর্ত্তীও অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে দলিতে লাগিলেন।

ঈপীড়স নামক অন্তেনরের এক পুত্র বীরদর্পে রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইল। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তীর ভীষণ শূলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন আশায় চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ দুরবস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীরপুরুষ মহা রুষ্টভাবে তীক্ষ্ণতম কুন্ত দ্বারা লোকান্ত রাজা আগেমেম্‌ননের বাহু ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবর্ত্তী রণরঙ্গে বিরত না হইয়া ভীমপ্রহারী কয়নকে ভীম প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন গর্ভবতী রমণী সহসা প্রসব বেদনায় কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, রাজসার্ব্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ দ্রুত রথারোহণ করিয়া সারথিকে শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এরূপ দ্রুত ধাবনে ঘর্ম্মজনিত ফেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধকর্ম্মে ভঙ্গ দিলেন। তদ্দর্শনে প্রিয়াম্‌পুত্র কুলচূড়ামণি হেক্টরের স্মরণপথে দেবাদেশ আরূঢ় হইল। যেমন কোন ব্যাধ শুভ্রদন্ত শুনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিম্বা সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুসূদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্টর স্বদলকে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আকাশমণ্ডল হইতে কোন কোন সময়ে নীলোর্ম্মিময় সাগর আক্রমণ করে, আপনিও সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল। অনেকানেক বীরবর ভূতলে

...মন করিলেন। কি নেতা, কি নীচ ব্যক্তি, ...হই তাহার শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গসমূহ হইতে আকাশপথে অগণ্য ফেনকণা উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কৌশলশালী অদিস্যুস্ রণদুর্ম্মদ ত্তোমিদ্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"সখে, আমরা কি সহসা বীর-বীর্য্যরহিত হইলাম ?" এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্থ সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদন্ত বরাহদ্বয় আক্রমী শ্বচক্রকে আক্রমিয়া লণ্ড ভণ্ড করে, বীরদ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন! রিপুমর্দ্দন হেক্টর রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে হুহুঙ্কারে ধাবমান হইলেন, সে কাল হুহুঙ্কার শ্রবণে রণবিশারদ ত্তোমিদ্ শশঙ্কচিত্তে সুচতুর অদিস্যুস্‌কে কহিলেন,—"সখে, ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্টর যেন নিম্নগতরঙ্গরূপে এ দিকে বহিতেছে, আইস, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে।" এই কহিয়া রণদুর্ম্মদ্ ত্তোমিদ্ আপন শূল আগন্তুক বীরহর্য্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল।

এক পার্শ্ব হইতে বীর সুন্দর স্কন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজনা করিয়া রণ-দুর্ম্মদ ত্তোমিদের পদবিদ্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন,—"হে পরন্তপ ত্তোমিদ্! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে চিররণবিরত করিতে পারে নাই।" অকুতোভয় ত্তোমিদ্ উত্তর করিলেন,—রে বর্ব্বর, রে প্রানিকারক, রে অলকালঙ্কৃত অঙ্গনাকুলপ্রিয় দুর্ম্মতি! তোর অস্ত্রাঘাতে আমার কি হইতে পারে? তোর অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর ন্যায়। তোর যদি রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে বিমুখ হইস্ কেন?" বিখ্যাত শূলী সখা অদিস্যুস পরম যত্নে তীর ক্ষতস্থল হইতে টানিয়া বাহির করিলে, ত্তোমিদ্ বিষম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল হইতে শিবিরাভিমুখে রথারোহণে চলিলেন। শূলকুশল অদিস্যুস্ একাকী রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃন্দ শুনকবৃন্দ সহকারে গুল্মের চতুষ্পার্শ্বে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, আর যখন সে রক্তমত্ত কৃতান্তদূত বাহির হয়, তখন সকলে সভয়ে কেবল দূর হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে থাকে, ট্রয়স্থ যোধেরা গ্রীকযোধবরকে সেইরূপ আক্রমণ করিল।

সুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে অদিস্যুসের দৃঢ় ফলকে শূল নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ভেদ্য ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন করতঃ চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিল। কিন্তু সুনীল-কমলাক্ষী দেবী আথেনী এ প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। যশস্বী অদিস্যুস্ বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার করিলেন। পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে বীর-দেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়া ট্রয়স্থ যোধদল তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্ত্তনাদ করতঃ অপসৃত হইতে লাগিলেন।

স্কন্ধপ্রিয় মানিলুস্ রিপুকুলত্রাস আয়াসকে কহিলেন,—"সখে, বোধ হইতেছে, যেন মহেষ্বাস অদিস্যুস্ সমরক্ষেত্রে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, কে জানে কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন।" এই কহিয়া বীরদ্বয় দ্রুতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। কতক দূর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখা-প্রশাখাময় বিষাণ-বিশিষ্ট মৃগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ রক্তাক্ত করতঃ পলায়ন করে, মহেষ্বাস অদিস্যুস্ সেইরূপ রক্তার্দ্র কলেবরে ধাবমান হইতেছেন, এবং যেমন সেই মৃগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগালজাল তৎমাংসা-ভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করে, ট্রয়নগরস্থ যোধদল মহাযশাঃ অদিস্যুসের বিনাশার্থে সেইরূপ হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছে; কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী সহসা নয়নাকাশে উদিত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বলভদ্রস্বরূপ রিপুত্রাস আয়াসকে দেখিয়া রিপুদলের সেই দশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে যে দিকে সুযোগ পাইল, সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় নদস্রোতঃ পর্ব্বত হইতে গভীর নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুল্ম, কি পাষাণখণ্ড,

যাহা অগ্রে পড়ে, তাহাই অনিবার্য্য বলে বহিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভেদ্য ফলকধারী আরাস্ অশ্ব, পদাতিক, রথ, প্রচণ্ডাঘাতে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্‌টর এ দুর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈন্যের বামভাগে স্কমন্দ্র নদতটে রণব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে সকল মহা মহা বীর সে স্থলে সাহসভরে যুঝিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিমুখ হইলেন, পরে ভাস্বর-কিরীটী রথী আরাসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন। শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথ-চক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্দমের সমাগমে রিপুচ্ছদ আরাসের বীর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং তিনি আপন দুর্ভেদ্য ফলক ফেলিয়া আরক্তনয়নে শত্রুদলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ আক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোষ্ঠপরিবেষ্টনকারী রক্ষকদল তীক্ষ্ণদন্ত শুনকব্যূহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য শলাকাবৃষ্টি ও মুহুর্মুহু বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জ্বলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকার্য্য না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে স্বগহ্বরে ফিরিয়া যায়, বীরেশ্বর আরাস্‌কে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্লুস নামক যশস্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবাকৃতি রথী স্কন্দর তীক্ষ্ণতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে তিনিও রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সৈন্যদলের রণভঙ্গারব বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভ্যন্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্রক্লুস্‌কে আহ্বান করিয়া একত্র বহির্গত হইয়া গ্রীক্‌দলের দুরবস্থা সন্দর্শনে সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে অবনত হইবে, সে দিন আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ঐ দেখ দুর্দ্দান্ত হেক্‌টরের দুষ্টাস্ফালনে কি ফল হইয়াছে। আমা ব্যতীত সেকন্দরযোনি কোন্ যোধ প্রিয়াম্‌পুত্রকে রণে নিবারণ করিতে পারে? আমারও হৃদয় তাহার বীর্য্যে সময়ে ভূরি ভূরি কাঁপিয়া উঠে, সে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের নিকট হইতে রণবার্ত্তা লইয়া আইস।" পাত্রক্লুস অমনি দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধরাজ নেস্তর পাত্রক্লুস্‌কে স্নেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার ও দেবসদৃশ সখার মঙ্গল তো? দেখ, তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে আমাদিগের কি দুর্ঘটনা না ঘটিতেছে? তুমি যদি পার, তবে তাহার রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীর-পরিচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও। দেখি, যদি এ ছলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লান্তি দূরীকরণার্থে অবসর দেয়।" বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই কুমন্ত্রণায় আয়ুহীন পাত্রক্লুস্ উরিপ্লুস্‌কে কতিপয় যোধ ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। সরল হৃদয় পাত্রক্লুস্ রাজবীর উরিপ্লুস্‌কে এ হৃদয়কৃন্তনী অবস্থায় দেখিয়া তাহার শুশ্রূষা-ক্রিয়ায় সযত্নে রত হইলেন। সুতরাং তদ্দণ্ডে সখার শিবিরে যাইতে পারিলেন না।

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রয়দল রিপুকুলবিনাশকারী হেক্‌টরের সহকারে নির্ব্বাধে পরিখা পার হইতে লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন তীক্ষ্ণদন্ত নির্ভীক বন-শূকর অথবা মৃগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভীষণ গর্জ্জন করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বীরসিংহ হেক্‌টর সেইরূপ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন যে, দলের অভিমুখে সে পশু রোষতাপে তাপিত-চিত্ত হইয়া ধায়, সে দল তদ্দণ্ডে প্রাণভয়ে পলায়নোন্মুখ হয়, সেইরূপে নিবনতরঙ্গরূপ হেক্‌টরের হুঙ্কার বাহুবলরূপ স্রোতে গ্রীকসেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত সাহসে পরিখা পার হইল। কিন্তু রথারোহী ও অশ্বারোহী বীরদলের পক্ষে সে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া, রিপুদমী পলিদ্মাস উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"হে বীরবৃন্দ! আমার বিবেচনায় রথ ও অশ্বারোহণে এ পরিখাতরণক্রিয়া অতীব অবিবেচনায়; কেন না,

পর পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যাবর্ত্তনকালে
ও অশ্বসমূহের বর্ত্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ
লে আমাদের বিষম বিপদের সম্ভাবনা।"
বীরবরের এই হিতোপদেশ বাক্য সকলেরই
মনোনীত হইল। এবং চক্রবাহনে সকলেই রথ ও
তুরঙ্গম হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া পদব্রজে ধাবমান
হইলেন। প্রতি সৈন্যদলের পুরোভাগে সুন্দর বীর
সুন্দর মহেষাস এনেশ, রিপুমর্দ্দন সর্পীদন, রিপুবংশ-
ধ্বংস গ্লৌকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ হুহুঙ্কার নিনাদে
পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া
শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যেমন হেমন্তান্তে
বারিদপটলী তুষারকণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয়
দল হইতে চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল পড়িতে লাগিল।
এবং বীরকুলের শিরস্ত্রাণ নিস্ত্রিংশপুঞ্জে বাজিয়া ঝন্
ঝন্ স্বননে শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল। দেবদেবী
গ্রীকদলের এ দুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহর্ম্ম্যময়ী
অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন। দেব-
কুলান্তের ত্রাসে কেহই কিছু করিতে পারিলেন না।
যে স্থলে রিপুকুলান্তক হেক্টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন
পলিদ্যামের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে
স্থলে তাঁহারা উত্তরে আকাশমার্গে এক অদ্ভুত শকুন
দেখিতে পাইলেন। সহসা এক বিক্রমশালী
পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাণ্ডকলেবর বিষধর
ধারণ করিয়া উড়িতেছে। তীব্র বেদনায় ভুজঙ্গমের
অঙ্গ আকুঞ্চিত হইতেছে, তথাচ সে বৈরি-
নির্যাতনার্থে তাহার গ্রীবাদেশে দংশন করিল।
পক্ষিরাজ এ অসহনীয় দংশন-পীড়ায় কাকোদরকে
ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈন্যমধ্যে পড়িল।
পক্ষিরাজ শূন্য ক্রমে স্বনীড়ে উড়িয়া চলিল।
পলিদ্যাম বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, "হে হেক্টর!
এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ
নহে। আমি বিবেচনা করি, যে বিপক্ষ-দলকে
রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই
কণ্ড ভুজঙ্গের ন্যায় বিপক্ষচক্রবহ দল আমাদের
সৈন্যের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার
গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে
ভ্রাতঃ! আইস আমরা ঐ সকল সাগরযান ভস্মসাৎ
করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর
পারে যাই।" ভাস্বরকিরীটী হেক্টর ভ্রাতার
এইরূপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হে
পলিদ্যাম! তুমি এ কি কহিতেছ? স্বজন্মভূমির
রক্ষাকার্য্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ ও কর্ত্তব্য কার্য্য যে,
তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া
উচিত নয়।" বীরদ্বয় এইরূপ কথোপকথন
করিতেছেন, এমন সময়ে দেবকুলপতির
ঔরসজাত নরদেবাকৃতি রথী সর্পীদন স্বদলে
সিংহনিনাদে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।
যেমন মৃগেন্দ্র কোন পর্ব্বতকন্দরে বহুদিন
অনশনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আহার অন্বেষণে
বাহির হইয়া বক্রশৃঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দেখিতে
পাইলে পালদলের ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দে
অবহেলা করিয়া বৃষসমূহকে আক্রমণ করে এবং
প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় না,
সেইরূপে রিপুকুলমর্দ্দন সর্পীদন রিপুকুলকে আক্রমণ
করিলেন, বীরদলের পদচালনে ধূলারাশি আকাশ-
মার্গে উঠিতে লাগিল।

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈডা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে
গ্রীকদলের প্রতিকূলে এক প্রবল বাত্যা বহাইলেন।
অনেকানেক বীর অকালে সমরশায়ী হইলেন।
মহাযশাঃ হেক্টর কালরাত্রিরূপে শত্রুদলের
মধ্যে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার বর্ম্ম
হইতে কালাগ্নিতেজ বাহির হইতে লাগিল।
গ্রীকসেনা সভয়ে পোতাভিমুখে ধাবমান
হইল। * * * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।